বালিকার এই কাণ্ড দেখিয়া পাইকদ্বয় একে অন্যের মুখের পানে সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিল। হাবির মা দৌড়িয়া আসিয়া সরল ভাবে সরস্বতীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিল।

এক জন পাইক বলিল;—"এ বালা লইয়া আমরা কি করিব? তুমি ছেলে মানুষ, তোমার বালা নেব না।"

তখন ব্রহ্মময়ী বলিলেন;—"আমি বল্‌ছি তোমরা এ নিয়ে যাও। বিক্রী করিলে ষোল টাকার বেশী হবে। আমার মেয়ের হাতের বালা, আমি তো দিতে পারি।"

হাবির মা, বার বার ব্রহ্মময়ীর কথা ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মময়ী তাহা শুনিলেন না।

পাইকগণ ব্রহ্মময়ীর কথা শুনিয়াও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এমন সময়ে হাবির মার কুটীরের সম্মুখের পথ দিয়া একটী যুবক অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু হাবির মার গৃহ প্রাঙ্গণে নিপতিত হইল। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পাইকদ্বয় অবনতশিরে অভিবাদন করিল। তিনি অশ্বের গতি সংযত করিয়া একটু দাঁড়াইলেন। এক জন পাইক তাঁহার অশ্বের গলা ধারণ করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার যথাযথ বিবরণ জ্ঞাপন করিল। যুবক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া গৃহ প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইলেন।

যুবকটী দেখিতে সুশ্রী, ও বুদ্ধিমান, বয়স বিংশতি বর্ষ হইবে। তাঁহার মুখশ্রীতে কোমলতা ও বীর্য্যের সম সমাবেশ রহিয়াছে।

যুবকটীকে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মময়ী একটু সরিয়া গেলেন। সরস্বতী হাবির মার নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল।

যুবকটী ধীরে ধীরে সরস্বতীর নিকট গিয়া তাহার বালা গাছি তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন।

হাবির মার দিকে চাহিয়া অভ্যাগত যুবক বলিলেন;—"বাছা, তুমি কেঁদ না। যত দিন ইচ্ছা তত দিন তুমি এবাড়ীতে থেক, তোমার জমার টাকা আমি দিব।"

এই বলিয়া যুবকটী সরস্বতীর দিকে অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অশ্বারোহণে আপনার গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। পাইকদ্বয় পুনরায় তাঁহাকে নতশিরে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

---

# আলোক ধাঁধাঁ।

(Photophobia.)

ইংরাজিতে ফটোফোবিয়া নামে এক প্রকার রোগের উল্লেখ দেখা যায়, উহার লক্ষণ ও বিবরণ বড় কৌতুকাবহ। কি কারণে এই রোগ জন্মে, চিকিৎ-

সকেরা আজি পর্য্যন্তও তাহা সম্যক রূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই; কেহ কেহ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ইহার কতকগুলি কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও এই রোগ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং আজি কালি অনেক গৃহস্থের স্ত্রীলোক ও বিদ্যালয়ের বালককে ফটোফোবিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত চিকিৎসা শাস্ত্রে এই রোগের ঠিক্ সংজ্ঞা বা লক্ষণ দেখিতে পাই নাই, আধুনিক ইংরাজি শিক্ষিত বঙ্গীয় চিকিৎসকেরা ইহাকে "আলোকভীতি" নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা এই রোগের "আলোক ধাঁধা" নাম দিয়াছেন; আমাদের বিবেচনায় শেষোক্ত নামটই প্রশস্ত এবং সর্ব্বত্র প্রচলিত হওয়া উচিত। উড়িষ্যাঞ্চলে কাজলা নামে এক প্রকার চক্ষুরোগের লক্ষণ শুনা যায়, তাহা কতকাংশে আলোক ধাঁধার সমান। ফটোফোবিয়া অতি সামান্য কারণে এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘটিতে পারে, সুতরাং ইহার বিবরণ কিছু পূর্ব্ব হইতে জানিয়া রাখিতে পারিলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কিছু ভরসা থাকে।

লক্ষণ দেখিয়া ফটোফোবিয়া রোগ চিনিয়া লইতে হয়। এই রোগ একেবারে সম্পূর্ণ আকারে দেখা দেয় না, রোগ হইবার অব্যবহিত কাল পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই লক্ষণ দ্বারা রোগের আগমনে যে বিলম্ব নাই তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। আলোক ধাঁধাঁ হইবার একটু অগ্রে চক্ষুর ক্ষুদ্র ঝিল্লি মধ্যে এক প্রকার চঞ্চলতা জন্মে, তাহাকে ইংরাজিতে 'Morbid Sensibility' কহিয়া থাকে। অনেক ক্ষণ চেয়ারে বসিয়া পা ঝুলাইয়া রাখিলে পদতলে যেমন ঝিনি ঝিনি ধরে, চক্ষুর নিম্নদেশে সেই রূপ ঝিনি ঝিনি ধরিয়া থাকে। তাহার পরে ঊর্দ্ধ দেশে অল্প পরিমাণে ব্যথা জন্মে এবং সম্মুখস্থ বস্তুকে হরিদ্রা বর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থায় দূরের বস্তুকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। কিন্তু কিছু কাল অতিবাহিত হইলে দূরের এবং নিকটের সকল বস্তুকেই কৃষ্ণবর্ণের বলিয়া বোধ হয় এবং সমগ্র বিশ্বমণ্ডলকেই যেন অমাবস্যা রজনী বলিয়া ভ্রম জন্মে। সূর্য্যের কিরণ ভাল লাগে না, আগুণের তাপ গায়ে লাগিলে যন্ত্রণা অনুভব হয় এবং মানসিক পরিশ্রমে আদৌ ইচ্ছা হয় না, কেবল অন্ধকারময় গৃহে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে আহ্লাদ জন্মে। অধিক কথা শুনিলে বা বলিলে শরীরের উষ্ণতা হয় এবং সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা জন্মে। চিকিৎসকেরা বলেন এই অবস্থায় বংশীস্বর শ্রবণ করা বিধেয় এবং গ্রন্থাদি পাঠ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইহার কিছু পরেই আলোক ধাঁধা রোগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আলোক দেখিলেই মনে আশঙ্কা জন্মে এবং চিত্তের

বিকৃতি উৎপাদিত হইয়া মস্তিষ্ককে জীর্ণ করিয়া ফেলে। ঠিক এই অবস্থার নাম "আলোকভীতি"। হাইড্রোফোবিয়া রোগী জল দেখিলেই যেমন কাতর হয় এবং আশঙ্কায় দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে, আলোকভীতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও আলোক দেখিলে তেমনি ভয় পাইয়া থাকে। বাস্তবিক এই সময়ে ইহাদের চক্ষুতে অধিক পরিমাণে আলোক লাগিলে নয়নদ্বয় একেবারে অন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাদের আর কোন কার্য্যকারিণী শক্তি থাকে না। বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়াছেন, এক মিনিটের কিঞ্চিৎ অধিক কাল আলোক লাগাইয়া একজন বলবান্ যুবক রোগীর চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আমাদের দেশের স্ত্রী লোকেরা শিশু দিগের চক্ষে যে কাজল দেন, তাহা চিকিৎসকদিগের বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হয়। আমাদের পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোকেরা এ প্রথাটি অধিক পরিমাণে প্রচলন করিয়াছেন। প্রথাটি মন্দ নহে, কিন্তু ৫।৬ বর্ষের অধিক বয়স্ক বালককে কাজল দিবার রীতি নাই। যুবক এবং যুবতীদিগের মধ্যে মধ্যে কাজল লওয়া ভাল। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমানদিগের মধ্যে প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগকে কাজল পরিতে দেখা যায়। মুসলমান শাস্ত্রে এই কাজলের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল পাঠার্থী যুবক মধ্যে মধ্যে চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই কাজল ব্যবহার করা ভাল বলিয়াই বোধ হয়। চসমা ব্যবহার করিয়া চক্ষুকে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য করা অপেক্ষা কাজল ব্যবহার করা ভাল। অধিকতর মানসিক পরিশ্রমে কখন কখন আলোক ভীতি জন্মিতে দেখা যায় এবং শিরোরোগগ্রস্ত ব্যক্তি এতদ্দ্বারা অনেক সময়ে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে পূর্ব্ব বঙ্গে এই রোগ অধিক পরিমাণে দেখা দিয়া থাকে।

---

## বঙ্গমহিলা সমাজের ষষ্ঠ জন্মোৎসব।

১৮৮০ সালের ১লা আগষ্ট বঙ্গমহিলা সমাজের জন্ম হয়, গত ১লা আগষ্ট ইহার সাংবৎসরিক জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সমাজটী বঙ্গীয় মহিলাদিগের উন্নতি সাধনোদ্দেশে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য সকল প্রধানতঃ তাঁহাদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রবন্ধ রচনা ও চিন্তাশক্তি বর্দ্ধনার্থ ইহার কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং প্রায় এক এক সপ্তাহে এক এক বিভাগের অধিবেশন

হইয়া থাকে। সভা একটী পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার একটী নিজস্ব গৃহ নিতান্ত আবশ্যক হওয়াতে সভ্যগণ তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা আশা করি অচিরাৎ তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হইবে এবং একটী স্থায়ী গৃহ প্রাপ্ত হইয়া সভা তাহার কার্য্য আরও সুন্দররূপে ও উৎসাহ সহকারে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন।

গত জন্মোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাময়িক প্রসঙ্গ স্তম্ভে প্রকটিত হইয়াছে। আমরা পাঠিকাগণের চিত্ত বিনোদনার্থ সভাস্থলে যে নূতন অভিনয় প্রদর্শিত ও নূতন সঙ্গীতে গীতও পঠিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

---

কথোপকথনাভিনয়।

(সভা ভূমিতলে আসীনা, সম্মুখে বালিকা।)

সভা।

কেন আজি তোরা বোনে বোনে মিলে,
ভাসায়ে পরাণ হরষ হিল্লোলে
গাহিতিস্ সুখ-সঙ্গীত সকলে,
কি শুনিলি নব আশার কথা ?

বালিকা।

প্রিয় সভা! আজ তব জন্ম দিনে
হরষ-লহরী খেলিতেছে প্রাণে,
তব জন্মোৎসবে মিলি বোনে বোনে
সারা বরষের ভুলেছি ব্যথা।

সভা।

জন্ম দিন মম এল কিরে হায় ?
কিবা দ্রুতপদে আয়ুশ্চক্র ধায়,
দেখিতে দেখিতে বরষ ফুরায়,
পূরিছে না শুধু প্রাণের আশ!

বালিকা।

কেন প্রিয় সভা শুভ জন্মোৎসবে
ম্রিয়মাণ হয়ে ভূমে পড়ি রবে,
আজি কেন চোখে অশ্রুদয় হবে ?
আজি যে হাসিবে সুখের হাস।

সভা। (দণ্ডায়মান হইয়া)

যে মহৎ ব্রত সাধিবার তরে
লভিনু জনম, দুঃখে যাই মরে,
সে ব্রতের বিধি ছয়বর্ষ ধরে,
পালিতে সম্যক্ নারিনু হায়!

বালিকা।

তাই ত লো হায়! ধিক্ আমাদেরে
ব্রত দীক্ষা নিয়ে নারি পালিবারে,
আলস্যেতে থাকি নির্জ্জীব অন্তরে
কোথা দিয়া আয়ু চলিয়া যায়!!

আশার প্রবেশ।

আশা।

উৎসব সঙ্গীতে আজ কেন,কেন মিশাইছ
বিষাদের তান ?
আমি আশা আসিয়াছি, সান্ত্বনা অমিয়
দিয়া জুড়াইতে প্রাণ।
আয় সভা,আয় তোরে,হাতে ধরে নিয়ে যাব,
দাঁড়াস্নে পথে,
জীবনের লক্ষ্য স্মরি, বাধা শত ঠেলি পায়
চল মোর সাথে।

অই যে দেখিছ আজ মিলিয়াছে শত বোন
প্রফুল্ল পরাণ,
পিঞ্জরের পাখী ছিল,আজি স্বাধীনতা সুখে
গাহিতেছে গান।
উহাদের ভাই সব হরষ-পূরিত প্রাণে
দেখিছেন চেয়ে,
জ্ঞান ধর্ম্মে সাথী করে, আরো হও অগ্রসর
আশা গীত গেয়ে॥
(সকলের প্রস্থান।)

## সঙ্গীত।

আজিলো নূতন বরষে
পরাণ পূরিয়া হরষে,
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলায়ে সবে,মঙ্গল সঙ্গীত গাওরে।
নূতন বরষে আজিরে,
নব বেশে সবে সাজিয়ে
নূতন আশার কাহিনী নিরাশ জনে শুনাওরে।
কারেও না কিছু বলিয়া,
পুরাতন গেছে চলিয়া,
নবীন বরষ দেখনা দাঁড়ায়ে রয়েছে দুয়ারে;
শৈশব মাধুরী বয়ানে,
হাসি ফুটিতেছে নয়ানে,
কত আশা খেলে পরাণে, ওর মুখ সবে
চাওরে।

## বর্ষ সঙ্গীত।

আপনার বেগে, আপনার মনে,
কোথায় বরষ চলিয়া যায়,
অপূর্ণ বাসনা রহিল কাহার
দেখিতে বারেক ফিরি না চায়।
কার নয়নের ফুরাল না জল,
শুকাল না কার প্রাণের ক্ষত;
কাহার হৃদয় নিশীথে দিবায়
জ্বলিছে ভীষণ চিতার মত;
কাহার কণ্ঠের মুকুতার মালা
ছিঁড়িয়া পড়িল শতধা হয়ে,
কা'র হৃদি শোভা বিকচ কুসুম
শুকাইয়া গেল হৃদয় ছুঁয়ে;
দেখিবারে তাহা মুহূর্ত্তের তরে
থামিল না ওর অস্তের পথে,
অই যায় চলে অই যায় যায়
সৌর দ্যুতিময় দ্রুতগ রথে।
বরষের পর বরষ যাইছে,
বিদায়ের কালে চরণে তার
কত প্রাণ ভাঙ্গি, কত আঁখি দিয়া,
পড়িছে তরল মুকুতা-ভার।
আপনার ভাবে আপনার মনে
অশ্রুসিক্ত পদে চলিয়া যায়,
শোনে না কাহারো রোদনের রব
কারো মুখ পানে ফিরি না চায়।
ম্রিয়মাণ প্রাণ, আশা ভর করি
বরষ প্রভাতে দাঁড়ায় উঠে,
নবীন উষায় হৃদয় কাননে
আবার নবীন কুসুম ফুটে।
জীবন বেলায় আবার খেলায়
কল্পনার মৃদু লহরী-মালা,
ভুলে যাই শত বিষাদ বেদন
শত নিরাশার দারুণ জ্বালা।
একটি প্রভাত সুখে কেটে যায়,
আশার মৃদুল সুরভি বায়,
একদিন রাখে শ্রান্তি ভুলাইয়া,
একদিন পাখী সঙ্গীত গায়।
আবার আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া

তেমনি শতেক নিরাশা আসে,
তেমনি করিয়া ঘন অন্ধকার
হৃদয় গগন আবার গ্রাসে।
উঠিয়া, পড়িয়া, থামিয়া, নাচিয়া,
পায়ে জড়াইয়া কণ্টক রাশি,
জীবনের পথে চলি অবিরাম
কখন বা কাঁদি, কখন হাসি!
আপনার বেগে, আপনার মনে
আবার বরষ চলিয়া যায়,
কে পড়িল পথে, কে উঠি চলিল
দেখিতে বারেক ফিরি না চায়।

---

কেহ কি দেখেনা?—কেহ কি চাহেনা
দুঃখী দুর্ব্বল নরের পানে?
তবে কেন প্রতি নূতন বরষে
ফোটে নব ফুল হৃদয় বনে?
তবে কেন আজ শিরায় শিরায়
উৎসাহের স্রোত আবার বহে?
তবে আশারাণী কেন কাণে কাণে
শতেক অমিয়া বচন কহে?
গত বরষের দুঃখ অশ্রু লয়ে
পুরাণ বরষ গিয়াছে যাক্,
দ্বাদশ মাসের বিষাদের দাগ
উহারি বুকেতে লুকান থাক্।
কৃপাহস্ত কার অস্ফুট আলোকে
দেখিতেছি আছে জড়ায়ে সবে,
অই হাত ধরে উঠি পড়ে, পড়ে,
কেন আর ভয় পাই গো তবে।
উঠিয়া, পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া
বরষে বরষে বাড়ুক বল,
ফুটুক্ না পায়ে দুটা তুচ্ছ কাঁটা
বহুক্ না কেন নয়ন জল!
নূতন উদ্যমে, নূতন আনন্দে
আজিতো গাহিব আশার গান,
নূতন বরষে আজি নবব্রতে
আবার দীক্ষিত করিব প্রাণ।

---

# প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

## ৫।—বাক্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"আমি স্বয়ং এই ব্রহ্ম পদার্থের বিষয় শিক্ষা দিতেছি, (শ্রবণ কর)। আমিই দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত। আমিই সমস্ত কামনা করিয়া থাকি। যাহাকে আমি রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করি, তাহাকে স্রষ্টা, ঋষি (ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বিষয়দর্শী), সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সুন্দর জ্ঞানসমৃদ্ধ করিয়া দি। ৫।

---

"অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তম্
ব্রহ্মাণং তমৃষিন্তং সুমেধাম্"। ৫।

"ব্রাহ্মণকুলের দ্বেষ্টা ও হিংসকের বধের কারণ আমি রুদ্রের ধনুতে জ্যা (ছিলা) সংযোগ করিয়াছিলাম। আমিই ভক্ত-জনের উপকারার্থ বিপক্ষ-পক্ষের সহিত সংগ্রাম করিয়াছি এবং অন্তর্যামিনী বলিয়া, স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রবিষ্টা হইয়াছি।৬।

---

'অহং স্বয়ম্ এব ইদং' বস্তু ব্রহ্মাত্মকং, 'বদামি' উপদিশামি; 'দেবেভিঃ' দেবৈঃ ইন্দ্রাদিভিঃ অপি, 'জুষ্টং' সেবিতং 'উত' অপি 'মানুষেভিঃ' মনুষ্যৈঃ অপি 'জুষ্টং' ঈদৃগ্‌বস্ত্বাত্মিকা 'অহং' 'কাময়ে'। 'যং' পুরুষং রক্ষিতুম্ অহং বাঞ্ছামি, 'তং তং' পুরুষং 'উগ্রং কৃণোমি' সর্ব্বেভ্যঃ অধিকং করোমি। 'তম্' এব 'ব্রহ্মাণং' স্রষ্টারং করোমি, 'তম্' এব 'ঋষিম্' অতীন্দ্রিয়ার্থ দর্শিনং করোমি, 'তম' এব 'সুমেধাং' শোভনপ্রজ্ঞঞ্চ করোমি।৫।

"অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহন্দ্যাবা-পৃথিবী আ বিবেশ॥৬॥"

পুরা ত্রিপুর-বিজয়-সময়ে 'রুদ্রায়' রুদ্রস্য (ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী) মহাদেবস্য 'ধনুঃ' চাপম্ 'অহং' 'আতনোমি' জ্যয়াততং করোমি; কিমর্থং?—'ব্রহ্মদ্বিষে' ব্রাহ্মণানাং দ্বেষ্টারং, 'শরবে' শরুং হিংসকং ত্রিপুরনিবাসিনম্ অসুরং 'হন্ত বৈ' হন্তুং হিংসিতুং * * * 'উ' শব্দঃ পূরকঃ। 'অহং' এব 'সমদং' সমানং আদ্যন্তাস্মিন্নিতি সমৎ সংগ্রামঃ, 'জনায়' স্তোতৃজনার্থং শত্রুভিঃ সহ সংগ্রামং 'অহং' এব 'কৃণোমি' করোমি। তথা 'দ্যাবাপৃথিবী' দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ

"এই ভূলোকের উপরিস্থিত আকাশকে আমি উৎপাদন করি। সমুদ্রের ও জলের মধ্যে আমার পিতা অম্ভৃণ ঋষি রহিয়াছেন। এই প্রকার গুণশালিনী বলিয়া, আমি নিখিল অবনীমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া, বিবিধ বস্তুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছি; এবং কারণ স্বরূপ ও মায়াময় আমার দেহ দ্বারা সুদূরস্থানে অবস্থিত স্বর্গলোককে আমি স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি।৭।

---

অন্তর্যামিতয়া, 'অহং' এব 'আ বিবেশ' প্রবিষ্টবতী।৬।

"অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতা-মূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি"।৭।

দ্যৌঃ পিতেতে শ্রুতেঃ—পিতা দ্যৌঃ। 'পিতরং' দিবং, 'অহং' 'সুবে' প্রসুবে—জনয়ামি; আত্মন আকাশ সম্ভূতঃ—ইতি শ্রুতেঃ। কুত্রেতি তদাহ।—'অস্য' পরমাত্মনঃ, 'মূর্দ্ধন্' মূর্দ্ধন্যুপরি, কারণভূতে হি তস্মিন্ বিয়দাদি কার্য্যজাতং সর্ব্বং বর্ত্ততে, তন্তষু পট ইব। 'মম' চ 'যোনিঃ' কারণং, 'সমুদ্রে' সমুদ্রবন্তি অস্মাৎ ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রঃপরমাত্মা, তস্মিন্,—'অপ্সু' ব্যাপনশীলাসু ধীবৃত্তিষু, 'অন্তঃ' মধ্যে, যৎ ব্রহ্মচৈতন্যং, তৎ মম কারণমিত্যর্থঃ। যতঃ ঈদৃভূতা অহং অস্মি, 'ততঃ' হেতোঃ, 'বিশ্বা' বিশ্বানি—সর্ব্বাণি, 'ভুবনানি' ভূতজাতানি, 'অনু' প্রবিশ্য, 'বি তিষ্ঠে' বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি' * * 'উত' অপি, চ, 'অমুং দ্যাং' বিপ্রকৃষ্টদেশে অবস্থিতং স্বর্গলোকং, উপলক্ষণমেতৎ; এতদুপলক্ষিতং কৃৎস্নং বিকারজাতং, 'বর্ষ্মণা' কারণভূতেন মায়াত্মকেন

"বায়ু, যদ্রূপ স্বেচ্ছাক্রমে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ সমগ্র ভুবনের প্রসবকর্ত্রী আমি স্বয়ং নিজ ইচ্ছানুসারে তাবৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। আমি এই আকাশের ও এই পৃথিবীর পরেও বিদ্যমান আছি। আমি বিষয়-নির্লিপ্তা ও ব্রহ্ম-রূপিণী। আমার স্বীয় মাহাত্ম্য-বলে এই সমস্তই সমুৎপন্ন হইয়াছে।৮।

---

মদীয়েন দেহেন, 'উপস্পৃশামি'। যদ্বা 'অস্য' ভূলোকস্য, 'মূর্দ্ধন্' মূর্দ্ধমুপরি, 'অহং' 'পিতরং' আকাশং, 'সুবে'— 'সমুদ্রে' জলধৌ, 'অপ্সু' উদকেষু, 'অন্তঃ' মধ্যে, 'মম' 'যোনি' কারণভূতঃ অম্ভৃণাখ্যঃ ঋষিঃ বর্ত্ততে; যদ্বা 'সমুদ্রে' অন্তরীক্ষে, 'অপ্সু' অম্মগ়েষু দেবশরীরেষু, 'মম' 'যোনিং' কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ত্ততে, 'ততঃ' 'অহং' কারণাত্মিকা সতী, 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি, 'ভুবনানি' ভূতজাতানি, ব্যাপ্নোমি, অন ৎ সমানং।৭।

"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা
ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা
সম্বভূব॥ ৮॥"

'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি, 'ভুবনানি' ভূতজাতানি কার্য্যানি, 'আরভমাণা' কারণস্বরূপেণোৎপাদয়ন্তী, 'অহম্ এব' পরেণ অনধিষ্ঠিতা, স্বয়ম্ এব 'প্রবামি' প্রবর্ত্তে, 'বাত ইব' যথা বাতঃ পরেণাপ্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব প্রবাতি, তদ্বৎ। উক্তং সর্ব্বং নিগময়তি। 'পরো দিবা' * * দিব আকাশস্য পরস্তাৎ, 'এনা পৃথিব্যা' অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ পরং পরস্তাৎ, (দ্যাবাপৃথিব্যোরুপাদানলক্ষণং) এতদুপ-লক্ষিতাৎ, সর্ব্বাৎ বিকারজাতাৎ পরস্তাৎ বর্ত্তমানাসঙ্গোদাসীন
কূটস্থব্রহ্মচৈতন্যরূপাহং
'মহিনা' মহিম্না, 'এতাবতী' 'সম্বভূব' * * সর্ব্বং জগদাত্মনাহং সম্ভূতাস্মি। ৮।

এই সকল মন্ত্রের পাঠক অতিশয় বহু-সংখ্যক ছিল ও আছে, প্রস্তাবের প্রথমার্দ্ধে পূর্ব্ব-বারেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বিষয়ের পবিত্রতা, মন্ত্রের উৎকর্ষ, ভাবের গাম্ভীর্য্য স্মরণ করিলেই মনে হয়, চিরযুগই ইহার পাঠক ও শ্রোতা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবে। কেবল যে শঙ্করাচার্য্যই এই সকল মন্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় মত প্রচার করিয়া যান, এমন নয়। তাঁহার জন্মের বহুকাল পূর্ব্বের রচিত উপনিষৎ-শাস্ত্র সমুদয়েও উক্ত ধর্ম্ম মতের সুস্পষ্ট চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদে হিন্দুজাতির বুদ্ধি-বিকাশের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। এই উপনিষৎ শাস্ত্রকে আশ্রয়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া "দর্শন" গ্রন্থাবলি উৎপন্ন হইয়াছে। সে গুলির নাম—সাংখ্য ও পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। এই শেষোক্ত শাস্ত্রকেই শঙ্করদেব আবার অদ্বৈত-বাদ-পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই দর্শন সকলের ভাব ও মত পুরাণে, কাব্যে, উপপুরাণে, গাথায়, এমন কি, স্থল-বিশেষে নাটকেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ধরিতে গেলে, বাক্ দেবীর মতই, এই সকলের পত্তন-ভূমি। এতদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয় পুরাণের

চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রকরণটী তো আদ্যোপান্তই যাকের বিরচিত ঋক্ আটটীর ভাবাকর্ষণে লিখিত, তাহা নির্দ্দেশ করাই নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে ভাষান্তরিত মন্ত্রভাগ-ঘটিত দুই চারিটী বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। যথা.—

(১) চতুর্থ মন্ত্রে যে 'মিত্র' শব্দের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে ঈশ্বরের বিষয় জানিতে অভিলাষী ব্যক্তিমাত্রকেই লক্ষ্য করা, 'বাক্‌দেবীর' অভিপ্রেত। *

(২) সায়ণাচার্য্য মহোদয়ের মতে ষষ্ঠ মন্ত্রে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-কুলের দ্বেষ্টার নাম—ত্রিপুর। এ বিষয়টী আমাদের তাদৃশ বিশ্বাস্য বোধ না হওয়াতে, ত্রিপুর শব্দ অনুবাদ মধ্যে দেওয়া হইল না।

(৩) সপ্তম মন্ত্রের একাংশের অর্থ তিন প্রকার দেখা যাইতেছে। বিশদ অর্থই এ স্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে।

মন্ত্রগুলি দার্শনিক মত ও আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। ধর্ম্ম-তত্ত্বকে যেরূপ প্রাঞ্জল করিয়া দিলে সাধারণের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা, তাহার চেষ্টা পাইয়াছি। এ পর্য্যন্ত যে যে সীমন্তিনীর বৃত্তান্ত মুদ্রিত হইল, বাক্‌দেবীর জীবনের ঘটনা তৎসমস্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সুতরাং সমধিক শিক্ষণীয়; অতএব ইহা নারীজাতির আদর্শ-স্বরূপ সর্ব্বোত্তম পদার্থ। কেবল নারীজাতির কেন, ইহাতে পুরুষদিগেরও চিন্তনীয় ও শিক্ষাপ্রদ অনেক বিষয় নিহিত আছে।

* গত মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

বিশ্ববারা হইতেও ইহাঁর চরিত্রের ও মতের শ্রেষ্ঠতা অধিক, এ কথা আমরা নির্দ্দেশ করিয়া না দিলেও, সকলেই সুন্দররূপে প্রতীতি করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

## ৬।—দেবজামি প্রভৃতি।

ইহাঁরা ইন্দ্র ঋষির মাতৃগণ এবং ইহাঁরা ইন্দ্রমাতৃগণ নামেই পরিচিত। সায়ণ মহোদয়ও ভাষ্য মধ্যে ইহাঁদের ঐ নামের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্র ঋষির জনক বহু দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কয়েকটী সপত্নী একত্র মিলিত হইয়া, একটী মন্ত্র রচনা করাতেই, ইহাঁদের পরস্পরের এক অসাধারণ একতার ভাব স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে। সচরাচর আমাদের বঙ্গসমাজে সপত্নীদের পরস্পরের মনের যে ঐক্য থাকে না, তাহার প্রধান কারণ উচ্চ-বিষয়ক সুশিক্ষার অভাব। দেবজামি প্রভৃতির সদ্ভাব যে সুদৃঢ় অচল তুল্য অটল ছিল, তাহার অদ্বিতীয় কারণ— মহৎ সৎ ইচ্ছা। বঙ্গীয় ভগ্নীগণ! জানিবেন, সৎশিক্ষা এমনই বল ধারণ করে যে, তাহার প্রভাবে মানুষের দুর্দ্ধর্ষ চিরশত্রুও পরাস্ত হইয়া যায়।

ইঁহারা সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়া একটী মন্ত্র রচনা করেন। তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ অষ্টম মণ্ডলের ৮ অষ্টম অনু-বাকের ১১ একাদশ সূক্তের প্রথম ঋক্। এইটী আবার সামবেদের গেয় গানের ১৫ পঞ্চদশ প্রপাঠকের ৩২ দ্বাত্রিংশ।

ত্বষ্টৃ ঋষি উহার প্রকাশক এবং সেই হেতুই তাঁহার আখ্যানুসারে উহার নাম 'ত্বাষ্ট্রী সাম' অর্থাৎ ত্বষ্টৃ মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত গান হইয়াছে। ইন্দ্রমাতৃবর্গের বিরচিত ঋক্‌টীর যদ্রূপ ভূরি প্রচার হইয়াছিল, দেবজামি প্রভৃতির প্রণীত মন্ত্রের প্রচারও তদপেক্ষা ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, ঋগ্বেদ-সংহিতা ও সামবেদ-সংহিতা এই উভয় স্থলেই ইহাঁদের প্রকটিত মন্ত্রের সমাদর পরিদৃষ্ট হইতেছে।

অতঃপর দেবজামি প্রভৃতির বিরচিত মন্ত্রের অনুবাদ এ স্থলেই প্রকটিত হইতেছে,—

"নিজ কার্য্যাভিলাষিণী ইন্দ্রমাতৃ-বর্গ স্তবাদি দ্বারা ইন্দ্রকে লাভ করিয়াছেন; যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত সেই ইন্দ্র দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং তাঁহা হইতে সুবীর্য্য-ধন-প্রাপ্তিরও অধিকারিণী হইতেছেন।"*

---

# বড় কেও কেটা নয়।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

বায়ুর গতি এই বাষ্পোদ্গম প্রক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। বাতাস যদি স্থির থাকে, তাহা হইলে সে নিজের উত্তাপের পরিমাণ অনুসারে যতদূর পারে আমাকে লইয়া যাইবে। তাহার পর আর লইয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং যেখানকার বায়ু স্থির, সেখানকার বাষ্পোদ্গম বন্ধ হইবে। কিন্তু যদি বায়ু চলিতে থাকে, তাহা হইলে জলের উপরিস্থিত বাতাস আমাকে লইয়া সরিয়া যাইবে, তাহার পরবর্ত্তী বাতাস আবার আমাকে লইয়া সরিয়া যাইবে, এইরূপে ক্রমাগত বাষ্পোদ্গম চলিতে থাকিবে। এই জন্য যেখানে বেগে বায়ু বহিতে থাকে, সেখানে ভিজে কাপড় ছড়াইয়া দিলে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শুখাইয়া যায়। বর্ষাকালে শীঘ্র কাপড় শুখায় না এই জন্য যে বর্ষাকালের বায়ু আমাদ্বারা একেবারে পূর্ণ থাকে বলিলেও চলে। সুতরাং কাপড় হইতে আর আমাকে

---

* "ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে। বন্বানাসঃ সুবীর্য্যম্॥"— [ঋগ্বেদ সংহিতা, ৮মণ্ডল, ৮অনুবাক্, ১১সূক্ত, ১ঋক্।]

'ঈঙ্খয়ন্তীঃ' গচ্ছন্ত্যঃ, স্তুত্যাদিভিঃ ইন্দ্রং প্রাপ্নুবন্ত্যঃ; 'অপস্যুবঃ' অপঃ কর্ম্মাণি, আত্মন ইচ্ছন্ত্যঃ, ইন্দ্রমাতরঃ অস্য সূক্তস্য দ্রষ্ট্র্যঃ, 'জাতং' প্রাদুর্ভূতং, তম্ 'ইন্দ্রম্' 'উপাসতে' পরিচরন্তি। 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং ধনং চ। 'বন্বানাসঃ' তস্মাৎ ইন্দ্রাৎ সম্ভজন্ত্যো ভবন্তি।

লইতে পারে না। ইহাকেই বায়ুর বাষ্পপূর্ণাবস্থা (point of saturation) বলে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ যে বায়ুর উত্তাপানুসারে এই বাষ্পপূর্ণাবস্থার ইতর বিশেষ হয়। কেন না, বায়ুর উত্তাপ যত অধিক হইবে, তত অধিক পরিমাণে সে আমাকে লইতে পারিবে। বায়ু যখন আমাদ্বারা একেবারে পূর্ণ থাকে, তখন যে জিনিস তাহা অপেক্ষা একটু অধিক ঠাণ্ডা, তাহার সংস্পর্শে আসিলেই আমি ঐ ঠাণ্ডা জিনিসের উপর শিশিরের ন্যায় জমিয়া যাই। এই জন্য বায়ুর বাষ্পপূর্ণাবস্থাকে তাহার (Dew-point) শিশিরাবস্থাও বলে।

আমার একটী বিশেষ ক্ষমতা আছে। আমি কেবল বৃষ্টি শিশির প্রভৃতির কারণ নহি; আমি না থাকিলে ঝড় হইত না। আমি কেমন করিয়া ঝড়ের কারণ হই, তাহা এইবার বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ভারমিতি (Barometer) নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে তোমরা জান। এই বামাবোধিনীতেই পূর্ব্বে তাহার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর ভার বা চাপের পরিমাণ ঠিক্ করা যায়। বায়ুর এই ভার বা চাপ কখনও অধিক হয়, কখনও অল্প হয়। এই চাপের ইতর বিশেষ হইতেই বায়ুপ্রবাহ, ঝড় প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই চাপের তারতম্যের দুইটী কারণ আছে;—(১) বায়ুর উত্তাপ, (২) আমি (জলীয় বাষ্প)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাতাস গরম হইলে হালকা হয় ও উপরে উঠিয়া যায়। সুতরাং কোনও বিস্তীর্ণ প্রদেশ যখন সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত হয়, তখন সেখানকার বাতাস গরম হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। কাজেই অন্যান্য স্থানের বায়ুর অপেক্ষা সেখানকার বায়ুর ভার কমিয়া যায়।

এই ত গেল এক কারণের কথা। তার পর আছি আমি। বাতাস আমা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ভারি। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বায়ুর তাপাংশ যখন ৫০, তখনকার অবস্থায় বাষ্পবিহীন বায়ু আমার চেয়ে ১৩৩ গুণ ভারি। কাজেই আমি বাতাসের সঙ্গে যত মিশিতে থাকিব, বাতাসের ভার তত কমিতে থাকিবে। যেখানকার বাতাসে আমি অধিক পরিমাণে বিরাজ করি, সেখানকার বাতাসের ভার সেই জন্য চারিদিকের বাতাসের ভার অপেক্ষা কম হয়। আমি যদি জমিয়া বৃষ্টি হইয়া পড়িয়া যাই, তাহা হইলে এই প্রভেদের সহজেই সামঞ্জস্য হইয়া যায়। নতুবা বায়ু মহা আস্ফালনে দিগ্‌বিদিক্ আলোড়িত করিয়া এই সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লয়। কারণ তরল পদার্থের ধর্ম্মই এই যে তাহার চতুর্দ্দিকের চাপ সমান রাখিতে চেষ্টা করে।

কি কারণে যে আকাশের কোন কোন অংশে আমার পরিমাণ হঠাৎ অধিক বা অল্প হইয়া যায়, তাহা

পণ্ডিতেরা অদ্যাপি নিরূপণ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন যে তদ্দ্বারা বায়ুর গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন আমার অবস্থানের পরিবর্ত্তন আকস্মিক ও বহুদূরব্যাপী হয়, তখনই ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত মৃদুগতিতে হইলেও জলহাওয়ার উপর তাহার প্রভাব প্রকাশিত হয়।

আমি ঝড়ের কারণ বলিয়া আমার উপর রাগ করিও না। আমি পরমেশ্বরের ভৃত্য বই ত নয়। তিনি যাহা করিতে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা আমাকে করিতেই হইবে। আমি ভাল মন্দ জানি না। কিন্তু এটা বোধ হয় তোমরা সহজে বুঝিতে পার যে ঝড়ে দেশের বায়ু পরিষ্কার করিয়া দেয়। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আদেশে ইহার দ্বারা আরও হয় ত অনেক উপকার হয়। মানুষ জানে না বলিয়া 'সর্ব্বনাশ হইল', 'সর্ব্বনাশ হইল', বলিয়া গোল করিয়া বেড়ায়। আমি ত বলি যেখানে বুঝিতে পারা যায় না, সেখানে একেবারে ঈশ্বরের উপর অবিশ্বাস না করিয়া, 'বুঝি না' বলিয়া নীরবে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকাই যথার্থ জ্ঞানীর কার্য্য।

ঝড়ের কারণ বলিয়া তোমরা আমার উপর বিরক্ত হইলে তোমাদিগকে অত্যন্ত কৃতঘ্ন বলিব, কেননা তাহা হইলে আমি এই বুঝিব যে তোমরা আমার দ্বারা নানারূপে উপকৃত হইয়াও একটী মাত্র কারণে চটিয়া গেলে। দেখ আমি বৃষ্টি ঢালিয়া তোমাদের পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতেছি এবং এইরূপে তোমাদের আহার যোগাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেছি। তা ছাড়া আমার দ্বারা আরও অনেক প্রকারে তোমাদের প্রাণ রক্ষার উপায় হইতেছে। নতুবা তোমরা এতদিন কোথায় থাকিতে তাহার ঠিকানা নাই। (১) বাতাস একেবারে বাষ্পবিহীন হইলে যত শীতল হইত, আমি আছি বলিয়া তত শীতল হইতে পায় না। (২) আমি অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া পরদার ন্যায় তোমাদিগকে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ হইতে রক্ষা করিতেছি, নতুবা সূর্য্যের তাপ অসহ্য হইত। (৩) আবার আমিই রাত্রিতে অনেক সময় মেঘের আকারে তোমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া পৃথিবী যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র তাহার দেহস্থ উত্তাপ অনন্ত আকাশে ছাড়িয়া দিতে না পারে তাহার উপায় বিধান করি। আমি যদি কিছুকালের জন্য না থাকি, তাহা হইলে তোমরা দিবসে দগ্ধ হইয়া যাইবে ও রাত্রিতে শীতে জমাট হইয়া থাকিবে; মেঘও জমিবে না, বৃষ্টিও হইবে না, নদনদীও প্রবাহিত হইবে না, এক কথায় পৃথিবী আর জীবজন্তুর বাসের যোগ্য থাকিবে না।

কেমন, আর আমার উপর রাগ করিবে?

# সজীব ফটোগ্রাফি।

( ২৪৬ সংখ্যা, ৭৮ পৃষ্ঠার পর )

পাঠিকাদের মনে সহজেই এই প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে যদি চক্ষের ভিতর বাহিরের দৃশ্যাবলীর একটি উল্টা ছবি প্রতিফলিত হয়, তবে আমরা সকল পদার্থ উল্টা দেখি না কেন?—প্রশ্নটি অতি গুরুতর;—এই প্রশ্নটি লইয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক গবেষণা ও বাদানুবাদ হইতেছে;—কিন্তু আজিও কেহ কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমরা যাবতীয় পদার্থ যে সোজা দেখি, তাহা আমাদের চক্ষের এক প্রকার স্বাভাবিক শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল। স্পর্শশক্তি প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সকল পদার্থের যথার্থ অবস্থা নিরূপণ করিয়া বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি সুতরাং চক্ষের এক প্রকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও মত অন্য প্রকার; তাঁহারা বলেন যে, আমরা জগতের ছোটি বড় যাবতীয় পদার্থই উল্টা দেখি; সুতরাং তুলনার স্থল না থাকা বশতঃ উল্টা সোজার তারতম্য করিতে পারি না। বিপরীত ভাবাপন্ন দুটি গুণ না থাকিলে একটির ধারণা হয় না। কোন গুণ ধারণা করিতে হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার অভাব অথবা তদ্বিপরীত কোন গুণের ধারণা করিতে হয়। 'ভাল' বলিলেই তৎসঙ্গে তদ্বিপরীত 'মন্দও' ধারণা হয়; 'আলোক' বলিলেই তাহার অভাব 'অন্ধকারেরও' ধারণা হয়। তেমনি 'সোজা' বলিলে কোন উল্টা বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া বলি; অথবা 'উল্টা' বলিলে কোন সোজা বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া বলি। কিন্তু যাবতীয় পদার্থ যদি উল্টা দেখি, তবে আর তুলনার স্থল থাকে না, সুতরাং আর উল্টার ধারণা হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি আরও সহজ হইবে;—মনে কর, একটি বৃক্ষকে সোজা বলি কখন? যখন তাহার মূল পৃথিবীতে এবং অগ্রভাগ উর্দ্ধে আকাশে;—এস্থলে পৃথিবী এবং আকাশের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বৃক্ষটিকে সোজা বলিলাম। আবার যদি তাহার মূল উর্দ্ধে আকাশের দিকে হয় এবং অগ্রভাগ পৃথিবীর দিকে হয় তবে বলিব বৃক্ষটি উল্টা;—এস্থলেও পৃথিবী ও আকাশের সহিত তুলনা করিয়া বলিলাম; কিন্তু যদি আকাশ, পৃথিবী, ও যাবতীয় পদার্থই উল্টা হয়, তবে আর তুলনার স্থল কোথায় পাইব? সমুদায় পদার্থই উল্টা দেখি,

তুলনার স্থল পাই না—সুতরাং উল্টা কি না বুঝিতে পারি না।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, রেটিনায় প্রতিফলিত প্রতিমূর্ত্তির সহিত, আমাদের অনুভূতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; রেটিনায় প্রতিমূর্ত্তি দৃক্‌স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া কিয়দংশে একপ্রকার আণবিক স্পন্দন উৎপাদন করে—এই স্পন্দনেই দর্শনের অনুভূতি হয়।

ফটোগ্রাফি যন্ত্রে দূরত্বের পরিমাণানুসারে যবাকার কাচ খণ্ডকে সম্মুখে ও পশ্চাতে সরাইতে হয়; অর্থাৎ দূরের ও নিকটের পদার্থ এক সময়ে ভালরূপে প্রতিফলিত হয় না;—দূরের বস্তু স্পষ্ট হইলে নিকটের গুলি অস্পষ্ট হইবে অথবা নিকটের গুলি স্পষ্ট হইলে দূরের গুলি অস্পষ্ট হইবে। তবে আমরা চক্ষের এক অবস্থায় দূরের ও নিকটের বস্তু কিরূপে দেখি?—বস্তুতঃ আমরা চক্ষের এক অবস্থায় দূরের ও নিকটের বস্তু দেখিতে পাই না; দূরত্বের পরিমাণানুসারে ক্রিষ্টালাইনের অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। ইহা বুঝিতে হইলে যবাকার কাচের বিবরণ কিছু জানা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ফটোগ্রাফি যন্ত্রের সম্মুখস্থ পদার্থ সকলের প্রতিফলিত আলোক রশ্মি সমূহ যবাকার কাচকে ভেদ করিয়া বক্রগামী হইয়া এক বিন্দুতে মিলিত হয়; এবং এই অধিশ্রয়ণ বিন্দুতে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সমূহের একটি উল্টা ছবি প্রতিফলিত করে। কিন্তু এস্থলে জানা আবশ্যক যে, পদার্থ সমূহের দূরত্বের পরিমাণানুসারে যবাকার কাচ হইতে অধিশ্রয়ণ বিন্দুর দূরত্বের হ্রাস হয়; অর্থাৎ খুব দূরের বস্তু হইলে অধিশ্রয়ণ বিন্দু নিকটে হইবে এবং নিকটের বস্তু হইলে অধিশ্রয়ণ বিন্দু দূরে হইবে; এই জন্যই দূরের ছবি তুলিতে হইলে (লেন্স) কাচকে পশ্চাতে সরাইতে হয় এবং নিকটের ছবি তুলিতে হইলে লেন্সকে সম্মুখে বাড়াইতে হয়। তবেই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের চক্ষে দূরের পদার্থের অধিশ্রয়ণ বিন্দু নিকটে হইবে এবং নিকটের পদার্থের দূরে হইবে। কিন্তু আমরা ফটোগ্রাফি যন্ত্রের ন্যায় চক্ষের ক্রিষ্টালাইনকে সম্মুখে ও পশ্চাতে সরাই না অথচ দূরের ও নিকটের বস্তু দেখিতে পাই কিরূপে? এস্থলে যবাকার কাচ সম্বন্ধে আরও কিছু জানা আবশ্যক:—ন্যুব্জতার (convexity) পরিমাণানুসারে অধিশ্রয়ণ বিন্দুর দূরত্বের হ্রাস হয়; অর্থাৎ অধিক ন্যুব্জ হইলে তাহার অধিশ্রয়ণ বিন্দু (Focus) নিকটে হইবে এবং ন্যুব্জতা অল্প হইলে অধিশ্রয়ণ বিন্দু দূরে হইবে। তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ফটোগ্রাফি যন্ত্রের লেন্সের ন্যায়, চক্ষের ক্রিষ্টালাইনকে সম্মুখে ও পশ্চাতে না সরাইয়াও তাহার কার্য্য

অন্য উপায়ে হইতে পারে; অর্থাৎ যদি কোন উপায়ে ক্রিষ্টালাইনের ন্যুব্জতার হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা হয়। পূর্ব্বে যে সিলিয়ারী বন্ধনীর * কথা বলা হইয়াছে তাহার পেশী সকল ক্রিষ্টালাইনে চাপ দিয়া দূরত্বের পরিমাণানুসারে তাহাকে আবশ্যক মত ন্যুব্জ করিয়া দেয়। এক অবস্থায় দূরের ও নিকটের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার এক সহজ পরীক্ষা করিতে পারা যায়; একখানি তারনির্ম্মিত ঘন জাল চক্ষের খুব নিকটে ধরিয়া তাহার ভিতর দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে কোন পুস্তকের অক্ষর পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে, যখন অক্ষরগুলি স্পষ্ট দেখি, তখন জাল অস্পষ্ট দেখায়—আবার যখন জাল স্পষ্ট দেখি, তখন অক্ষরগুলি অস্পষ্ট দেখায়।

---

# মরিসস-কোয়ারেণ্টিন ষ্টেশন।

## ১ম প্রস্তাব।

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের মধ্যে বোধ হয়, অনেকেই কোয়ারেণ্টিন্ ষ্টেশনের (Quarantine station) নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। কোয়ারেণ্টিন শব্দটী লাটীন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মৌলিক অর্থ চল্লিশ। কোন জাহাজে সংক্রামক পীড়া থাকিলে, আরোহিগণকে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত সেই জাহাজেই থাকিতে হয়; তাঁহারা তীর্থের কাকের ন্যায় স্থলের দিকে চাহিয়া থাকেন; স্থলে নামিতে পান না। এমন কি, অপর জাহাজের লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিবার অধিকার থাকে না। এই নিয়ম, সর্ব্বত্র সকল প্রকার সংক্রামক রোগে প্রচলিত নাই। কোয়ারেণ্টিন ষ্টেশনের কথা লিখিবার পূর্ব্বে মরিসস-সম্বন্ধে দু চারিটী কথা বলা একান্ত আবশ্যক।

মরিসস একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহার দৈর্ঘ্য উনিশ ক্রোশ ও বিস্তার এগার ক্রোশ। ইহা বোম্বাইয়ের চল্লিশ ডিগ্রি অর্থাৎ ১২০০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগর-বক্ষে অবস্থিত। কলিকাতা বিষুব রেখার ২২ ডিগ্রি বা ৬৬০ ক্রোশ উত্তর এবং মরিসস ৬৬০ ক্রোশ দক্ষিণ। কলিকাতা হইতে মরিসস পর্য্যন্ত জলপথ ১২৫০ ক্রোশ দীর্ঘ।

বাষ্পীয় পোতে, কলিকাতা হইতে মরিসস যাইতে ১৪ হইতে ১৮ দিন লাগে। মেল ষ্টীমারে আরো অল্প সময়ের মধ্যে

---

* বামাবোধিনীর ২৪১ সংখ্যা ৩২৬ পৃষ্ঠার প্রতিকৃতিতে (৮) দেখুন।

যাওয়া যায়। পাইলের জাহাজে ৩০ হইতে ৭০ দিবস লাগে।

মরিসসের জলবায়ু ভারতবর্ষের মত। শীত-গ্রীষ্মও প্রায় একরূপ। কিন্তু আমাদের দেশে যখন গ্রীষ্ম, সেখানে তখন শীত। আম, কাঁটাল, নারিকেল, গুবাক, তাল, তেঁতুল, কুল, বেল প্রভৃতি বৃক্ষ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ধান্যের চাষ হয় না, বলিলেই চলে। চাষের মধ্যে ইক্ষুর চাষই প্রধান। এখানে ৭।৮ টী চিনির কল আছে। এই সকল কল হইতে প্রায় তিন কোটী টাকার চিনি প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইয়া বিদেশে যায়। প্রায় ১ কোটী টাকার চিনি ভারতবর্ষে, প্রধানতঃ বোম্বাই নগরে; ১ কোটী টাকার অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপ-পুঞ্জে; এবং আর এক কোটী টাকার চিনি ইউরোপে প্রতি বৎসর যায়। সচরাচর দ্বীপ যেমন প্রস্তরময় হইয়া থাকে, মরিসসও সেইরূপ। এখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। ইহাদের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ২৫০০ ফিট্। পোর্ট লুই মরিসসের রাজধানী ও বন্দর। এই স্থল "পল ও ভর্জিনিয়া নামক" উপন্যাসের রঙ্গভূমি। লোকে বলিয়া থাকে, উক্ত নায়কনায়িকার সমাধিস্থল অদ্যাপি একটী পর্ব্বতোপরি বর্ত্তমান আছে। আমাদের দেখিবার ইচ্ছা ছিল, সময়াভাব-বশতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। এস্থানে দুইটী পর্ব্বতে আমরা আরোহণ করি। একটীর উচ্চতা ১০০০ ফিট্; অপরটী ১৫০০ ফিট্ উচ্চ। প্রথম পর্ব্বতে উঠিবার জন্য একটী সর্পাকৃতি পথ আছে। এইপথে ছয় স্থলে মোড় ফিরিতে হয়। এই পর্ব্বতের উপর হইতে দ্বীপের তিন দিক আসমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। উঠিবার পথে বৃক্ষ নাই, ছায়া নাই। আমরা বেলা দুইটার সময় উঠিতে আরম্ভ করি, বেলা ৩॥ টার সময় শিখর-দেশে উপস্থিত হই। পথে সকলেরই অতিশয় শ্রান্তি বোধ হয়। এমন কি, আমাদের মধ্যে এক জনকে পথিমধ্যে ৩।৫ বার শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই পর্ব্বতের উপর এক সিগ্‌ন্যাল্ ষ্টেশন বা বার্ত্তাঘর আছে। তথায় দুই জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী আছেন। তাঁহাদের কার্য্য, সমুদ্রের চারি দিকে দৃষ্টি রাখা। কোন জাহাজ আসিলে, পোর্ট আফিসে তারে সংবাদ দিয়া থাকেন। এই স্থান হইতে দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রায় ৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। কর্ম্মচারিদ্বয়ের জন্য একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ আছে। এখানে সময় সময় শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। এস্থানের বায়ু নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর।

দ্বিতীয় পর্ব্বতে উঠিবার পথ ক্রমশঃ উচ্চ। পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ থাকায় উঠিবার ক্লান্তি তত অনুভব করিতে পারি নাই। ইহার উপর হইতে ঝরণা মৃদু মন্দ ভাবে কল কল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে। আমরা যখন এই পর্ব্বতে আরোহণ করি, সে সময় অতিশয় ক্লান্ত ও তৃষ্ণাতুর ছিলাম। সুতরাং ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক

সৌন্দর্য্যে যুগপৎ হৃদয় আকৃষ্ট হইল। স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিলাম। শিখর হইতে আমাদের দৃষ্টি চারি দিকে নিপতিত হইল। ক্ষুদ্র দ্বীপটী, বৃহৎ তরণীর ন্যায় সমুদ্র-বক্ষে ভাসমান রহিয়াছে। যে দিকে চাও,সমুদ্র—ফেণিল, নীল, অনন্ত-বিস্তার—মধ্যাহ্ন-রবি-কর-স্পর্শে জ্বলিতেছে। উপরে অনন্ত আকাশ,আর নিম্নে অনন্ত সিন্ধু। এই স্থান হইতে রাজধানী, অট্টালিকা, কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ, ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, বন, উপবন প্রভৃতি অতি রমণীয় দেখায়। বিশ্বাসী ভগবদ্ভক্তের পক্ষে এই পর্ব্বত সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে তিনি, সেই সৌন্দর্য্যের সার মহাদেবের ধ্যান করিয়া মনের আশা অবাধে চরিতার্থ করিতে পারেন। উল্লিখিত দুইটী পাহাড় ভিন্ন আর একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে আমরা আরোহণ করিয়াছিলাম। তাহার উচ্চতা প্রায় ৫৮০ ফিট। ইহার উপর একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আছে। এক্ষণে তথায় কোন সৈন্য থাকে না বটে; কিন্তু কতিপয় কর্ম্মচারী থাকেন। দ্বীপের যে কোন অংশে আগুন লাগিলে, সংখ্যানুসারে তোপ-ধ্বনি দ্বারা লোকদিগকে সাবধান থাকিতে বলাই, ইহাঁদের কার্য্য।

---

# কাউণ্টেস ডফরিন্ ফণ্ড।

বহুদিন হইতে দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ এ দেশের নারীগণের হিতার্থ অনেক উপায় চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু উপযুক্ত অর্থবল ও সহায়তার অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। শুভক্ষণে আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি-পত্নী ভারতে পদার্পণ করিয়া ভারতরমণীদিগের একটী মহৎ অভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইনি যেরূপ বিশ্বহিতৈষিণী, সেইরূপ উচ্চপদস্থা, ইহাঁর যত্ন ও অধ্যবসায়ও অসাধারণ, সুতরাং ইহাঁ দ্বারা যে অবলম্বিত কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে, ইহা অবশ্যই আশা করা যায়।

কাউণ্টেস ডফরিণের উদ্যোগে সম্প্রতি জাতীয় সভা নামে একটী নূতন সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার ৩ টী উদ্দেশ্য—(১) চিকিৎসা শিক্ষাদান অর্থাৎ ভারতীয় রমণীগণকে ডাক্তার, হাঁস-পাতালের সহকারী নর্স বা রোগীর শুশ্রূষাকারিণী ও ধাত্রী রূপে প্রস্তুত করা হইবে।

(২) চিকিৎসাসাহায্য প্রদান। ইহার জন্য কয়েকটী বিশেষ উপায় নির্দ্ধারিত হইতেছে;—(ক) স্ত্রীলোক ও শিশু-গণের চিকিৎসার্থ স্ত্রীলোকের কর্ত্তৃত্বা-ধীনে ঔষধালয় ও একটি হাঁসপাতাল স্থাপন। (খ) বর্ত্তমান হাঁসপাতাল ও

ঔষধালয় সকলে স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে স্ত্রীবিভাগ স্থাপন। (গ) হাঁসপাতালের বর্ত্তমান স্ত্রীবিভাগে স্ত্রীচিকিৎসক ও পরিচারিকার ব্যবস্থা। (ঘ) বিশেষ ফণ্ড বা অর্থ সংগ্রহ হইলে স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র হাঁসপাতাল স্থাপন।

(৩) হাঁসপাতাল ও গৃহস্থের বাটীর স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের জন্য শিক্ষিতা নর্স বা শুশ্রূষাকারিণী ও ধাত্রী যোগান।

স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি এই জাতীয় সভার পরিপোষক, কাউন্টেস ডফরিন ইহার লেডী প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি, ভারতবর্ষের কয়েক প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর সহকারী পরিপোষক ও তাঁহাদিগের পত্নীগণ সহকারী পরিপোষিকা পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সভার সভ্যগণ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন;—(১) আজীবন কৌন্সিলর, (২) আজীবন সভ্য, (৩) সাধারণ সভ্য। ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয় সকলেরই সভ্য হইবার সমান অধিকার। যাঁহারা ৫০০০ বা তদধিক মুদ্রা দান করিবেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর, যাঁহারা ৫০০ বা তদধিক মুদ্রা দান করিবেন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য হইবেন। প্রবেশ দক্ষিণা ১০টাকা ও বার্ষিক দাতব্য ৫ টাকা দিলে সাধারণ সভ্য হওয়া যায়। খুব অল্প দানও যথাযথরূপে স্বীকৃত হইবে।

চাঁদা বা দাতব্য দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা কাউন্টেস ডফরিণ ফণ্ড নামে অভিহিত হইবে। ইহা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিবে। ইহার ব্যয়াদি কার্য্য একটী মূল কমিটী ও কতকগুলি শাখা কমিটী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে।

মূল কমিটী সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি, ইহা অল্পসংখ্যক সভ্য দ্বারা সংগঠিত হইবে এবং কাউণ্টেস ডফরিণের সভাপতিত্বের অধীনে কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে। সাধারণ সভ্যগণের প্রবেশ দক্ষিণা এই মূল কমিটীতে প্রদত্ত হইবে, অন্য প্রকার দাতব্য দাতাদিগের ইচ্ছানুসারে শাখা কমিটী সকলে প্রদত্ত হইতে পারিবে।

প্রত্যেক প্রদেশে এই সভার শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই শাখা সভাসকল মূল সভার সহিত এক যোগে কার্য্য করেন, ইহাই অভিপ্রেত। শাখা সভাসকল আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ ও স্থানীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবেন। তাঁহারা মূল কমিটীর স্থানীয় প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সভার উদ্দেশ্য সাধনে সহকারিতা করিবেন। যে উদ্দেশে জাতীয় সভা স্থাপিত হইতেছে, তদনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যদি অন্য কোন সভা থাকে, তাহা ইহার অঙ্গীভূত হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়। অঙ্গীভূত সভাসকল ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিতে পারিবেন, কেবল তাঁহাদিগের কার্য্যবিবরণাদি মূল সভায় প্রেরণ করেন এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে পরামর্শ দান ও সহায়তা করেন, ইহা প্রার্থনীয়। মূল

সভা সময় সময় অঙ্গীভূত সভাসকলকে অর্থ সাহায্য দান করিতে পারিবেন।

জাতীয় সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন শীতকালে কলিকাতাতে হইবে, শাখা ও অঙ্গীভূত সভা সকলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকেন প্রার্থনীয়।

এই সভার উদ্দেশ্য সকল সংসাধনার্থ ইহার ফণ্ড হইতে শিক্ষার্থিনী স্ত্রীলোকদিগকে ছাত্রীবৃত্তি দেওয়া হইবে, স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা শিক্ষাদানার্থ স্থাপিত বিদ্যালয় সকলে সাহায্য করা হইবে এবং ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে উপযুক্ত বেতন দিয়া বহুসংখ্যক সুশিক্ষিতা স্ত্রী-ডাক্তার আনয়ন করা হইবে। কালক্রমে স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয় সকল হইতে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল বিদ্যালয় অনেক প্রকার অভাব পূর্ণ করিতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ ডাক্তারগণের সদিচ্ছা ও সহায়তার উপর এই সভা বিশেষ নির্ভর করিবেন এবং এই সভার কর্ম্মচারী সকল গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসা-কর্ম্মচারীদিগের সহিত মিলিয়া ও আবশ্যকস্থলে তাঁহাদিগের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন।

কাউণ্টেস্ ডফরিণ ফণ্ড ও জাতীয় সভার মহৎ উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য কাউণ্টেসের ইচ্ছানুসারে সভার সম্পাদক দেশীয় পত্রিকা-সম্পাদকগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন, ইহা অতি সুবুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে। এই উপায়ে দেশস্থ সর্ব্বসাধারণে অচিরাৎ সভার হিতকর উদ্দেশ্য জানিতে পারিবেন এবং ইহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন, ইহা আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি। স্বয়ং মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারতের দুঃখিনী কন্যাগণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া অনেক বার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারতে স্ত্রীচিকিৎসক পাঠাইবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অনুষ্ঠানে তিনি যে একান্ত প্রীত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। মহারাণী হইতে দেশের ধনী দরিদ্র সকলে একান্তঃকরণে কাউণ্টেস ডফরিণের সংস্থাপিত ফণ্ডের সিদ্ধিকামনা ও তাহার সহায়তা করিলে আর ভাবনা কি? আমরা মঙ্গলদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এই মঙ্গল কার্য্যে তিনি তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

# আশাবতীর উপাখ্যান।

( ২৩৪ সংখ্যা ৮৪ পৃষ্ঠার পর )

আশাবতী প্রাতঃকালে স্নান পূজা করিয়া আশ্রমস্থ সাধুবৃন্দকে প্রণাম করিলেন। যোগিবরের নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করতঃ বলিলেন—"প্রভো! পূর্ব্বে আমি সাধুদিগের পদধূলির

মাহাত্ম্য কিছু বুঝিতাম না। এখন দেখিতেছি আমার ন্যায় পাপীয়সীর পক্ষে ইহা মহৌষধ। সময় সময় আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, এমন কি ভগবানের নামস্মরণেও উৎসাহ থাকে না, প্রাণের মধ্যে ঘোর জড়তা, এই এক শোচনীয় অবস্থা—হাসিও নাই, রোদনও নাই, অথচ গভীর অন্তর্দ্দাহ—এই অবস্থায় সময়ে সময়ে আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি হয়, কেবল পাপভয়ে নিবৃত্ত থাকি। এই অন্তর্জ্বালা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারি নাই, কিন্তু যখনই আপনার অথবা পূজনীয় বাবাজীর চরণধূলি গ্রহণ করিয়াছি, তখনই সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া ধর্ম্মের প্রশান্ত ভাব এবং আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করিয়াছি। প্রভো!—আর কাহারও চরণধূলি লইলে কি এরূপ উপকার হয়?"

যোগী। মা আশাবতী! তোমার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। তুমি যে ভক্তপদ-রজের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছ, ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার যোগশিক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যতদিন অহঙ্কার প্রবল থাকে, ততদিন সাধুদিগের চরণধূলির প্রতি ভক্তি হয় না। যাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে হৃদয়নিহিত ধর্ম্মভাব গুলি প্রস্ফুটিত হয়, আপনা হইতে ভগবানের নাম রসনায় উচ্চারিত হয়, এবং পাপবৃত্তি সকল লজ্জিত হইয়া পলায়ন করে, তিনিই সাধু। তাঁহার পদধূলি লইলেই উপকার। কেবল সাধুর পদধূলি বলিয়া নহে, মনুষ্যমাত্রেরই পদধূলির অনেক বল। সকলেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাকে, প্রত্যেক নরনারীতে সেই দীননাথ দীনবন্ধু প্রভু বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যেক নরনারী এক একটী দেবমন্দির। যাহার অন্তরে দেবভক্তি আছে, সে দেবমন্দির দেখিলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া থাকে, একবার প্রণাম করিলে আর সে লোভ ছাড়িতে পারে না। আশাবতি! এই প্রণামের মাহাত্ম্য না বুঝিলে কেহই গুরুলাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাহার ধর্ম্ম জীবনও আরম্ভ হয় না।

আশাবতী। পিতঃ! গুরু না পাইলে কি ধর্ম্মলাভ করা যায় না।

যোগী। না, মা! গুরু না পাইলে ধর্ম্মলাভ হয় না। ক খ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ, শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কৃষি, বা বাণিজ্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কেবল ধর্ম্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহার পর আশ্চর্য্যের কথা আর নাই। যদি বল ধর্ম্ম আমার মধ্যেই আছে, তাহা আবার কাহার নিকট শিক্ষা করিব? তবে ক খ প্রভৃতি সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ত পড়িয়া আছে, শিখিলেই হয়, তজ্জন্য অন্যের

খোসামোদ করা হয় কেন? বন জঙ্গলে পাহাড়ে খনিতে রোগের ঔষধ আছে, তাহা শিখিবার জন্য কবিরাজের শিষ্য হও কেন? যাহার জল পিপাসা হয়, সে ব্যক্তি কোদাল, খন্তা লইয়া কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যেখানে জলাশয় আছে, সেখানে জলপাত্র লইয়া জল গ্রহণ করে। তদ্রূপ সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং গুরুশক্তি রূপে সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। যেখানে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছেন, সে স্থান হইতে সেইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। যেখানে প্রেমভক্তি বিশ্বাস পবিত্রতা রূপ ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সে স্থান হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্ম একটী প্রণালী নহে, মত নহে, দল অথবা সম্প্রদায় নহে। স্বয়ং ভগবানই ধর্ম্ম। সেই পরাশক্তি ভগবতী বিশ্বজননী স্বয়ং ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাক্য নহে—শক্তি। ধর্ম্ম মত নহে, কিন্তু সম্ভোগের বস্তু। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখাইয়া দেন, অন্তরে জানাইয়া দেন, তিনিই গুরু। যিনি যে বিষয়ের শিক্ষা দেন, তিনি সেই বিষয়ের গুরু। সকলের পদানত হইয়া পদধূলি লইতে লইতে অহঙ্কার নষ্ট হইয়া হৃদয় বিনীত হয়। হৃদয় এরূপ বিনীত না হইলে গুরু-দর্শন হয় না।

আশাবতী। নিজে নিজে ঈশ্বরের নাম লইলে কি ধর্ম্ম হয় না?

যোগী। হবেনা কেন? পুষ্করিণী কাটিয়া জলপান করার মত। পিপাসায় প্রাণ যায়, নিকটে পুষ্করিণী, তাহাতে জলপান না করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়া জলপান করিলে যেরূপ সুবুদ্ধির কার্য্য হয় তদ্রূপ। বিশেষতঃ ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি। আমি যে নাম করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নামস্পর্শমাত্র যদি প্রেমভক্তি পবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটী অক্ষর। এবিষয়ে একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলি শ্রবণ কর। এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। ব্যাস বলিলেন, হে বিপ্র! তুমি কি জন্য আমার নিকট দৈন্য প্রকাশ করিতেছ, আমি তোমার কি উপকার করিব? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে পরাশরের পুত্র! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, আমি তোমার শরণাগত, আমার উপকার কর। আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দাও, যে আমি যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারি। ব্রাহ্মণের এই দৈন্যোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, বিল্বপত্রে কিছু লিখিয়া দিয়া বলিলেন, হে দ্বিজ! এই বিল্বপত্রে যাহা লিখিয়া দিলাম, তাহা দেখিওনা, ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে। এই পত্র হস্তে থাকিতে তোমার স্বৈর বিহারে কেহই বাধা দিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ সেই

পত্র লইয়া পরমানন্দে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কখন ইন্দ্রলোকে, কখন চন্দ্রলোকে, কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে, মনের সাধে ভ্রমণ করিতে করিতে, একদিন দেখিলেন পত্রটী শুখাইয়া গিয়াছে। মনে করিলেন পত্রটী শুষ্ক হইল, কখন চূর্ণ হইয়া যাইবে অতএব ইহাতে যাহা লেখা আছে তাহা একটা নূতন পত্রে লিখিয়া লই। পত্রটী খুলিয়া দেখেন তাহাতে লেখা আছে, "ওঁ রামঃ" আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নহে, হিজিবিজি, ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন, ও হরি এই সঙ্কেত। ওঁ রামঃ !!! লেখারও শ্রী দেখ। দূর হউক, শুষ্ক পত্রটা রাখিয়া আর লাভ কি! আমার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, মুক্তার মত, ইহা বলিয়া একটা বিল্ব পত্রে দিব্য অক্ষরে ওঁ রামঃ লিখিলেন। শুষ্কপত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! ব্রাহ্মণ, স্বহস্ত-লিখিত পত্রটী হস্তে লইয়া মনে করিলেন মন চল একবার কাশী যাই। ওঃ একি, উঠিনা কেন? অনেক চেষ্টা করিলেন, সমস্ত বিফল হইল, কাশী যাওয়া হইল না। তখন ঘৃণা লজ্জা দুঃখে অবসন্ন হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। আর কোন উপায় না দেখিয়া পুনঃ ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলেন। ব্যাস কহিলেন, হে বিপ্র! তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এই পত্রের মধ্যে কি আছে তাহা দেখিও না। আমি বহুকাল গুরুসেবা পূর্ব্বক তাঁহার কৃপা লাভ করি। সেই গুরুদত্ত শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে সেই শক্তি আমার দেবতা রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় ও বরে আমি তাহা সঞ্চারণ করিতে পারি। এজন্য আমার লিখিত নামে সেই শক্তি বর্ত্তমান ছিল। সেই শক্তি প্রভাবেই তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়াছ। ওঁ রামঃ এই কটী অক্ষরের কোন মূল্য নাই, এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ অনেক রোদন করিলেন, কিন্তু ব্যাস অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে সময় হয় নাই বলিয়া আর শক্তি সঞ্চারণ করিলেন না।

আশাবতী। প্রভো! সময় হয় নাই ইহার তাৎপর্য্য কি?

যোগী। কৃষক করা শস্য রোপণ করিয়া, শস্য পক্ক হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। পক্ষী ডিম্ব প্রসব করিয়া তা দিতে থাকে। সময় না হইলে ডিম ফুটায় না। অসময়ে ডিম ফুটালে ডিম কেঁচে যায়। সেইরূপ যাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের জন্য আকুলতা হয় নাই, স্বীয় অহঙ্কার নষ্ট হয় নাই তাহাকে ধর্ম্মের উপদেশ দিলে তাহাতে উপকার না হইয়া অপকার হয়।

আশাবতী। প্রভো! দাসীর অনেক মনোমালিন্য দূর হইল। আপনাকে প্রণাম করি, আমার এই অধম মস্তকে চরণ দিন।

## নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মহারাণী বিক্টোরিয়া কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ডের পরিপোষিকা হইয়াছেন।

২। মান্দ্রাজের মাদুরায় এক স্ত্রীলোক বাপের বাড়ী যাইতেছিল, পথিমধ্যে ৪ জন দস্যু তাহার অলঙ্কার হরণের চেষ্টা করে। রমণী তাহাদিগের অস্ত্রেই তাহাদিগের দুই জনকে হত করে, অপর দুইজন পলাইয়া যায়।

## পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। জীবনের সদ্ব্যবহার—শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায় দ্বারা বঙ্গভাষায় প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। ইহা তিব্বতদেশে প্রাপ্ত একখানি সংস্কৃত নীতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ। পুস্তকখানি জীবনের নানাবিধ কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় উপদেশে পূর্ণ, ইহাতে একটী কথাও অসার পাইলাম না। এরূপ সারগর্ভ উপাদেয় নীতিগ্রন্থ অতি বিরল। বাঙ্গালা অনুবাদ ও মুদ্রাঙ্কণাদি কার্য্যও অতি সুন্দর হইয়াছে। যুবকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ পাঠ্য।

২। সারধর্ম্ম বা তত্ত্বসার—বগুড়া আধ্যাত্মিক বিদ্যালয় হইতে প্রচারিত। এই আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়টী গোপনে গোপনে যে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারিনা। ইহার ছাত্র বা শিক্ষকগণ দুই বৎসরে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাহারই অধিকাংশ লইয়া দুই শত পৃষ্ঠা পরিমিত এই পুস্তকখানি প্রস্তুত হইয়াছে। প্রবন্ধ সকল চিন্তাপূর্ণ, নীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল অবলম্বনে লিখিত এবং গভীর ও উদার ধর্ম্ম ভাবোত্তেজক। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধ গুলির প্রায় তৃতীয়াংশ রচনা ও অবশিষ্ট গুলি সংশোধন করিয়াছেন। গ্রন্থখানির সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়টী স্থায়ী হউক এবং ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ সহায়তা করুন ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

৩। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি, আগামী বারে ইহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করিব :—

(১) বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ৸৹ আনা।

(২) নবলীলা (উপন্যাস) শ্রীদেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ।১৹ আনা।

(৩) রাজপুর রিপণ পুস্তকালয়ের সপ্তম ও অষ্টম সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৯ সংখ্যা। আশ্বিন ১২৯২—অক্টোবর ১৮৮৫। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ড—ইতিমধ্যে এই ফণ্ডে ২০ হাজারের অধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উদয়পুর ও কাশ্মীরের মহারাজা প্রত্যেকে ৫০০০, আলওয়ারের মহারাজা ৪০০০, ধারের রাজা ১৫০০ (এতদ্ভিন্ন বার্ষিক ১০০০ করিয়া ৩ বৎসর ছাত্রবৃত্তি দিবেন), টি, সি, হোপ ১০০০, লর্ড ও লেডী ডফরিণ,লেডী আচিসন, হরনাম সিং, ও কর্ণেল মিণ্টো ইলিয়ট প্রত্যেকে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই ফণ্ডে কচ্ছের মহারাজা ৫০০০ ও ভুপালের বেগম ২০০০ টাকা দান স্বাক্ষর করিয়াছেন।

বন্যা—অগ্নিদাহ, দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পে এবার বঙ্গদেশের অনেক স্থানের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, বর্ষার শেষে আবার ভয়ানক বন্যা হইয়া অনিষ্টের যাহা বাকী ছিল, শেষ করিল। রূপ নারায়ণ ও দামোদর উথলিয়া উঠিয়া মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার অনেক স্থান ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, শত সহস্র লোকের ঘর বাড়ী, গোরু বাছুর বিনষ্ট হইয়াছে, ধান্যক্ষেত্র শ্মশানভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পূর্ণিয়া, ত্রিহুত প্রভৃতি জেলারও অনেক স্থানের দুরবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের ট্রেণ প্রায় বন্ধ। চীনরাজ্যেও কাণ্টন নদী উচ্ছ্বসিত হইয়া এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে। তথায় অসংখ্য লোক নিরাশ্রয়। হিতৈষী নরনারীগণ এ সময় বিপন্নদিগকে সাহায্য করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন।

**প্রদর্শনী**—আগামী শীতকালে লক্ষ্ণৌ নগরে একটী শিল্প প্রদর্শনী হইবে, গবর্ণমেণ্ট তদর্থে ৫০০০ টাকা দিয়াছেন। চুঁচুড়ায় একটী কৃষি প্রদর্শনী খুলিবার জন্য তত্রত্য প্রধান লোকেরা চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে গোরু বাছুর ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি প্রদর্শিত হইবে। কৃষিকার্য্যের উৎসাহ দানার্থ বঙ্গদেশের প্রত্যেক নগর ও গণ্ডগ্রামে এইরূপ অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক।

**পুনা ট্রেনিং কলেজ**—স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়টী হইয়া মহারাষ্ট্রে স্ত্রী শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। ইহা হইতে শিক্ষয়িত্রী সকল প্রস্তুত হইতেছেন এবং ইহার সঙ্গে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংযুক্ত আছে। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বালিকারা যে সঙ্গীত ও ব্যায়াম প্রদর্শন করে, তাহাতে সমাগত ব্যক্তিগণ অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

**বোম্বাই গবর্ণর**—রে সাহেব লর্ড রিপনের ধাতুর লোক। ইনি দেশীয়দিগের প্রতি সদয় হৃদয় এবং তাহাদিগের হিতকর কার্য্যে স্বতঃ পরতঃ উৎসাহ দিয়া থাকেন। বোম্বাইয়ের আবগারী বিভাগের সংস্কারার্থ ইনি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ইহার সহধর্ম্মিণীও দেশহিতকর কার্য্যের অনেক সহায়তা করিতেছেন।

**মাদকতা**—এ দেশে সুরাপানের অনিষ্টকারিতার প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু গাঁজা প্রভৃতির গোপনে গোপনে কত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, কেহ অনুসন্ধান করেন না। এক রামপুর হইতে বৎসরে ৬ হাজার মণ গাঁজা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সমুদয় বঙ্গদেশে ইহার পরিমাণ কত কে বলিবে! লক্ষ লক্ষ মণ গাঁজা বঙ্গবাসীর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কি অনর্থ উৎপন্ন করিতেছে! পাগলা গারোদের অধিবাসীদিগের অধিকাংশই গাঁজার ফল।

**ইংরাজ পাগল**—ইংরাজদিগকে আমরা ধীরবুদ্ধি বিবেচনা করি, কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে ক্ষেপার সংখ্যা কম নহে। ইংলণ্ডের বাতুলালয় সকলে ৮০০০০ পাগল বাস করিতেছে, এ ছাড়া গুপ্ত পাগল অনেক আছে। গত বৎসরে ১১৭৩ জন বৃদ্ধি হইয়াছে।

**পার্লেমেণ্টে দেশীয় সভ্য**—পার্লেমেণ্ট মহাসভায় সভ্য মনোনীত হইবার জন্য একা বাবু লালমোহন ঘোষ প্রার্থী নন, আর একটী বাঙ্গালী যুবাও এ জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বোম্বাইবাসী দুই ব্যক্তিও আপনাদিগের ভাগ্য পরীক্ষার্থ বিলাত গিয়াছেন। ইহাঁদের এক জন ইন্দুপ্রকাশ পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, আর একজন দাদাজী নৌরজী নামে এক ধনাঢ্য পারসী।

**মহারাণীর বক্তৃতা**—পার্লেমেণ্ট বন্ধের সময় মহারাণী যে বক্তৃতা করিয়া

ছেন, তাহাতে এ দেশীয় লোকদিগের রাজভক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

রুশ সীমানা—রুশিয়া ও আফগান স্থানের সীমা সম্বন্ধে যে গোলযোগ চলিতেছিল, তাহার মীমাংসা হইয়াছে। রুশিয়া পাঁচদে পাইয়া অবশ্য লাভবান্ হইয়াছেন, জুলফিকার কাবুলের আমীরকে দেওয়া হইয়াছে। একটী মহাযুদ্ধ অল্পে অল্পে নিবারিত হইল, ইহাই সুসংবাদ।

ভারতবর্ষীয় বজেট—বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড চর্চ্চহিল লর্ড রিপনের শাসনের নিন্দা করিয়া যদিও ভারতবাসী দিগের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষীয় বজেট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময়ে একটী আশার কথা বলিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ভারতে অর্থব্যয় ও শাসন বিষয়ে অনেক বিশৃঙ্খলা হয়। আগামী বর্ষে ইহার অনুসন্ধানার্থ তিনি এক কমিসন স্থাপনের প্রস্তাব করিবেন। গত বর্ষে ইনি ভারত ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সুফল ফলিবার আশা করা যায়।

যুবক যুবতীদিগের চরিত্রোন্নতি সাধন—বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ইংলণ্ডে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকারা নাবালক বলিয়া গণ্য হইয়াছে; তাহাদিগকে কেহ কুপথে লইবার চেষ্টা করিলে গুরুদণ্ড পাইবে। মুক্তিফৌজ ও পেলমেল গেজেটের কর্ত্তৃপক্ষ পতিত বালিকাদিগের উদ্ধারার্থ অনেক প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজ যুবকদিগের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনার্থ কাণ্টরবরীর বিশপ এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, বোম্বাইয়েও চরিত্রোন্নতি বিধানার্থ একটী নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

---

## প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

### উপনিষদের কাল।

বেদশাস্ত্র আর্য্যজাতির অসাধারণ প্রভাব স্থল, তাহার সন্দেহ নাই। তদপেক্ষাও যেটী হিন্দুজাতির ধর্ম্মোন্নতি ও সূক্ষ্ম ধীশক্তির পরিচয় দেয়, তাহা উপনিষদ। সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যা উপনিষদ্ গ্রন্থে যদি কোন কোন বরারোহার বিবরণ প্রদর্শন করিতে পারা যায়, তবে তাহা নিঃসন্দেহ বিলক্ষণ গুরুতর ও মহা গৌরবজনক বিষয় বলিতে হইবে। অতএব সেই বৃত্তান্তের অনুশীলনে মনোনিবেশ করা গেল।

## ৭।—মৈত্রেয়ী।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনি, শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতা-কার। তিনি বৃহদারণ্যক-উপনিষদেরও রচয়িতা। ঐ উপনিষদের মধ্যে মৈত্রেয়ীর কথা যেরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ক্রমশঃ তাহা বিবৃত হইতেছে। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির ভার্য্যা। কাত্যায়নী নাম্নী তাঁহার এক সপত্নী ছিলেন। মৈত্রেয়ীর কোন সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল কি না জানা যায় নাই। কাত্যায়নীর সহিত কোন কালে কোন উপলক্ষে তাঁহার কলহ বিসম্বাদ বা মনোবাদ উপস্থিত হয় নাই। না হইবারই বিষয়। যেহেতু তিনি উচ্চবিদ্যার পারগামিনী ছিলেন। উভয় স্ত্রীর মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের কাহার প্রতি স্নেহ-মমতা অধিক ছিল, স্পষ্ট বুঝিবার সুযোগ নাই। তবে কোন সূত্রে যাহা কিছু বোধগম্য হয়,—পশ্চাৎ-লিখিত বৃত্তান্তে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

একদা যাজ্ঞবল্ক্য দুই বনিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমার যাবতীয় বিষয়-বিভব তোমরা উভয়ে অংশ করিয়া লও। কারণ, "আমার শেষাবস্থা উপস্থিত। এ সময়ে কাননে গিয়া ঈশ্বরারাধনায় আমার জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।" কাত্যায়নী ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ কোন বাক্যই প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু মৈত্রেয়ী, বিত্ত গ্রহণের প্রস্তাব শ্রুতিগোচর করিবামাত্র ভর্ত্তাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, এবং তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্যও যাহা বলেন, বোধসুলভ হইবে বলিয়া, তৎসমস্তই বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ব্রাহ্মণ* হইতে পরস্পরের কথোপকথন প্রণালী-ক্রমেই লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। এ বারে কেবল মৈত্রেয়ীর বাক্য গুলিরই মূল সংস্কৃত টীকায় প্রদত্ত হইল।

মৈত্রেয়ী।—হে ভগবন্! এই ধরণী যদি ধন দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আমার আয়ত্ত হয়, তাহাতে কি আমি অমরত্ব লাভ করিব ?†

যাজ্ঞবল্ক্য।—না। ধনবান্ লোকের জীবন সদৃশ তোমার জীবন হইবে। অর্থে অমর হওয়ার আশা নাই।

মৈত্রেয়ী।—যাহাতে আমার অমর হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা লইয়া আমার কি হইবে ? যদ্দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারি, এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান আপনি আমায় উপদেশ করুন।‡

যাজ্ঞবল্ক্য।—মৈত্রেয়ি! তুমি একে তো আমার প্রিয়, তাহার উপর আবার প্রিয়তম পরমেশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা দ্বারা

---

* ব্রাহ্মণ উপনিষদের বিভাগ বিশেষ।

† "সাহোবাচ মৈত্রেয়ী, যন্নু ম ইয়ম্‌ভগো সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, কিমহং তেনামৃতা স্যামিতি।

‡ "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাং। যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহীতি॥ ৩॥

ও তাঁহার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষ করিয়া, আমার প্রিয়তর হইলে। তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিলে, তাহার প্রকৃত উত্তর দিতেছি। আবিষ্ট মনে শুন ও হৃদয়ঙ্গম কর। কোন স্ত্রীই স্বামীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইবার বাসনা রাখে না; কিন্তু আত্মার কামনানুরূপ ভর্ত্তার প্রীতিভাজন হয়। বনিতার বাঞ্ছানুসারে কোন স্বামীই জায়ার প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার ইচ্ছামত স্বামী পত্নীর প্রীতির আস্পদ হইয়া উঠে। নিজের আত্মার অভিমতানুযায়ী তনয়কে স্নেহ করে, অপিতু তনয়ের মত লইয়া কেহ তাহার প্রতি মমতাবান্ হয় না। এইরূপ অর্থ ও বেদ-বিদ্যার ইচ্ছানুসারে কেহ কদাপি উহার বশীভূত হয় না, প্রত্যুত আত্মার অভিমতানুসারেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব সেই কামনাব্যঞ্জক আত্মা—দর্শন, মনন, শ্রবণ ও ধারণার উপযুক্ত। মৈত্রেয়ি! আমাদের অন্তরে (এই আত্মার মধ্যে) যে লোক সেই মহৎ আত্মাকে দেখিতে পায়, সেই লোক সমস্তই জানিল, দেখিল, শুনিল মনন করিল এবং ধারণা করিল।

"এক বস্তু বিদিত হইলে, অন্য বস্তু কি প্রকারে বিজ্ঞাত হয়? পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুরই সত্তা নাই। যদিই কিছু থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার নয়। ফলতঃ অন্য কিছুমাত্রও নাই, পরমাত্মাই সর্ব্বস্ব। অতএব আত্মা পরিজ্ঞাত হইলেই, তাবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

"আহত দুন্দুভির এবং বীণার শব্দ শ্রবণে যেমন দুন্দুভি আঘাতের ও বীণা-তাড়নের শব্দও শ্রুত হওয়া গিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা জ্ঞাত হইলে, সকলই জ্ঞাত হওয়া যায়।

"সাগর সকল সলিলের কেবল আশ্রয়-স্থল; ত্বক্ স্পর্শের একমাত্র আধার-স্বরূপ; রসনা রস-সমুদায়ের আস্বাদ-কারিণী; নাসিকাই সমস্ত গন্ধ-গ্রহণের আয়তন; যদি নাসিকা না থাকিত, তাহা হইলে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্য চলিত না। কর্ণই শব্দের আশ্রয়-ভূমি। চিত্ত যাবতীয় বাসনার নিলয়; হৃদয় তাবৎ বিদ্যার আলয়-স্বরূপ, হস্তই নিখিল কর্ম্মের আশ্রয়, মারুত—সমগ্র নৈসর্গিক বস্তুর আগার-ভূত, বাক্যই শ্রুতির অবলম্বন স্থান; বাক্য না থাকিলে বেদ থাকিতে পারিত না। এই পদার্থ সমূহের আশ্রয় গুলিরও আবার আশ্রয় আছে; সেই আশ্রয়—ব্রহ্ম। মৈত্রেয়ি! তুমি এই ব্রহ্মকেই অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিত রহিয়াছ।"

মৈত্রেয়ী।—ভগবন্! আপনি যে মহৎ আত্মার কথা কহিলেন, তাহা কি মোহাভিভূত হইতে পারেন? *

যাজ্ঞবল্ক্য।—না। সেই আত্মা, বিনাশ, স্থিতি ও ভঙ্গ-রহিত। অজ্ঞানতা,

* "সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য-সংজ্ঞাস্তীতি?" ১৩।

আত্মাকে কদাচ স্পর্শ করিতে সমর্থ নয়।

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূরিত বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিলেই, মৈত্রেয়ী কিরূপ বিদ্যাবতী, মেধাবিনী ও ব্রহ্মপরায়ণা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, অবিকল বোধগম্য হইতে থাকে। যে নারী উল্লিখিত রূপ উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ নিবিষ্ট অন্তঃকরণে শুনিতে পারেন, তিনি কত কত গণ্য মান্য পুরুষ অপেক্ষাও ধন্যবাদের পাত্রী, তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ। মৈত্রেয়ীর বিদ্যা, বুদ্ধি নিতান্তই বিশাল; ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও তদনুরূপ। তজ্জন্যই উপনিষদ্-মধ্যে তাঁহার উক্তি বেদ বাক্য-তুল্য শ্রদ্ধেয়। কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী এই নারী-যুগলের মধ্যে শেষোক্ত রমণী যে ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন, শ্রুতিতে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। * মৈত্রেয়ীর বিবরণ ইহার অধিক সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

অতঃপর আগামী মাসে গার্গীর বিষয় আলোচিত হইবে।

---

# আশাবতীর উপাখ্যান।

(গত প্রকাশিতের পর।)

যোগী। আশাবতি। মা! চল আজ ভ্রমণে বাহির হই—(উভয়ের প্রস্থান) মা! এইযে নির্জ্জন উদ্যানটী দেখিতেছ, ইহাকে রাণীর বাগ কহে। আহা! শিবমন্দিরটী কেমন সুন্দর। পূর্ব্বে এখানে অনেক সাধু মহাত্মা অবস্থিতি করিতেন, কিন্তু স্থানটী বড় নির্জ্জন হওয়াতে চোর দস্যুগণ এখানে দিবসে জুয়া খেলিবার জন্য আড্ডা করিয়া থাকে। সেই উপদ্রবে এখানে কেহ থাকে না। চল ঐ মহাবীরের স্থানে যাই।

আশাবতী। আহা! কি সুন্দর মূর্ত্তি। এত বড় মহাবীর কখনও দেখি-নাই। অসুর দমনের জন্য বীর হনুমান এই দীর্ঘ ভয়ানক অথচ কোমল সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছেন।

যোগী। দেখ আশাবতি! ভগবদ্-ভক্তের প্রতি লোকের কত ভক্তি। হনুমান সামান্য ভক্ত নহেন, বুক চিরিয়া রাম নাম দেখাইয়াছিলেন। শত শত সহস্র সহস্র লোক ভক্ত হনুমানকে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেছে। অধিক কি স্বয়ং ভগবান ভক্তের অধীন। ভক্তবৎসল ভক্তের আবদার ছাড়তে পারেন না। মহাত্মা নানক বলিয়াছেন, হে ঠাকুর! তোমার নামের কি মহিমা!

* "তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব।"—(শ্রুতি।)

নামে পতিত জন পবিত্র হইয়া জগতে নমস্য হয়। ঠাকুর! তোমার নামের গুণ বলিহারি।

আশাবতি! চল আমরা রামগয়ায় যাই। ফল্গুনদীর তীরে তীরে ঐ পথ দিয়া যাই। ফল্গু পার হইয়া ঐ ক্ষুদ্র পাহাড়, উহার নাম রামগয়া। ঐখানে রামচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, এ জন্য উহাকে রামগয়া কহে। পাহাড়ের এই গোফাতে একটী সাধু থাকিতেন, তাঁহার নাম দুধারি বাবা। তিনি কেবল দুগ্ধপানে জীবন ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। ঐ দেখ ও পারে শ্মশান ঘাট। এই পাহাড়ের নীচে ঐ গৃহটীতে সীতা দশরথের হস্তে পিণ্ড দিতেছেন, মৃত্তিকার নীচে হইতে এক খানি হস্ত বাহির হইয়াছে। মা! চল আমরা নৃসিংহ মন্দিরে যাই।

আশাবতী। প্রভো! একি একি আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। আমি যেন এখানে ছিলাম। আরও তিনটী সাধু এখানে থাকিতেন।

সন্ন্যাসী। কি বলিলে মা! তুমি এখানে ছিলে, কৈ তোমাকেত দেখি নাই। কিন্তু তুমি যে তিন জন সাধুর কথা বলিতেছ তাঁহারা এখানে ছিলেন।

আশাবতী। মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করি, আপনাকে আমি এখানে অনেক বার দর্শন করিয়াছি। আপনার চরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ঐ বৃক্ষতলে আমার আসন ছিল। ঐ বৃক্ষের উত্তরের শাখায় আমার একটী চিহ্ন আছে। সকলে চিহ্ন দর্শন করিলেন। আশাবতী নৃসিংহ দেখিয়া এই যে এই যে, বলিয়া যেন কত পরিচিত আত্মীয় জনের চরণে প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী। এ আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকিবার নিয়ম নাই। বোধ হয় তোমার ভ্রম হইয়াছে। অথবা কোন সময়ে স্বপ্ন দেখিয়াছিলে, অদ্য তাহা সত্য ঘটনা হইল।

যোগী। আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। কারণ আশাবতী আর কখনই গয়ায় আসেন নাই। স্বপ্ন দর্শনই সত্য হইল। অনেক স্বপ্ন সত্য হয়।

মা! আশাবতি! চল রামশিলায় যাই। ঐ দক্ষিণে বিষ্ণু মন্দির রহিল। অদ্য ওখানে যাইব না, তা হলে রামশিলায় যাওয়া হইবে না। দুধারে কেবল দোকান, ঐ দেখ যাত্রিগণ গয়ার পাতর, কাপড়, চরণচিহ্ন প্রভৃতি ক্রয় করিতেছে। ঐ যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী মন্দির দেখিতেছ ইহাদিগকে সতীমণ্ডপ কহে। ঐ ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটী দক্ষিণ-মানস, ঐ পিতা মহেশ্বরের মন্দির। এই গয়ার চক বাজার। এই হাঁসপাতাল, ঐ রামশিলা পাহাড়। ঐ সিড়ির উপরে যে সুন্দর মন্দির দেখিতেছ, টিকারির রাণী উহা প্রতিষ্ঠা করিয়া রাম সীতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অতিথি-সেবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু ঠিক্ নিয়ম মত চলে

না। এই সিড়ি দিয়া ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠ।

আশাবতী। উঠিতে উঠিতে বড় পা ব্যথা করে। সিড়ি দিয়া পাহাড়ে উঠিতে বড় কষ্ট হয়। এ পাথর খানিতে কি যেন লেখা রহিয়াছে।

যোগী। কলিকাতার বাগবাজারের কৃষ্ণরাম বসু এই সিড়ি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনিই আপনার নাম খুদিয়া রাখিয়াছেন যে, যাঁহারা পাহাড়ে উঠিবেন, তাঁহাদের চরণধূলি তাঁহার নামের উপর পড়িবে।

আশাবতী। আহা! ধন্য অনুরাগ! যিনি চরণধূলির মহিমা বুঝিয়াছেন, তিনি যে এরূপ করিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? পাহাড়ের উপরের বটবৃক্ষটি প্রকাণ্ড। নীচ হইতে একটা ক্ষুদ্র বৃক্ষ বোধ হইতেছিল। প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির ও নাটমন্দিরটিও ক্ষুদ্র নহে। এ দিক হইতে গয়া সহরটী বড় সুন্দর দেখাইতেছে। বটতলায় পিণ্ড দিতেছে, এখানেও ভিড় কম নহে।

যোগী। মা! আশাবতি! শরীর শীতল হয়েছে? এবার সিড়ি দিয়া নামিব না, পাহাড়ের পথে নামিব। এখানে অনেকক্ষণ থাকিবার প্রয়োজন নাই।

আশাবতী। আমার আর কোন ক্লেশ নাই। আপনার যাহা ভাল বোধ হয় অনুমতি করুন।

যোগী। চল মা! আমরা পাহাড়ের পূর্ব্বদিক দিয়া নামি। ঐ যে প্রস্তর খণ্ডে সিন্দুর মাখা দেখিতেছ, ওখানে একজন সাধু তপস্যা করিতেন।

আশাবতী। আহা! পাহাড়ের নীচে কেমন একটী সুন্দর অট্টালিকা।

যোগী। উহা অট্টালিকা নহে। যে সাধু তপস্যা করিতেন, তাঁহারই আশ্রম।

আশাবতী। আহা! কি সুন্দর, কি মনোহর, কি নির্জ্জন! এ আশ্রমের লোক কোথায়?

যোগী। মা! সে দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ঐ সিন্দুর মাখা প্রস্তরের নিকট যিনি তপস্যা করিতেন, তাহার তপঃ প্রভাব চারিদিকে প্রচারিত হইল। এক জমিদার মোকদ্দমায় পড়িয়া ঐ সাধুর শরণাপন্ন হন। সাধু অনেক বিনয় করিয়া বলেন যে, আমি কিছুই জানি না। জমিদার তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সাধু দয়ালু, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একটী তুলসী-পত্র জমিদারকে প্রদান করিলেন। দৈবাৎ জমিদার মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলেন। এই ঘটনাতেই সাধুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি উপস্থিত হইল। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই অট্টালিকাময় আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিলেন ও অতিথিসেবার জন্য ঐ অতিথিশালা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। দেবসেবা অতিথিসেবা চলিবার জন্য তালুক লিখিয়া দিলেন। কিছু দিন বড় ধুমধামে আশ্রমের কার্য্য চলিতে লাগিল।

এ দিকে সাধুর তপস্যা অনেক হ্রাস হইয়া গেল। কিছু দিন পরে অন্য একজন জমিদার সাধুর তালুকের কিছু অংশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। সাধুর দেব-সেবা, অতিথিসেবা, সাধন, ভজন, সমস্তই বিলুপ্তপ্রায় হইল। বেলা দশঘটিকার সময় দলিলের কাগজপত্র লইয়া কাছারীতে হাজির হইতে লাগিলেন। সাধুকে কাছারীতে দেখিয়া ক্রমে অন্য লোক তাঁহাকে সাক্ষী মান্য করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে সাধুর ধর্ম্ম কর্ম্ম চলিয়া গেল, তিনি একজন পাকা মোকদ্দমাবাজ হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক আশাবতি! তপস্যার ফল একেবারে নষ্ট হয় না। এক রাত্রিতে সাধুর মনে হঠাৎ উদয় হইল যে আমি কি করিতেছি? হায় হায়! আমি কি এই জন্যই সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি! ছি ছি, ধিক্ ধিক্ আমাকে। অরে লোভ! অরে প্রলোভন! আমার সর্ব্বনাশ করিলি? দূর হ, দূর হ। আর না, আর আর না। তোরা আর আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবি না। জয় গুরু, জয় গুরু। প্রভো! রক্ষা কর। এই কথা বলিয়া সেই নিশীথসময়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে বারাণসীর দিকে দৌড়িতে লাগিলেন। এইরূপে অনাহারে অনিদ্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে কাশীর নিকট কোন এক গ্রামে গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গুরু শিষ্যের এই উন্মত্তবৎ অবস্থা সন্দর্শন পূর্ব্বক দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে শিষ্যকে ক্রোঁড়ে গ্রহণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন বাবা রামদাস! তোমার এরূপ দুরবস্থা কেন? রামদাস বাবাজী গুরুর সস্নেহ, স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে একটু শক্তি লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া স্বীয় অধোগতির সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। গুরু শিষ্যের এ দুর্গতির কথা শুনিয়া বলিলেন "বাবা! তুমি পলায়ন করিয়া এখানে আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ। আর সে স্থানে গমন করিও না। এখানেই থাক।" রামদাস বাবাজী কিছুদিন গুরুচরণে অবস্থিতি পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শক্তি লাভ করিয়া গঙ্গাতীরে একটী নির্জ্জন প্রদেশে তপস্যা করেন। এবার তিনি কৃতকার্য্য হন। কারণ যতদিন ইষ্ট দেবতার দর্শন লাভ না হয়; হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন ও সংশয় নষ্ট হয় না; বিশ্বাস ভক্তি প্রেম পবিত্রতা স্বীয় হৃদয়ের সম্পত্তি হয় না। শাস্ত্রেও আছে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে
সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্
দৃষ্টে পরাবরে॥"

একবারও ইষ্টদেবের দর্শনলাভ করিলে আর অবিশ্বাস সংশয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ধর্ম্ম আর কিছুই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই ধর্ম্ম। যে হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হন, সেই হৃদয়েই ধর্ম্ম বিকশিত হয়। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা

সত্য, দয়া, ন্যায়, এ সমস্ত ধর্ম্মতরুর ফল। ইহারা তরু নহে। পরমেশ্বর যদি হৃদয়ে প্রকাশ না হন, এ সকল প্রকাশ পায় না। অন্যের উপদেশে অথবা লোকভয়ে, লোকলজ্জায় অথবা যশোলালসায় যে ধর্ম্মের আচরণ, তাহা স্থায়ী হয় না। কারণ চলিয়া গেলে কার্য্যও চলিয়া যায়। রামদাস বাবাজী তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, এজন্য এবার দুটী চারিটী বাহিরের কার্য্য করিয়া প্রতারিত হইলেন না। অনেক পরিশ্রম করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মতরু প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মা! আশাবতী! যতদিন ঈশ্বর দর্শন না হয় ততদিন কিছুতেই সাধক নিঃসংশয় নহেন। তাঁহার পতনেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, অহঙ্কার নষ্ট না হইলে পুনঃ পুনঃ পতন সম্ভাবনা।

আশাবতী। পিতঃ! এই আশ্রমবাসী সাধুর বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ কাঁপিতেছে। এমন মহাপুরুষের যখন এরূপ দুর্গতি হয়, তখন আমার ন্যায় পাপীয়সীর কি গতি! তাহাই ভাবিতেছি।

(ক্রমশঃ)

---

# ব্রহ্মদেশ বিবরণ।

বর্ম্মাদেশের কোরিণ প্রভৃতি কয়েক জাতি পর্ব্বতের আশ্রয়ে বাস করে। সেখানে তাহারা ধান্যচাষের উপযুক্ত সমতল ভূমি পায় না, কিন্তু এই পর্ব্বতময় স্থানে এক প্রকার ধান্য চাষ দেখিয়াছি, তাহা আমি আমাদের দেশে কখনও দেখি নাই। এ দেশে সমতল ভূমিতে ধান্য বপন যেমন সহজ, এই সব পার্ব্বতীয় ভূমিতে সেইরূপ কষ্টসাধ্য। জঙ্গলীরা পাহাড়ের ঢালে কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত জঙ্গল কাটে, পরে তাহাতে আগুন দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, ঢালু নিতান্ত বেশি না হইলে তাহাতে লাঙ্গল দেয়, নচেৎ খুন্তি দ্বারা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ধান্য বপন করে। ঐ ধান্য আমাদের দেশের আউশ জাতীয়ের ন্যায়, বিধাতা যেন ইহা এই পাহাড়িয়াদিগের জন্য সৃজন করিয়াছেন। ধান্যের সহিত প্রায়ই কার্পাস বীজ, অরহর, ভুট্টা প্রভৃতির একটা না একটার বীজ ছড়ান হয়, এবং ক্ষেত্র মধ্যে বা পার্শ্বে লাউ, কুমড়া, শিম ইত্যাদি তরকারিরও বীজ পোতা হয়। ঐ জমিতে তিলও যথেষ্ট জন্মে, সুতরাং ঐ পাহাড়িয়াদিগের কেবল মাত্র লবণ ও লেপ্পির অসংস্থান থাকে, কিছু ধান্য বা জঙ্গলজাত দ্রব্যের বেচিয়া উহারও সুবিধা করিয়া লয়। ধান্য, দাল ও কুমড়া প্রভৃতি তরকারি সম্বৎ-

সরের আবশ্যক মত তাহারা মজুত রাখে।

এইরূপ চালু জমি প্রতি বৎসর নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, পুরাতন জমি পতিত থাকে, পরে আবার তাহাতে অধিক জঙ্গল হইলে আবার কাটিয়া এক বৎসরের জন্য জমি প্রস্তুত করা হয়।

চাষের সময় ভিন্ন অপর সময়ে বর্ম্মারা প্রায় কোন কাজ কর্ম্ম করে না, কেবল চুরট খাইয়া এদিক ওদিক বেড়ায়, নাচ যাত্রা দেখে। সাধারণতঃ বর্ম্মারা ঘর ছাড়িয়া যাইতে চাহে না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা যদি স্বামী বিদেশে যায় বরং সে স্বামী পরিত্যাগ করিবে, তত্রাপি স্বামীর সহিত সহজে বিদেশে যাইবে না। বর্ম্মাদের জীবন প্রায় এক রকমে কাটে, তবে নাচখেলা, ঘোড়দৌড় বা ফুঙ্গি চাউঙ্গে যাওয়া এই সব উপলক্ষে তাহাদের বড়ই উৎসাহ। আপনাদের গ্রামের লোক বাচে জিতিলে, বড়ই আনন্দিত হইয়া বাদ্য সহ নৃত্য করিতে থাকে। ঘোড় দৌড় হইলে যাহাদের ঘোড়া তাহারা তো বাজি রাখে, সাধারণেও এক একটী আপনার২ বলিয়া লইয়া সাধ্যমত বাজি রাখিতে ত্রুটি করে না। ফুঙ্গি চাউঙ্গে যাইবারও ভারি ধূম। উৎসব উপলক্ষে স্ত্রীপুরুষ উত্তম বেশ ভূষা করিয়া সেখানে যায় এবং ফুঙ্গিদিগকে আহারের দ্রব্য সামগ্রী দেয়। উপবাসের দিন উহারা নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী লইয়া যায় এবং বেলা দুইপ্রহর পর্য্যন্ত আহারাদি যথেষ্ট চলিয়া থাকে। তাহার পর আর কেহ আহার করে না, কেবল আবশ্যক মত জল, পান, সরবত ও চুরট খায়। আহারের সময় মৎস্য মাংস ইত্যাদি অপর দিবসাপেক্ষা কিছু অধিক খাওয়া হয়, তাহাতেও ইহাদের উপবাসের কষ্ট বিশেষ রূপে অনুভূত হয়। বঙ্গদেশের বিধবা রমণীদিগের নির্জ্জলা একাদশীর কথা বলিলে ইহারা প্রায় শিহরিয়া উঠে, বলে এমত অবস্থায় তাহারা বোধ হয় এক দিনও বাঁচে না। বর্ম্মারা কখন কখন নানাপ্রকার দান সামগ্রী সুসজ্জিত করিয়া বাদ্যসহ নৃত্য করিতে করিতে ফুঙ্গি চাউঙ্গে যায় এবং সেখানে সেই সকল দ্রব্য ফুঙ্গিদিগকে দেয়। কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে ফুঙ্গিরা তাহাদের ছাত্রদের দ্বারা ঐ দ্রব্যাদি আবার বিক্রয় করে এবং সেই টাকা হইতে আবশ্যকমত দ্রব্যাদি ক্রয় করে কিম্বা মন্দির নির্ম্মাণ করে।

বর্ম্মারা বাঙ্গালীর ন্যায় দুই সন্ধ্যা আহার করে, প্রাতে বেলা দশটার এবং অপরাহ্নে ৫ টার সময়। দুই বেলার আহারেই প্রায় বাঙ্গালির ন্যায় ভাত ও তরকারির ব্যবস্থা দেখা যায়। একটী বড় বারকোষে ভাত ঢালা হয় এবং চারিদিকে চিনাপাত্রে তরকারি ও চাটনি থাকে। এই সকল জল চৌকিতে বা ঐরূপ অপর কিছু উচ্চ স্থানে রাখে। বর্ম্মারা স্ত্রীপুরুষে তাহাদের ছোট ছোট ছেলে-

দিগকে লইয়া একত্রে এক পাত্রে খায়। তবে সন্তান বড় হইলে ভাই ভগিনী মিলিয়া নিকটে অপর পাত্রে খায়। ইহারা খাইবার সময় কাঁটা চামচ বা চিনাদের মত কাটী ব্যবহার করে না। বাঙ্গালির মত হাতে খায়, তবে তরকারি পাত্র হইতে উঠাইয়া লইবার সময় চামচ দিয়া লয়, হয়ত কখন কখন চামচ দিয়া ঝোল ইত্যাদি একটু তুলিয়া চুমুক দিয়া আস্বাদন করিয়া আবার সেই পাত্রের উপর রাখে। খাইবার সময় গেলাস ঘটী প্রভৃতিতে ইহাদের পানীয় জল থাকে না, জল খাইতে হইলে গৃহের একটী উচ্চ স্থানে মাচার উপর জলের হাঁড়ি থাকে, তাহা হইতে নারিকেল মালা বা লাউয়ের উকড়ি দ্বারা জল উঠাইয়া চুমুক দিয়া খায় এবং উকড়ি যথাস্থানে রাখে। সাধারণতঃ তরকারি শাক সবজি ও মৎস্যই প্রধান আহার। অল্প লোকেরই ভাগ্যে প্রত্যহ মাংস জুটে। কেহই জীবহত্যা করিয়া মাংস খায় না, তবে মুরগি, গরু, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি মরিলে খাইতে আপত্তি নাই। সকল তরকারি প্রায় ঝোলের মত রান্না হয়, তাহাতে লঙ্কা ও পিয়াজ বা রসুন যথেষ্ট দিয়া থাকে। বাঙ্গালি গৃহস্থের মত ইহারা দাল প্রত্যহই খায় না। তরকারি সাঁতলানর প্রথা একেবারেই নাই, তাহাতে একটু তৈলের ছিটা দেওয়া হয় মাত্র। যদি কোন দ্রব্য নিতান্ত ভাজা খাইতে হয়, তাহা হইলে গ্রামের বাহিরে গ্রাম হইতে বাতাস যে দিকে বহিতেছে, সেই দিকে ভাজা হয়। ভাজার গন্ধে সকলের বিশেষতঃ শিশুদিগের পীড়া হয় এইটী ইহাদের দৃঢ় সংস্কার। আমরা মফস্বলে গিয়া যখন রন্ধন করি, এই রূপ ভাজা বা ঘৃতের গন্ধ বাহির হওয়াতে অনেক সময় বর্ম্মারা বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং সর্ব্বত্র সেই সময় তাহাদের থাঁদা নাক ঢাকিতে দেখা গিয়াছে। বর্ম্মারা খায় না এমন দ্রব্যই প্রায় দেখা যায় না, তেঁতুল পাতা, আম পাতা, বাঁশের কোঁড় ইহাদের প্রিয় সামগ্রী। সকল তরকারিতে আমরা যেমন ঘৃত দিতে ভাল বাসি, ইহারা সেইরূপ লেপ্পি নামক মৎস্য পচা দিয়া থাকে, নচেৎ তাহাদের মুখে খাইতে সুস্বাদ লাগে না। আহার সমাপ্ত হইলে জলের হাঁড়ির কাছে গিয়া উকড়ি দিয়া জলপান করে এবং একটু জল দিয়া বারকোস ও চিনা বাসন সামান্য মত পরিষ্কার করিয়া রাখে। হেঁসেল পাড়া, বাসনমাজা প্রভৃতিতে ইহাদের বাঙ্গালিদের মত কিছুই সময় লাগে না, সেইজন্য ইহাদের নারীগণ অপরাপর অনেক কর্ম্ম করিতে সময় পায়। তাহারা দোকান করে, বাজার করে, কাপড় বোনে ইত্যাদি। সাধারণতঃ বর্ম্মারা জল ছাড়া অন্য কিছু পান করে না, কিন্তু বিলাতি সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও মদ আসিয়াছে। তবে সৌভাগ্যের মধ্যে নারীগণ ইহাতে বিরক্ত, সুতরাং তাহাদের স্বামীরা

বাটীতে সুরাপান করিতে পায় না, আবশ্যক হইলে বাহিরে গিয়া খাইয়া আইসে, শেষে হয় ত বেহুঁস মাতাল হইয়া পড়ে। গরিব লোকেরা দেশী মদ বা তাড়ি খাইয়া নেশার সুখ অনুভব করে।

বঙ্গদেশের মত রেঙ্গুণ প্রভৃতি স্থানের নব্য বর্ম্মারা বিলাতি খানার বেশ আস্বাদন বুঝিয়াছে। নব্য বাঙ্গালিকে খানা লুকাইয়া খাইতে কিছু কষ্ট পাইতে হয়, কিন্তু বর্ম্মাদের জাতিভেদ নাই, জাতি নাশেরও আশঙ্কা নাই। তাহারা প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া অনায়াসে খানা খাইতে পারে। নব্য বর্ম্মারা সাহেবদের মত আপনাদিগের ঘর সাজাইতেও চেষ্টা করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

---

## চন্দ্র।

১

হে সুধাংশু, বল দেখি কত দিন পরে,
ভুবন-মোহন রূপে দিলে দরশন;
বরষার মেঘরাশি এতদিন তরে,
রেখেছিল আবরিয়ে ও চারু বদন।

২

বরষার শেষে এবে শরত উদয়ে,
পূর্ণ রূপে পূর্ণ চাঁদ হ'চ্ছ উদিত;
কে আছে এমন শশি, ওরূপ হেরিয়ে,
যাহার হৃদয় প্রাণ নহে বিমোহিত?

৩

সরসী, আরসি হয়ে বুকের ভিতরে,
ধরিয়াছে ছবি তব কিবা মনোহর;
নৈশ সমীরণ কভু গিয়া ধীর করে,
নাচায় সরসী সহ তব কলেবর।

৪

তরঙ্গিনী, নিশানাথ, তোমারে হেরিয়ে,
ছড়ায়ে হাসির ছটা ধায় অবিরাম;
লহরী-লীলায় নাচে প্রফুল্ল হৃদয়ে,
কুল-কুল রবে গাহি তব গুণ-গ্রাম।

৫

হে শশাঙ্ক, তব রূপে মোহিত হইয়া,
সাগর উথলি উঠি তব পানে ধায়,
ইচ্ছা তার, যায় চলি পৃথিবী ছাড়িয়া,
ছাড়ে না পৃথিবী কিন্তু এই বড় দায়।

৬

ওই দেখ, তরুচয় শাখা-বাহু দিয়া,
ধরিছে জোছনা তব, পত্র সমুদয়
মাখিছে জোছনা অঙ্গে, আনন্দে মাতিয়া
পি'য়ছে তোমার সুধা—প্রফুল্ল হৃদয়।

৭

ওখানে রজনীগন্ধা উন্মীলি নয়ন,
এক দৃষ্টে তব পানে রয়েছে চাহিয়া;
সুধা পান করি, তার পরিতৃপ্ত মন,
বিতরে সুবাস সুখে জগত মোহিয়া।

৮

ওই দেখ, সেফালিকা চেয়ে তব পানে,
কুমুদিনী চেয়ে ভাল বাসে ও তোমায়,
তুমি গেলে, কুমুদিনী নাহি মরে প্রাণে,
সেফালি তেয়াগি প্রাণ ভূতলে লুটায়।

৯

ওই দেখ শশধর, নিরখি তোমায়,
চকোর আনন্দ মনে উড়িছে গগনে ;
সুধা পানে মাতোয়ারা পাখী সমুদায়,
নিশিরে দিবস ভাবি মধুরে কূজনে।

১০

যুবক যুবতী বসি তোমার আলোকে,
নবভাবে পরস্পর করিছে দর্শন ;
প্রেমের নিস্তব্ধ গীত গাহিছে পুলকে,
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, নয়নে নয়ন।

১১

সুকুমার শিশু উঠি জননীর কোলে,
কচি কচি হাত তুলি ডাকিছে তোমায়,
চাঁদ-মুখে সুমধুর "আয় চাঁদ" বোলে,
এ দৃশ্য হেরিয়া শশি, প্রাণে ইচ্ছা যায়,—

১২

কপটতা, অহঙ্কার ত্যজি এ সময়ে,
শিক্ষা, জ্ঞান, অভিমান দিয়ে বিসর্জন,
উঠিয়া মায়ের কোলে সরল হৃদয়ে,
আবার তোমায় ডাকি শিশুর মতন।

১৩

আবার মিলিয়া বিধু, বাল্যসখা সনে,
ইচ্ছা করে, সেইরূপে বসি একবার,
"সুতা কাটে ওই বুড়ী বসিয়া ওখানে,"
কিন্তু হায় সে কল্পনা আসে না যে আর!

১৪

দল বাঁধি রে হিমাংশু, ছুটিতাম যবে,
"আসিতেছে চাঁদ ওই মোদের সহিতে,"
পুলকে পূর্ণিত হয়ে বলিতাম সবে ;
সে উল্লাস আর কিহে আসিবেক চিতে ?

১৫

নবীন যৌবনে যবে নবীন হৃদয়,
চিন্তার কালিমা তায় পড়েনি যখন,
কতই নবীন ভাব হইত উদয়,
তাহাতে তোমায় শশি, করি দরশন,

১৬

কতই সুখের আশা আসিত তখন,
কতই সুখের ছবি আঁকিতাম মনে,
কতভাব হৃদে ধরি করিয়া যতন,
ভাবিতাম এই সব সাধিব জীবনে।

১৭

তখন আশায় শশি, আছিল বিশ্বাস,
কভু নাহি জানিতাম নিরাশা কেমন ;
যেদিকে যাইত মন শুধুই উল্লাস,
বিষাদের অধিকার না ছিল তখন।

১৮

গিয়াছে সে দিন হায়, আসিবে না আর;
সে উল্লাস, সরলতা দিছি বিসর্জ্জন ;
চিন্তাই সম্বল এবে ; ওরে রে সংসার,
কি ভাঙ্গিয়া, কি করিলি, করিস্ গঠন !

১৯

যে হৃদয় একদিন দর্পণের মত,
ছিল সমুজ্জ্বল স্বচ্ছ কলঙ্কবিহীন,
এখন পাপের ছবি তাহাতে নিয়ত
প্রতিভাত, দেখি প্রাণ কাঁদে নিশিদিন।

২০

তাই,
ইচ্ছা করে, সুধানিধি, পৃথিবী ছাড়িয়ে,
চলে যাই সেই দেশে, রয়েছে যেখানে,
এ সুধার পূর্ণ খনি; যাহ'তে লইয়ে
বিতরিছ সুধা তুমি, এ মর-ভুবনে।

২১

ইচ্ছা করে, ত্যজি দেহ অশরীরী হয়ে,
মিলাইয়া যাই বিধু, তোমার কিরণে,
পূর্ণ করি ভাবফুল লইয়া হৃদয়ে,
গাঁথি ভক্তি-হার, দিই তাঁহারি চরণে।

২২

দেহ শূন্য স্বর হয়ে অনন্ত আকাশে,
ইচ্ছা করে, গান গেয়ে করি বিচরণ,
খুঁজি সে অনন্ত দেবে, যাঁহার আদেশে,
অনন্ত সাগরে তুমি ভাস অনুক্ষণ।

২৩

কবি নহি, ও সৌন্দর্য্য নারিব বুঝিতে,
নীরস বিজ্ঞানে তৃপ্ত নাহি হয় মন;
তবে কি করিয়া বল পারিব চিনিতে
তোমায় হে সুধা-নিধি,—বিদায় এখন।

---

# গারফিল্ডের মাতা।

জেমস্ গারফিল্ডের পিতা মৃত্যুশয্যায় শয়ান। তাঁহার আবাস এক অরণ্যের ভিতর। এখন যে ইউনাইটেড ষ্টেটস প্রশস্ত রাজপথ, লৌহবর্ত্ম, মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ও জনপদসমূহে সুশোভিত হইয়া সভ্যতার আবাসভূমি ইউরোপের সমকক্ষ হইয়াছে, এককালে তাহা ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। যাঁহারা প্রথমে ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ হইতে তথায় গিয়া বাস করেন, তাঁহাদিগকে অরণ্য পরিষ্কার করিয়া আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। এখন যেখানে যাইতে ১২ ঘণ্টা মাত্র লাগে, পঞ্চাশ ষাটি বৎসর পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহের ন্যূনে তথায় যাওয়া অসম্ভব ছিল। স্থল বিশেষে তিন চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম না করিলে প্রতিবেশীর মুখ দেখিতে পাওয়া যাইত না। আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরবর্ত্তী উপনিবেশ সমূহে এ সকল অসুবিধা ছিল না বটে, কিন্তু গারফিল্ড পরিবারের আবাসভূমি সুদূর পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে চিকিৎসকই বা কোথায়, আর ঔষধই বা কোথায়? এই অবস্থায় জেমসের মাতা নিরুপায় হইয়া নিজের ভগ্নীপতি ও প্রতিবেশী মেঃ বয়েন্টনকে সংবাদ পাঠাইলেন। আরও দুই একজন প্রতিবেশীকে ডাকিতে পাঠান হইল। ইঁহাদের মধ্যে একজন দুই একটা ঔষধ পত্র জানিতেন। তাঁহারই উপর চিকিৎসার ভার দেওয়া হইল। কিন্তু রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার

চিকিৎসায় রোগের আরও বৃদ্ধি হইল এবং অল্পদিনের মধ্যেই এব্রাম গার্‌ফিলডের জীবনলীলা শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার দেহ উত্তরোত্তর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইল। তখন এব্রাম তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় পত্নীকে বলিলেন,—"আমি এই অরণ্যমধ্যে চারিটী ক্ষুদ্র তরু (দুইটী কন্যা ও দুইটী পুত্র) রোপণ করিয়া গেলাম; এখন তাহাদের রক্ষার ভার তোমার উপর।"

এই কথা গুলির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

এই পরিবারের এখন কি ভয়ানক দুঃখের অবস্থা! এককালে যাঁহারা সেই আরণ্য কুটীরের মধ্যে থাকিয়াও সুরম্য প্রাসাদবাসী রাজপরিবারের মত সুখী ছিলেন, আজি তাঁহাদের শোকের পরিমাণ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। জেমসের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র। পিতার মৃত্যুতে যে তাঁহাদের কি ক্ষতি হইল, এবং তাঁহার মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলের হৃদয় কি ভয়ানক শোকের তাড়নে বিদীর্ণ হইতেছিল, তাহা অনুভব করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

তাঁহাদের আবাসস্থলের চতুর্দ্দিকে পাঁচ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত যে চারি পাঁচ ঘর প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁহারা সকলে আসিয়া ঐ শোকসন্তপ্তা বিধবার অশ্রুজলের সহিত আপনাদের অশ্রুজল মিশাইয়া যথাসাধ্য সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী গোধূমক্ষেত্রে এব্রামের দেহ সমাধিস্থ করা হইল। সমাধিকালে আর্ত্ত স্বজনবর্গের হৃদয়োত্থিত নীরব প্রার্থনা ব্যতীত আর কোনও রূপ উপাসনা, প্রার্থনা বা উপদেশ-ধ্বনি শ্রুত হইল না। সেই বহুকালব্যাপী ঘোর অরণ্যানীর অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতিরেকে আর কেহ অনুভবই করিতে পারেন না। এই ঘটনার পর অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে কত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, কত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘ ব্যবধানের পরেও, এই বিবিধ ঘটনাবলী ও অবস্থার প্রভাবকে অধঃকৃত করিয়া সেই দারুণ শোকের চিহ্ন গারফিল্‌ডের মাতার জীবনে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি যদিও ঈশ্বরের দয়া স্মরণ করিয়া হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়াছেন ও ভয়ানক দুরবস্থার মধ্যেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তথাপি আজি অশীতি বর্ষাধিক বয়সেও তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে সেই বিষম শোকের রেখা অপনীত হয় নাই।

সম্মুখে দারুণ শীতকাল। সেই ভীষণ অরণ্যানী মধ্যে রক্ষকহীন অবস্থায় সমস্ত

শীতকাল কাটাইতে হইবে এই ভাবনায় ঐ দুঃখী পরিবারের বিষাদ অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে শীতকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। গোধূম ক্ষেত্রস্থিত পবিত্র স্মৃতির উদ্দীপক সমাধিচিহ্নকে নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত করিয়া চতুর্দ্দিক ঘনতুষারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রবল বাত্যা আরণ্য বৃক্ষের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া যেন মৃত এব্রামের জন্য বিলাপধ্বনি উত্থিত করিতে লাগিল। সেই শীতকালে, প্রবল-বাত্যা-সঙ্কুলিত, সেই পথহীন, বিজন অরণ্যে অসহায় অবস্থায়, হিংস্রজন্তু পরি-বেষ্টিত হইয়া এই দুঃখী পরিবারকে যে কত দুর্ভাবনা, নৈরাশ্য ও অশ্রুজলের মধ্যে দিনপাত করিতে হইয়াছিল, তাহা ঐরূপ অবস্থার লোক ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব।

সেই সুদীর্ঘ দুঃখসঙ্কুল শীতকালের কথা তাঁহাদের স্মৃতিপথ হইতে কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বোধ হইতে লাগিল যেন এ দারুণ শীত আর ফুরাইবে না। যেন বসন্তকাল আর আসিবে না। সে যাহা হউক, কালচক্রের পরিবর্ত্তনে ক্রমে সুখদ বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইল; ভূপৃষ্ঠ হইতে তুষাররাশি অন্তর্হিত হইল; নদনদী সকল কুলকুল রবে বনস্থলী মধুর স্বভাব-সঙ্গীতে পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; বন, উপবন, শস্যক্ষেত্র পত্র পুষ্প সুশোভিত হইয়া পুনরায় সজীবভাব ধারণ করিল। কিন্তু গোধূমক্ষেত্রের প্রান্তনিহিত এব্রামের মৃতদেহে নব-জীবন সঞ্চার হইল না। সুতরাং তাঁহার দুঃখী পরিবারের কুটীরেও আশার সঞ্চার হইল না। কিরূপে দিনপাত হইবে এই দুর্ভাবনায় সুখের বসন্তকালও তাঁহার বিধবা পত্নীর পক্ষে দুঃখময় হইয়া উঠিল। একে কিছুমাত্র অর্থ সম্বল নাই, তাহার উপর আবার ঋণভার। যে কিছু খাদ্য সঞ্চিত ছিল, তাহাও ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে। আগামী বৎসরের শস্য সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেই হয়ত শিশু সন্তানদিগকে আহা-রাভাবে হাহাকার করিতে হইবে। তখন তিনি কি করিবেন? এই দুর্ভাবনায় দুঃখিনী মাতার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

এই বিষম সঙ্কটে পড়িয়া বিধবা গারফিল্ড পত্নী তাঁহার ভগিনীপতি ও প্রতিবেশী মেঃ বয়েন্টনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। বয়েন্টনের সদয় ব্যবহার তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অনেক সময় শান্তিবারি সেচন করিয়া-ছিল। বয়েন্টন তাঁহার কথা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—

"চারিটী শিশুসন্তান লইয়া কৃষিকার্য্য চালান ও পরিবার প্রতিপালন করা, একজন অসহায়া বিধবার পক্ষে অসম্ভব। কৃষিক্ষেত্র বিক্রয় করিয়া আত্মীয়গণের আশ্রয়ে বাস করা ভিন্ন এ বিপদ হইতে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।"

মিসেস্ গারফিল্ড বলিলেন,—

"তাহা হইলে ত আমার স্বামীর সমাধিস্থান ছাড়িয়া যাইতে হইবে? তাহা আমি কখনও পারিব না।"

তাঁহার প্রতিবেশী বলিলেন,—

"তাহা না করিয়া কি করিবেন?"

মিসেস্ গারফিল্ড তাঁহার স্বাভাবিক সদ্বিবেচনা ও তেজস্বিতার সহিত সকল দিক্ ভাবিয়া বলিলেন :—

"কৃষিক্ষেত্র বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ দিতে ও অন্যত্র যাইবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই সমস্ত অর্থ শেষ হইয়া যাইবে। এদিকে আমার এমন একটু ভূমি থাকিবে না যে তাহা হইতে শস্য উৎপাদন করিয়া একদিনেরও খরচ চালাইতে পারি।"

বয়েণ্টন বলিলেন,—"আপনার আত্মীয়গণ আপনাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।"

তখন বিধবা তেজের সহিত উত্তর করিলেনঃ—"আমি আত্মীয়গণের গলগ্রহ হইতে পারিব না। আমার বিশ্বাস আছে যে, যতদিন আমার শরীর সুস্থ থাকিবে, ততদিন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই দুই হস্তের পরিশ্রমে সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিব। আমার স্বামী নিজের জীবন বিনিময় করিয়া যে আবাস প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কাষ্ঠখণ্ড আমার নিকট পবিত্র। তাঁহার সমাধিস্থানের ন্যায় ঐ আবাসবাটীও ন্যস্ত ধনের মত সর্ব্বদা যত্নের সহিত রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।"

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি মিসেস্ গার্‌ফিল্ডের ন্যায় বীরনারীর উপযুক্ত কথাই বটে। তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া বয়েণ্টনের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া আনন্দধারায় তাঁহার চক্ষু পূর্ণ করিয়া দিল। বয়েণ্টন্ তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার জন্য বলিলেন,—

"তবে আপনি কোনরূপেই কৃষিক্ষেত্র বিক্রয় করিবেন না?"

বিধবা উত্তর করিলেন, "সমস্ত বিক্রয় করিব না। তবে দেনা শোধ দিবার জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু বিক্রয় করিতে পারি।"

বয়েণ্টন বলিলেন, "এ কথা আমার মনেই আসে নাই। বোধ হয় এ উপায়ে আপনার বর্ত্তমান কষ্ট দূর হইতে পারে। আপনি এই বিষয় আরও চিন্তা করিয়া দেখুন, এবং আমিও দেখি। আমি ইতিমধ্যে ক্রেতার চেষ্টায় রহিলাম।"

এই বলিয়া বয়েণ্টন্ চলিয়া গেলেন। মিসেস্ গার্‌ফিল্ড এই বিপৎকালে নিজের কি কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ অসহায়ের সহায় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। অনেক সময় দুঃখভারে ক্লান্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি বিপদ্‌ভঞ্জন দয়াময় পরমেশ্বরের পদতলে বসিয়া শান্তিলাভ করিতেন এবং ঈশ্বরের আলোকে কর্ত্তব্যের পথ বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইতেন। তাই আজি তিনি স্বীয় কুটীরের এক নিভৃত প্রান্তে

বসিয়া জানু পাতিয়া সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ের নিকট হৃদয়কবাট উন্মুক্ত করত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—যাহাতে তিনি নিজের কর্ত্তব্য পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারেন, এরূপ আলোক তাঁহার নিকট প্রকাশ করুন। আর্ত্ত হৃদয়ের সরল প্রার্থনা কখন অপূর্ণ থাকে না। তাঁহার সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইল; হৃদয়ে অতুল শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে একদিনও তিনি এত সুখ পান নাই। তাঁহার হৃদয়ে আপনা আপনি মহাত্মা দায়ূদের সপ্তবিংশ সঙ্গীতের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল,—"প্রভু পরমেশ্বর আমার আলোক ও পরিত্রাণ; আমার আর কাহাকে ভয়? প্রভুই আমার জীবনের বলশক্তি, আমার আর কাহাকে ভয়?"

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র টমাসের বয়ঃক্রম তখন একাদশ বৎসর মাত্র। তিনি তাহাকে ডাকিয়া নিজের সমস্ত অভিপ্রায় খুলিয়া বলিলেন। ঐ তেজস্বী, মাতৃভক্ত বালক উত্তর করিল,—

"মা, আমি লাঙ্গল চষিতে ও গাছ বসাইতে পারিব। তা ছাড়া আমি গমের বীজ বপন করিতে, কাঠ কাটিতে, দুধ দুহিতে এবং আরও অনেক কাজ করিতে পারিব।"

তাহার মাতা বলিলেন, "বাছা! তোমার বয়স এখন অতি অল্প; তুমি এত কাজ করিতে পারিবে না। তবে আমি যদি তোমাকে সাহায্য করি, তাহা হইলে তোমারা এ সকল কাজ হইতে পারিবে। পরমেশ্বর বিধবা ও পিতৃহীনের কাছে থাকিয়া সাহায্য করিবেন, আমি এরূপ আশা পাইয়াছি। আমার এস্থান ছাড়িয়া যাইতে কোন মতেই মন সরিতেছে না।"

টমাস তৎক্ষণাৎ বলিল, "তার দরকার কি মা? আমারও ইচ্ছা এইখানে থাকি; আমি যথার্থই খুব পরিশ্রম করিব।"

মাতা—"খুব বেশি খাটিয়া কাজ নাই, কি জানি যদি আবার তোমাকেও হারাই (এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল)। গমের ক্ষেতের চারিদিকের বেড়াটী আমাদিগকে শেষ করিতে হইবে। এ কাজও বড় কম নয়। কিন্তু আমি বোধ হয় কাঠের রেল চিরিয়া দিতে পারিব; তাহার পর দুই জনে বেড়া বাঁধিব।"

টমাস বলিল, "আমি বোধ হয় গোলা বাঁধা শেষ করিতে পারিব।" তাঁহার পিতা গোধূমক্ষেত্রের বেড়া কতকটা দিয়া গিয়াছিলেন এবং একটী ছোট গোলাঘর প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাহার আর অল্পই বাকি ছিল।

মাতা পুত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ পরামর্শ স্থির হইল। মিসেস্ গারফিল্ড কৃষিক্ষেত্রের যে অংশ বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, বয়েণ্টনের চেষ্টায় তাহার ক্রেতাও মিলিল। ভূমি বিক্রয় করিয়া

যে অর্থ পাওয়া গেল,দেনা শোধ করিতে গিয়া তাহার আর একটী পায়সাও রহিল না।

ক্রমে ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনের সময় আসিল। তখন মাতা পুত্রে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া গোধূম ও অন্যান্য শস্য, আলু ও নানা প্রকার শাক সবজির জন্য ভূমি প্রস্তুত করা, বেড়া দেওয়া, গোলা নির্ম্মাণ, বীজবপন প্রভৃতি কার্য্য করিতে লাগিলেন। একাদশবর্ষীয় বালক টমাস বিংশতিবর্ষীয় যুবাপুরুষের ন্যায় অকাতরে পরিশ্রম করিতে লাগিল।

কিন্তু বিধবার পরীক্ষার তখনও অবসান হয় নাই। ভাণ্ডারে যে খাদ্য সঞ্চিত ছিল, তাহা ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছিল। এ দিকে এমন অর্থ নাই যাহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা যাইতে পারে। মিসেস্ গারফিল্ড হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, যে খাদ্য আছে তাহা শস্য সংগ্রহ করিবার সময়ের অনেক পূর্ব্বে শেষ হইয়া যাইবে। সন্তানগণ আহারাভাবে ক্রন্দন করিবে—এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন স্বয়ং রাত্রিকালে অনাহারে থাকিবেন।

কিছু দিন এইরূপে কাটিয়া গেল। দুঃখিনী বিধবা অনাহারে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। যদিও কৃষিকার্য্যে টমাসের সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইতেছিল, তথাপি তিনি পুত্রকন্যাদিগের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অকাতরে এই ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন।

কয়েক সপ্তাহের পর স্নেহময়ী মাতা দেখিলেন তাঁহার হিসাবে ভুল হইয়াছে। তিনি দেখিলেন নিজে রাত্রিকালে অনাহারে থাকিলেও শস্য সংগ্রহের পূর্ব্বে খাদ্যের ভাণ্ডার শেষ হইয়া যাইবে। তখন তিনি মনস্থ করিলেন অপরাহ্নেও অনাহারে থাকিবেন, কেবল প্রাতঃকালে একবার মাত্র আহার করিবেন*। এই সময় হইতে শস্য সংগ্রহের সময় পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ একাহারে থাকিতেন। তাঁহার এই ক্লেশ স্বীকারের কথা পুত্রকন্যাগণের নিকট হইতে গোপনে রাখিবার জন্য তিনি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মিসেস্ গারফিল্ডের এই অসাধারণ সহিষ্ণুতাগুণেই আজি গারফিল্ড পরিবারের নাম জগতের লোকে শুনিতে পাইতেছে। নতুবা বোধ হয় এই পরিবারের ইতিহাস বিস্মৃতিসাগরে চিরনিমগ্ন হইয়া যাইত।

ক্রমে অন্ধকার দূর হইল। দারিদ্র্য ও অভাবের মেঘ দূরীভূত করিয়া সুখসূর্য্য সমুদিত হইল। মিসেস্ গারফিল্ডের অসাধারণ আত্মনির্ভর, সহিষ্ণুতা ও মাতা পুত্রের অবিরত পরিশ্রমের ফল

* আমাদের দেশের লোকে প্রত্যহ সাধারণতঃ দুই বার আহার করেন। ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে টিফিন বা জলযোগ বাদে প্রতি দিন তিন বার আহার করিবার প্রথা আছে।

ফলিল। তাঁহাদের ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হইল। সেই অবধি গারফিল্ড পরিবারকে আর কখনও আহারাভাবে কষ্ট পাইতে হয় নাই। মিসেস্ গারফিল্ডের চরিত্রের মহত্ত্ব পাঠিকাগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ?

---

# ঘণ্টারামের কথকতা।

## একটি পেয়ালা।

ঘণ্টারাম ভট্টাচার্য্য শিষ্যবাটী হইতে "বিদায়" হইয়া স্বগ্রামাভিমুখে আসিতেছিলেন. পথিমধ্যে এক মাঠের ধারে তাঁহার মুটে বলিয়া উঠিল "মহাশয়! আমি আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, আপনি তাহার যথোচিত উত্তর দিতে না পারিলে, আপনার দ্রব্যাদি মাঠে ফেলিয়া আমি পলাইব।" অগত্যা মুটের কথায় ঘণ্টারামকে উত্তর দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সেই প্রকাণ্ড মাঠের কিয়দ্দূর গমন করিয়া মুটে দেখিল, একটা বৃহদাকার বটবৃক্ষের শাখায় একটি ছোট পেয়ালা ঝুলিতেছে, এবং তাহার গায়ে এই কয়েকটি কথা ক্ষোদা আছে—"এই পেয়ালার আশ্চর্য্য ইতিহাস না শুনিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিও না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মুটে এই পেয়ালার ইতিহাসের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সুতরাং ঘণ্টারাম সেই বৃক্ষতলে বসিয়া তামাকু টানিতে টানিতে ঐ পেয়ালার অদ্ভুত বিবরণ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবরণটি বিশেষ আমোদকর ও উপদেশজনক বলিয়া পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

কোন গ্রামে এক জন জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী এবং সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তান যুবা বয়সে সংসার পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মচারী বেশে তীর্থাদি দর্শন করিয়া বেড়াইতেছিল। এই ব্রহ্মচারী এক দিন মধ্যাহ্নকালে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিতেছে, এমন সময়ে কিঞ্চিদ্দূরে এক মনোহর সৌধ দেখিতে পাইয়া কোন পথিককে তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। পথিক বলিল "ঠাকুর! ঐ যে অট্টালিকা দেখিতেছ, উহার তুল্য মনোহর অট্টালিকা পৃথিবীর আর কোথাও নাই; সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া যাহা কিছু সুন্দর দ্রব্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ঐ গৃহে সে সমুদায়ই আছে। আপনি উহা একবার দর্শন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া আসুন।" পথিকের কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী ঐ সৌধের নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ সৌধের চারিটি দ্বার,

প্রত্যেক দ্বারে এক এক জন বলবান দ্বারবান দণ্ডায়মান রহিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মচারী ঠাকুর উত্তর-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে আপনার অভিপ্রায় অবগত করিলে, দ্বারবান বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! আমার সম্মুখস্থ স্ফটিক পাত্রে যে গো-মাংস দেখিতে পাইতেছেন, তাহা যদি আপনি আহার করিতে পারেন, তাহাহইলে এই দ্বার দিয়া এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন, নতুবা অন্যোপায় অবলম্বনে এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই।" গোমাংস আহারের কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক, বিষ্ণু নাম স্মরণ করিতে করিতে, তৎস্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দ্বারে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদ্বারের দ্বারবান আগন্তুক ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিয়া বলিয়া উঠিল "মহাশয়, এই দ্বারে প্রবেশ করিবার পক্ষে নিয়ম এই যে, আমার পার্শ্বস্থ বালকটিকে বধ করিয়া তাহার গাত্রস্থিত সুবর্ণালঙ্কার গ্রহণ করিতে না পারিলে, এই দ্বার দিয়া এই গৃহে কেহ প্রবেশ করিতে পারেন না।" নরহত্যা এবং অপহরণ এই উভয় বিধ পাপের কথা শুনিয়াই ঠাকুর জি তৎস্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং ক্রমে অন্য দিক দিয়া পশ্চিম দ্বারে উপনীত হইলেন। তত্রত্য দ্বারবান বলিল, "ঠাকুর! এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে গেলে অগ্রে একটা কাজ করা চাই; আমার পার্শ্বস্থিতা অসচ্চরিত্রা বার-বিলাসিনীকে বিবাহ করিতে হইবে।" জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী বেশ্যাকে দর্শন করিবামাত্রই আতঙ্কে সে স্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক, অবশিষ্ট দক্ষিণদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দ্বারের দ্বারবানটি ঠাকুরকে দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, এই দ্বারে প্রবেশ করিবার উপায়টি অতি সহজ; আমার নিকট একটি ক্ষুদ্রাকার পেয়ালা আছে, আপনি যদি ঐ ক্ষুদ্র পেয়ালাটি পূর্ণ করিয়া সুরা পান করিতে পারেন, তাহাহইলে এই দ্বার দিয়া আপনাকে প্রবেশ করিবার অধিকার দিতে পারি। ইহাতে বোধ হয় আপনার আপত্তি না থাকিতে পারে, যেহেতু এরূপ ক্ষুদ্রাকার পেয়ালা পরিপূর্ণ করিয়া মদ খাইলে কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।" ব্রহ্মচারী তাহাতে স্বীকৃত হইল না, সুতরাং সৌধটি তাহার দেখা হইল না। ব্রাহ্মণ-কুমার প্রত্যাগমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, গোমাংসভক্ষণ, বেশ্যা-বিবাহ কিম্বা নরহত্যা এ সকল অতি গুরুতর পাপ, শাস্ত্রে ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই, কিন্তু এক আধ পেয়ালা সুরাপানে বোধ হয় বিশেষ কোন অপকার হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি আমি ঐ ক্ষুদ্র পেয়ালা পূর্ণ করিয়া মদ পান করি, তাহা হইলে বোধ হয় নিশ্চিন্ত মনে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব এবং তাহাহইলে এরূপ মনোহর ও অত্যুৎকৃষ্ট সৌধটি দেখিয়া

পরিতৃপ্ত হইব। বিশেষতঃ সুরাপান বেদের সময়ে ঋষিদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, এবং এক আধটু মদ খাইয়া বিশেষ কোন অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কোন বিবরণও শুনি নাই। আমরা প্রতি দিবসই শ্বেত জল পান করিতেছি, এক আধটু লাল জলে বিশেষ কি কোন অনিষ্ট হইতে পারে? এইরূপ চিন্তা করিয়া, ব্রহ্মচারী ঠাকুর দক্ষিণ দ্বারস্থ শাস্ত্রীর নিকট হইতে পেয়ালা লইয়া সুরাপান করিল এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের শোভা সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইল। সেই সুশোভিত এবং সুপ্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুরজির শরীর গরম হইয়া উঠিল এবং নেশার সঞ্চার হইল; ক্রমে সংসারবিরাগী, সুখত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় সাধুর মনে আমোদের প্রবৃত্তি জন্মিল, এবং তিনি পুনরায় সুরাপান করিবার জন্য দক্ষিণদ্বারস্থ দ্বারবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বারবান বলিল, "একজন লোককে দুইবার মদ দিবার নিয়ম নাই।" ঠাকুরের নিকটে পয়সাও ছিল না, বৈরাগী কোথায় পয়সা পাইবে? সুতরাং পূর্ব্বদ্বারস্থ বালককে বধ করিয়া তাহার গাত্রস্থিত সুবর্ণালঙ্কার গ্রহণপূর্ব্বক তাহাই বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ মুদ্রায় সুরাপান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে ক্ষুধার সঞ্চার হওয়ায় গোমাংস আহার এবং অবশেষে অসতী বারবিলাসিনীকে লইয়া প্রস্থান!!! এইরূপে সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইলে, প্রভাত-কালে, ব্রহ্মচারী দেখিল এক পেয়ালা মদের মহিমায় দুই ঘন্টার মধ্যে জগতে তাহার আর কোন পাপই বাকী রহিল না। এক পেয়ালা মদের মহিমায়, নরহত্যা, গোমাংসভক্ষণ, চরিত্রনাশ এবং চৌর্য্যকার্য্য ইহাদের কিছুই বাকী রহিল না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ব্রাহ্মণকুমার এক গাছের ডালে একটী পেয়ালা ঝুলাইয়া লিখিয়া দিল, "এক আধটু মদ খাইলে কোন অনিষ্ট হয় না বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা আমার সাধু জীবনের অসাধু ইতিহাস একবার শ্রবণ করিয়া সতর্ক হউন।"

ঘণ্টারাম ঠাকুর তাহার মুটেকে গল্পটি সমুদয় বলিয়া দিলেন, তখন আহ্লাদে মোট তুলিয়া নাচিতে নাচিতে মুটেটি ঠাকুরের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল।

---

# ব্রহ্মচারিণী।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ চৌধুরি সুহৃদ্বরেষু।

সুহৃদ্বরেষু,

এই তোমার পত্রখানি পাইলাম। আমি বাড়ী হইতে আজ সপ্তাহকাল আমাদের দেবগ্রামের জমীদারী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছি। এই জন্য তোমার স্নেহ-মাখা চিঠিখানি যথাসময়ে আমার হস্তগত হয় নাই। আমি আরো কিছুকাল এখানে থাকিব। তার পরে বোধ হয় কলিকাতা হইয়া বাড়ী যাইব। তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে।

ভাই, আমি এতদিন আমার জীবনের গুরুতর দায়িত্ব কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আজ কদিন প্রাণে কেমন এক নূতন ভাব ও নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। আমি অতুল ধনের অধিকারী; স্বর্ণপর্য্যঙ্কে ভূমিষ্ঠ হইয়া অশেষ প্রকারের ভোগবিলাসিতার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি। এতদিন জানিতাম পিতার নাম ও গৌরব রক্ষা করা, এই ধনরাশি আরো শতগুণ বর্দ্ধিত করা, আপনার ক্ষমতা ও প্রতাপে সমস্ত দেশকে কাঁপাইয়া তোলা—ইহাই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু এখন ভাবিতেছি—এ ধন দ্বারা আপনার ভোগবিলাসিতা সাধন করা, কিম্বা আপনার নাম ও প্রতাপ বৃদ্ধি করিবার আমার কি অধিকার আছে? এ ধন কি আমার? তুমি হাসিবে, আরো অনেকে এ কথা শুনিয়া হাসিবে। কেহ কেহ হয় ত এমনও বলিবে, ইংরাজি পড়িয়া ইহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। কিন্তু গম্ভীরভাবে এই প্রশ্নটীর একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পার? যাহারা আপনাদিগের প্রতিভা-বলে অতুল বিষয়ের অধিকারী হয়, যাহারা আপনাদিগের ললাটঘর্ম্মে মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া তদুপরি আপনাদিগের ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি সংস্থাপন করে,—যাহারা আপনা-দিগের রক্তবিন্দু বিনিময়ে একটী দুইটি পয়সা ক্রয় করিয়া তাহার দ্বারা ক্রমে লক্ষপতির স্বর্ণ সিংহাসন লাভ করে, তাহারাও বা এক সময়ে বলিতে পারে—এ ধন আমার—আমার শরীরের রক্ত জমিয়া টাকা হইয়াছে—এখন আবার আমার শারীরিক সুখ সাধনাতেই ইহাকে নিয়োগ করিতে পারি। কিন্তু আমি—আমি তো কখনও এই অতুল ধনের এক কপর্দ্দক লাভ করিতে এক বিন্দু রক্ত দান করি নাই, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি নাই, আমি কেমন করিয়া বলি,—এ ধন আমার, আমি ইহা যথেচ্ছা ব্যয় বা অপব্যয় করিতে পারি?—আমি

যে আজ পিতৃমাতৃহীন হইয়াও পথের ভিখারী হই নাই, সে কেবল ঈশ্বরের কৃপায়। আমি গরিবের ঘরে জন্মি নাই, ইহা কি আমার নিজের ইচ্ছায়, না নিজের গুণে? আমি যদি কোনও দীন-দুঃখীর সন্তান হইতাম, তবে কি তাহাতে আমি নীচ হইয়া যাইতাম? না ধনীর সন্তান হইয়াছি বলিয়া তাহাতেই বড় হইয়াছি? যে স্বয়ং ধন উপার্জ্জন করে, সে ধনের অহঙ্কার করিতে পারে, আমি দৈবঘটনায় ধনী হইয়াছি, আমি সে অহঙ্কার করিতে পারি না। আমি কেবল পারি এক কাজ করিতে,—যাহারা আমার মত দৈবানুগ্রহে অনুগৃহীত নহে, আমি পারি তাহাদের দুঃখ মোচনার্থ দেবদত্ত এই ধনরাশি নিয়োগ করিতে। আমি এ ধনরাশির অধিকারী নহি। আমার নিকট ইহা কেবল গচ্ছিত রহিয়াছে। আমার কর্ত্তব্য দেবতার ধন দেবকার্য্যে নিয়োগ করা।

শুভক্ষণে আমি দেবগ্রামে আসিয়াছিলাম। দেবতা তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্যই বোধ হয় আমাকে হাতে ধরিয়া এবার এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন। * * আজ দুপ্রহরের সময় আমি গ্রামের মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলাম। সহসা পথিমধ্যে একখানি অতি জীর্ণ কুটীরের সম্মুখে আমার দুই জন পাইক আসিয়া আমাকে এই রমণীর আশ্চর্য্য দানশীলতার কথা বলিল। আমার জীবনে কখনও এরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখি নাই। তুমি বলিবে—তোমার জীবন কতটুকু? কিন্তু আমার পড়া শুনার ভিতরেও এমন উজ্জল দৃষ্টান্ত কখনও পাই নাই। আপনার বালিকার হাত হইতে সোণার বালা খুলিয়া একটী অনাথাকে এইরূপ ভাবে দান করা—এ ছবি এ সংসারে রমণী-জীবনেও অতি বিরল। ইহাঁদের এই উদারতা ও হৃদয়ালুতা দেখিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমি আমার অনাথা প্রজাকে বলপূর্ব্বক নিরাশ্রয় করিয়া অকূলে ভাসাইতেছিলাম, আর একটী ক্ষুদ্র বালিকা তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার ক্ষুদ্র ধনেও আপনাকে বঞ্চিত করিতেছিল,—এ চিন্তায় আমার প্রাণে যে কি গভীর যাতনা হইতেছে, তাহা তোমাকে আর কি লিখিব?—কিন্তু ভগবানের কৃপায় এই যাতনাতেই আমার চক্ষু ফুটিয়াছে। আমি আমার জীবন পথ বড় পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি।

তুমি জান আমি আজি পর্য্যন্ত ইষ্ট-মন্ত্র গ্রহণ করি নাই। ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিতে আমার বিশেষ আপত্তি। কিন্তু এই কথা তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যদি কখনও আমি ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করি, তবে এই দেবতুল্যা রমণীকে আমার ইষ্টদেবতার পদে বরণ করিব।

তোমার উপর কলিকাতার নিকটে আমার জন্য যে বড় বাগান বাড়ী নির্ম্মাণের ভার ছিল, তাহা এখন স্থগিত

রাখিবে। দেবতার ধনে আর আমার নিজের বিলাসভবন রচিত হইতে পারে না। এই পত্র পাইবার পর এই বিষয়ে দেখিও যেন আর এক কপর্দ্দকও ব্যয়িত না হয়।

তোমার মঙ্গল জানাইবে।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ রায়।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মময়ী হাবির মার বাড়ী হইতে ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার ইষ্ট গুরুর পদার্পণে তাঁহার গৃহ পবিত্র হইয়াছে।

ব্রহ্মময়ী বৈষ্ণবমতাবলম্বী, তাঁহার ইষ্ট গুরু শ্রীধর গোস্বামী মহাশয় ঘোর বৈষ্ণব। আজি কালি যে সকল শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিয়া ও বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রচার করিয়া মহা প্রভু চৈতন্য দেবের ধর্ম্মে কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন, যাহাদের হীন চরিত্র দোষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব নাম সাধু ও সচ্চরিত্র লোকদিগের ঘৃণার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে;—শ্রীধর গোস্বামী মহাশয় সে শ্রেণীর বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি রাধাও জানিতেন না, কৃষ্ণও জানিতেন না; তিনি জানিতেন কেবল এক চৈতন্য প্রভুকে। চৈতন্য দেবের জীবন ও তাঁহার মহদুপদেশ সমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনার জীবনে পরিণত করাই শ্রীধর গোস্বামী মহাশয় আপনার ধর্ম্মের একমাত্র সূত্র ও আপনার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন।

গোস্বামী মহাশয়ের বয়ঃক্রম অনুমান সত্তর বৎসর হইবে এবং এই সুদীর্ঘ জীবনে তিনি এক দিনের জন্যও আপনার এই উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। আত্মার সঙ্গে শরীরের চির বন্ধুতা। আত্মা সুস্থ থাকিলে শরীরের কান্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। গোস্বামী মহাশয়েরও তাহাই হইয়াছিল। এই বার্দ্ধক্যেও তাঁহার মুখে যৌবনসুলভ কান্তি শোভা পাইত। এই বয়সেও তিনি আপনার শরীর মনের যুবভাব ও শক্তিসামর্থ্য বিলক্ষণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মময়ী তাঁহার গুরুদেবকে নিরতিশয় ভক্তিও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে শ্রীধর গোস্বামী প্রভুও ব্রহ্মময়ীর গৃহে বৎসরান্তে আসিয়া কিছু দিন বাস করিতেন।

ব্রহ্মময়ী গৃহে প্রবেশ করিয়াই গুরুদেবকে দেখিতে যাইয়া সরল আনন্দ ও প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সরস্বতী গোঁসাই ঠাকুরের পায়ে টিপ করিয়া একটী প্রণাম করিয়া গৃহান্তরে অদৃশ্য হইল।

---

# সজীব ফটোগ্রাফি।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতর শেষ।)

## হ্রস্ব দৃষ্টি, দীর্ঘ দৃষ্টি ও চসমা।

পাঠিকাগণ! আমাদের প্রবন্ধ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে, এস্থলে কেবল চক্ষু সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিব। আপনারা সকলেই অনেককে চসমা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন—আজকাল দেখিতেছি আমাদের কোমল-স্বভাবা ক্ষীণাঙ্গী ভগ্নীদের মধ্যেও কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তাড়নায় মস্তিষ্ক বিলোড়ন ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিতেছেন, চিরদিনের মত চক্ষুর সর্ব্বনাশ করিয়া উপাধিদ্বারা সুন্দর নয়নকে ঢাকিতেছেন। এ স্থলে চস্মার আবশ্যকতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(কর্ণিয়া) স্বচ্ছাবরণের কেন্দ্র হইতে সমগ্র চক্ষুর মধ্যভাগ দিয়া রেটিনা পর্য্যন্ত এক কল্পিত রেখাকে চক্ষুর অক্ষরেখা (axis) কহে। স্বভাবতঃ কাহার কাহার এই অক্ষরেখা অধিক লম্বা হয় অর্থাৎ কর্ণিয়া হইতে রেটিনা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে হয়; সুতরাং চক্ষুর বক্রগামী রশ্মি-সমূহ রেটিনায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই মিলিত হয় অর্থাৎ তাহাদের অধিশ্রয়ণবিন্দু রেটিনায় না হইয়া তাহার সম্মুখে হয়। এই জন্য তাঁহারা কেবল খুব নিকটের পদার্থ দেখিতে পান। ইহাকে হ্রস্ব দৃষ্টি (Short sight or myopiæ) কহে। আর এক কারণে হ্রস্ব দৃষ্টি হইয়া থাকে এবং এই কারণই সচরাচর ছাত্রদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা চক্ষুর অনুচিত পরিশ্রম; অল্পালোকে পাঠ এবং পুস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর চক্ষের খুব নিকটে ধরিয়া পাঠের অভ্যাস বশতঃ ক্রিষ্টালাইনের স্থূলতার বৃদ্ধি হয়, সুতরাং এস্থলেও অধিশ্রয়ণ-বিন্দু রেটিনার সম্মুখে হয়। এই হ্রস্ব দৃষ্টি প্রতীকারের জন্য এক প্রকার চস্মা ব্যবহার করা হয়, তাহার কাচ কুব্জাকার (Concave)। এই জন্য ইহাদ্বারা অধিশ্রয়ণবিন্দুর দূরত্বের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং তাহা ঠিক রেটিনার উপরে পড়ে।

আবার কাহারও কাহারও অক্ষরেখা ছোট অর্থাৎ রেটিনা ক্রিষ্টালাইনের খুব নিকটে; সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে অধিশ্রয়ণবিন্দু রেটিনাকে অতিক্রম করিয়া যায়। এই জন্য তাঁহারা দূরের জিনিস দেখিতে পান, নিকটের পদার্থ ভাল পান না। ইহাকে দীর্ঘ দৃষ্টি (long sight or Presbytism) কহে। বার্দ্ধক্য বশতঃ ক্রিষ্টালাইনের স্থূলতার হ্রাস হওয়াতেও দীর্ঘ দৃষ্টি হইয়া থাকে।

এই কারণেই বৃদ্ধদিগকে এক প্রকার চস্‌মা ব্যবহার করিতে হয়, যাহার কাচ স্থূলাকার (Convex) এবং যতই বার্দ্ধক্য বৃদ্ধি পায়, ততই ক্রিষ্টালাইনের স্থূলতার হ্রাস হয় সুতরাং চস্‌মার স্থূলতার মাত্রা বাড়াইতে হয়।

আমাদের প্রবন্ধের শেষ হইয়া আসিল; চক্ষুর গঠনে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশল দেখিলাম। আর দেখিবার কত রহিল; যত দেখিব ততই স্তব্ধ হইয়া যাইব—অহঙ্কারী মস্তক কৃতজ্ঞতা-ভরে সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে লুটাইয়া পড়িবে। তাঁহার অসীম জ্ঞানের কণামাত্রের আভাস পাইয়া তাহাতেই ডুবিয়া যাইব। কিন্তু হায়! বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয়, যে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-দাম্ভিক পণ্ডিতগণ জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া অনন্ত জ্ঞানের উৎস বিশ্বপাতার সৃষ্টিকৌশলে ভ্রম অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অনীশ্বর-বাদী দাম্ভিক নাস্তিক দর্পভরে দৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে সরাইয়া দিতে চাহেন। ভ্রান্ত মানুষ! ক্ষুদ্র পরিমিত জ্ঞান লইয়া কি অহঙ্কার কর? তোমার সাধ্য কি সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত জ্ঞান-কৌশলের সমালোচনা কর? একটী বালুকাকণাতে যে দুরবগাহ্য কৌশল নিহিত রহিয়াছে, যুগযুগান্তের চেষ্টায়ও তাহার সকল জানিতে পার কি?—পরিমিত জ্ঞানের অন্ত হইয়া যাইবে—সে অনন্ত জ্ঞান ধারণা করিতে পারিবে না। আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের জাল বিস্তার করিয়া অনন্তকে আয়ত্ত করিতে গিয়া আপনিই তাহাতে জড়াইয়া ভূতলে পড়িবে। আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে স্ফীত হইয়া অনন্ত জ্ঞানময়কে ধরিতে গিয়া অবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবিতে চাই না, তর্কজাল বিস্তার করিয়া তাহাতে আপনাকেই জড়াইয়া ফেলিতে চাই না। তাই বলি—

"তর্ক ছাড়ি মূর্খ হয়ে সহজ দৃষ্টিতে
দেখি যবে, দেখি বিশ্বে দেব! প্রাণরূপে
বিরাজিত; প্রাণরূপী অন্তরে বাহিরে!
প্রাণরূপে বিরাজিত সবিতৃ-মণ্ডলে,
গ্রহচক্রে,বিশ্বধামে,দ্যুলোকে,ভূলোকে।
আমি মূঢ় ভয়ে স্তব্ধ—"

---

# লাপলণ্ডে স্বয়ম্বরপ্রথা।

লাপলণ্ডের কোন ব্যক্তি যদি কন্যার পিতা মাতা বা অভিভাবকের সম্মতি না লইয়া তাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে রাজবিধি অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। কন্যার অসম্মতিতে তাহার বিবাহ সিদ্ধ হয় না। যখন

কোন যুবতীর প্রতি কোন যুবকের অনুরাগ হয়, তখন তাহাদিগের পরস্পরের বিবাহ হইবে কি না, এই বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য একটী কৌতুকাবহ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। বর ও কন্যার সহিত তাহাদিগের বন্ধুবান্ধবগণ একটী প্রশস্ত মাঠে আসিয়া উপস্থিত হন। পরে কন্যা ও বরের দৌড় পরীক্ষা হয়। যতটা পথ দৌড়িতে হইবে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ ছাড়াইয়া কন্যা দাঁড়াইয়া থাকে, পরে এক সময়ে তাহাদিগের দৌড় আরম্ভ হয়। নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কন্যাকে ধরিতে হইবে, ইহাতে কন্যা যদি ধরা না দেয়, বর কখনও তাহাকে ধরিতে পারে না। কন্যা অগ্রসর হইয়া সীমা ছাড়াইয়া গেলে আর বরের তাহাকে পাইবার আশা নাই এবং বিবাহের কথা তখনি রহিত হয়। তৎপরে বর পুনর্ব্বার তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর বর যদি কন্যার মনোনীত হয়, কন্যা প্রথমে বেগে দৌড়িয়া তাহার অনুরাগ পরীক্ষা করিয়া থাকে, পরে গতি মন্দ করিয়া চলে অথবা পথে কোন বাধা পাইয়াছে, এইরূপ ভাণ করিয়া থমকিয়া দাঁড়ায় এবং নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যুবকের হস্তে আপনাকে ধরা দেয়। এইরূপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে না। এই দেশের লোক অত্যন্ত গরিব হইলেও এইরূপ স্বয়ম্বর বিবাহপ্রথা থাকাতে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহাদিগের গৃহ চিরসুখের আলয় হইয়া থাকে। যে সকল দেশে বিবাহে স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনতা নাই এবং যেখানে বরকন্যাকে আপনাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া বিবাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয়, সেখানকার পারিবারিক অবস্থা যে শোচনীয় হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

## নূতন সংবাদ!

১। শুনা যায় চীন দেশে পুলিস বিভাগে স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী নিয়োগের নিয়ম আছে। স্ত্রী-কর্ম্মচারীদিগের অধিকাংশই বিধবা, ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্কা। তাঁহাদিগের সকলেই সচ্চরিত্রা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২। ফরাসী দেশের একটী রমণী ১৮৪২ সাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ওলাউঠা, বসন্ত ও জ্বর প্রভৃতি পীড়াগ্রস্তদিগের সেবা শুশ্রূষায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এরূপ রমণী-জীবনই ধন্য।

৩। লর্ড ডফরিণ আগামী ২০এ

অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়া পথে নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

৪। গত ১২ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীরের মহারাজ রণবীর সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু কাশ্মীরের ন্যায় সুন্দর ভূভাগ যাহাতে ব্রিটিষ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়, সেইজন্য অনেক ইংরাজ সহযোগী ব্যস্ত।

৫। জলপাইগুড়ি ও বগুড়া অঞ্চলে সম্প্রতি ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

৬। তিনকড়ি পাল নামে কলিকাতার ১৯ বৎসরের এক যুবা এক রক্ষিত বেশ্যার হত্যাপরাধে ফাঁসী গিয়াছে। ফাঁসী কাষ্ঠ আরোহণের পূর্ব্বে সে সমাগত বয়স্যদিগকে অতি কাতরভাবে অনুনয় করিয়া বলে "বন্ধুগণ! সুরা ও বেশ্যার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিও, ঐ দুই রাক্ষসীই আমার এই অকাল মৃত্যুর কারণ।" কলিকাতার যুবকদিগের চরিত্রশোধন ও কলেজ অঞ্চল হইতে বেশ্যালয় স্থানান্তর করিবার জন্য এক্ষণে অনেক সদাশয় লোক চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। কলিকাতায় পবিত্রতাবর্দ্ধিনী নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কঠোর ন্যায়ের অনুরোধে তিনকড়ীর প্রাণভিক্ষায় কর্ণপাত করিলেন না, কিন্তু যুবকদিগের মৃত্যুর পথ রুদ্ধ করিবার জন্য কি সহায়তা করিবেন না?

৭। রায় বদ্রিদাস নামে এক পশ্চিমে বণিক পশু চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ এক সভা করেন। সভাস্থলে ৫০ হাজারের অধিক টাকা সহী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বণিকেরা জিনিষ বিক্রয়ের বৃত্তি দ্বারা এ কার্য্যের নিয়মিত সাহায্য করিবেন।

৮। বিলাতে বালিকাদিগের রক্ষার্থ পার্লেমেণ্টে যে আবেদন যায়, তাহাতে এত লোক স্বাক্ষর করেন যে স্বাক্ষরিত কাগজ দীর্ঘে ৩ মাল হইয়াছিল।

---

## পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত—শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। পুস্তকখানি তিন শতাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত ও অতি সুন্দর রূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা সাহিত্য মন্দিরে অক্ষয় বাবুর আসন যে অতি উচ্চ এবং তিনি যে একজন বাঙ্গালা ভাষার প্রধান পরিপুষ্টি সাধক ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। ইনি ১২ বৎসরকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দেশের প্রভূত উপকার এবং আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিশ্রমের ফলেই আজি প্রায় ৩০ বৎসরকাল উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া ইনি জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছেন, এই ৩০ বৎসরকাল সুস্থ থাকিয়া কার্য্য

করিতে পারিলে ইহাঁদ্বারা দেশের কতই না কল্যাণ সাধিত হইত! জীবনবৃত্তান্তখানি অনেক যত্ন পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া লিখিত হইয়াছে এবং ইহা যে স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বস্তু হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্ষয় বাবু নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থা হইতে আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে আপনাকে কিরূপে উন্নত করিয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি কিরূপ সুতীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসা কিরূপ প্রবল, চিন্তাশক্তি কিরূপ তেজস্বিনী, আত্মোন্নতি-বাসনা কিরূপ অটল ও অক্ষুণ্ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা কিরূপ আদর্শস্থানীয়, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি প্রেম কিরূপ প্রগাঢ়, তাহা এই পুস্তক পাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। অক্ষয় বাবু বঙ্গীয় সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিওব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা হয়ত অনেকের নিকট অজ্ঞাত, এই পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হইয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন। চরিতাখ্যায়ক নায়কের প্রতি অত্যনুরাগবশতঃ কোন কোন স্থানে তাঁহার গুণ ও কার্য্যের কিছু অতিবর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, সেবিষয়ে একটু সতর্ক হইলেই ভাল হইত। যাহা হউক তিনি অক্ষয় বাবুর ন্যায় ব্যক্তির জীবনের চিত্র সাধারণের সুলভ করিয়া একটী মহৎ কার্য্য করিয়াছেন ও সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গবাসী মাত্রেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২। ভারতরহস্য প্রথমভাগ—শ্রীরামদাস সেন প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এ দেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের মধ্যে রামদাস বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ। বর্ত্তমান সুন্দর পুস্তকখানিতে হিন্দুদিগের যুদ্ধ ও যাগযজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনেক রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সাহিত্য সংসারে সাদরে গৃহীত হইবার যোগ্য, বলা বাহুল্য।

৩। নবলীলা উপন্যাস—শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১।০ আনা। দেবী বাবু অনেক উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার উপন্যাসের বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে সমাজের যে কুসংস্কার, দুর্নীতি ও দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে, তাহার চিত্র প্রদর্শন করিয়া তৎপ্রতি সাধারণের বিরাগোৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান উপন্যাসে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। রাজপুর রিপণ পুস্তকালয়ের ৭ম ও ৮ম সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ—এই পুস্তকালয়ের ক্রমশঃ উন্নতি দর্শনে আমরা প্রীত হইলাম। ইহার অধীনে রাজপুর নৈশ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যও সুন্দররূপ চলিতেছে।

# বামাগণের রচনা।

## ফুল। *

"ওরে প্রিয় ফুল তুলনাত নাই,
কি তুলনা দিব মিছা কি বর্ণিব
অতুলন তুমি বলেছে সবাই।"

হাসিমাখা কোমল ফুল আমি বড় ভালবাসি, আমার কাছে ইহার বিকশিত সুন্দর ভাব বড়ই ভাল লাগে। যখন ফুল গুলি তাহাদের ক্ষুদ্রবুকে হাসিয়া হাসিয়া দুলিয়া দুলিয়া খেলা করে, তাহা দেখিয়া হৃদয় প্রফুল্লতাপূর্ণ হয়, প্রাণ যেন অপার্থিব ভাবে ভরিয়া যায়। জগতে এমন কি আছে যাহা ফুলের সহিত তুলনা হইতে পারে! গৃহ উদ্যানে হসিত শিশুমুখ, হৃদয়ে ধর্ম্ম ভাব এবং কাননে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি, এই তিনই এক, একই তিন। যখন প্রাতঃশিশির-সিক্ত কুসুমগুলির উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়, তখন তাহা দেখিয়া ভাবি, জগদীশ্বর যদি এই লাবণ্য-কণা মধুর কুসুম সৃজন না করিতেন, তবে মনুষ্য নিজের দুঃখ বিস্মৃত হইত কি দেখিয়া? কে তাহাদের হৃদয়ে শান্তি-কাহিনী ও ঈশ্বরের দয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিত!

ফুল দেখিলেই তাঁহার কথা মনে পড়ে, তাঁহার অনন্ত প্রবাহিত স্নেহস্রোতে যেন হৃদয় ভাসিয়া যায়। বিশ্ব সংসার ভুলিয়া কেবল সেই দেব দেব মহাদেবকে ধরিতে চাহি। ফুল নিজের সুখের জন্যত ফোটে না, পরকে সুখী করিবার জন্য মধুর হাসি হাসিয়া, প্রাণের পরিমল বাতাসে মিশাইয়া থাকে! তাদের দুদিনের ক্ষুদ্র জীবনও পরকে সুখী করিয়া শেষ হয়। তাই ভাবি আমরা কেন এই সংসারে আসিলাম? নিজকে ভুলিয়া পরের জন্য খাটিয়া ক্ষুদ্র প্রাণটা কেন পরসেবায় নিয়োজিত করিয়া সুখী হই না? এই সুখদুঃখময় পৃথিবীতে এই দীর্ঘ জীবনে কেবলই কি নিজের স্বার্থময় সুখ ভাবিব? ফুলের মত পরকে সুখী করিয়া চলিয়া যাইতে পারিব না? পবিত্র পুষ্প দেবসেবার যোগ্য হইয়াও হতভাগ্য নরজাতিকে সুখী করিতেছে। নীরব নিশীথে যখন তারা খসিয়া পড়ে, তখন আমার ফুলের কথা মনে পড়ে—আবার যখন মাতৃকোল খালি করিয়া সুন্দর শিশু চলিয়া যায়, তখনও ফুলকেই ভাবি। শিশুর হাস্য—তারকার স্নিগ্ধ জ্যোতি, দুই প্রাণে করিয়া ফুল সকালে ফোটে, বিকালে মরিয়া যায়, কিন্তু পর-সেবা কখন ভোলে না। সকল দিন অন্যের মুখ চাহিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে কখন বা বরষার বারি পাতের ভিতর রহিয়াও ফুটিয়া থাকে। ঐ ফুলের অনুকরণীয় জীবন যদি আদর্শ করিয়া চলিতে পারি, তবে এ কণ্টকিত সংসার পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখনও ফুলকে বড় ভাল বাসিতাম—এখনও বাসি। আমি একক, সে যেন আমার সহোদর সহোদরা স্থানীয়—আমি আর কিছুই চাহি না, ফুলের মত পবিত্র জীবন লইয়া পরসেবায় এই অস্থায়ী জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে পারি ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। ফুল! তোমাকে যেমন ভালবাসি, তেমনি যেন জগতের ভাই বোনকে ভাল বাসিয়া মরিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ তুমি আমার জন্য পরম পিতার কাছে ভিক্ষা করিয়া আমাকে দেও। আমি সেই আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া হৃদয় প্রেমজলে সিক্ত করিয়া পর সেবায় খাটিয়া মরিয়া যাই।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

* বালিকা সমিতিতে পঠিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫০ সংখ্যা } কার্ত্তিক ১২৯২—নবেম্বর ১৮৮৫। { ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রী-ব্যবহার্য্য ঔষধালয়—কাউণ্টেস ডফরিণের শুভ চেষ্টার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেছি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ফণ্ডে দিন দিন যেমন অধিক টাকা সংগৃহীত হইতেছে, তেমনি অন্য প্রকারেও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হইতেছে। আলোয়ারের মহারাজা নিজ রাজধানীতে কেবল স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত একটী ঔষধালয় খুলিতেছেন, দেশীয় স্ত্রী-ডাক্তার পাইলে তাহারই হস্তে ইহার কার্য্যভার সমর্পণ করিবেন।

স্ত্রী-বোধ—এই নামে এক খানি পত্রিকা প্রধানতঃ বোম্বাইয়ের হিন্দু ও পারসী রমণীদিগের সাহায্যে গুজরাটী ভাষায় প্রচারিত হইয়া থাকে, রাজপ্রতিনিধি ইহার সুখ্যাতি করিয়া তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারী দ্বারা পত্রের অধ্যক্ষকে এক চিঠি লিখিয়াছেন এবং বোম্বাইয়ের স্ত্রীলোকদিগের যে উচ্চ শিক্ষা হইতে এই সুফল লাভ হইতেছে, তাহার সিদ্ধি কামনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের রমণীগণ রাজপ্রশংসা লাভ করুন না করুন, উন্নতি অংশে কোনক্রমেই ন্যূন নহেন।

বন্যাফণ্ড—বন্যাদ্বারা এই কয়েক জেলারই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে—মুরসিদাবাদ, নদিয়া, ২৪ পরগণা, কটক, হুগলী, যশোহর, মেদিনীপুর, মালদহ ও ভাগলপুর। বন্যা-প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক লইয়া এক কমিটী

নিযুক্ত করিয়াছেন,তাহাতে ২০ হাজারের অধিক টাকা চাঁদা হইয়া১৩ হাজার টাকা ভিন্ন ভিন্ন জেলার উপকারার্থ বিতরিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা স্থানীয় অভাব সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইতেছে না, এজন্য মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী ও অন্যান্য সভা এবং কতকগুলি পত্রসম্পাদক স্বতন্ত্র ফণ্ড করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে আনুকূল্য প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন।

কটকে ঝড়—পূজার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কটকে মহাঝড় হইয়া সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে ৫০০ খানি গ্রাম এককালে বিনষ্ট হইয়াছে। অনূ্যন ৫ সহস্র লোক মরিয়াছে, গো মেষ ও অন্যান্য ইতর জন্তু কত মরিয়াছে সংখ্যা নাই। কয়েক খানি জাহাজও ভগ্ন হইয়াছে। কাপ্তেন ডগলাস নামে এক সাহেব স্বয়ং বাঁচিতে পারিতেন, কিন্তু স্ত্রীপুত্রদিগকে উদ্ধার করিতে গিয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছেন। উড়িষ্যার এই সর্ব্বনাশের সময় ইহার প্রতি বিশেষ সাহায্য দান আবশ্যক।

রাজকীয় ব্যায়াম—চিন সম্রাট্-পত্নী নীলবর্ণের পোসাক পরিয়া ব্যায়াম ও ঘুঁসি লড়াই শিক্ষা করিতেছেন, এটী বড় সুদৃষ্টান্ত। প্রাচীন কালে স্পার্টান রমণীগণ ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া বীরপ্রসূ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। দুর্ব্বল জাতিকে সবল করিতে হইলে বীর্য্যবতী মাতা সকলের নিতান্ত প্রয়োজন।

পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি—রুসীয় ডাক্তার ক্লিবার গণনা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন পৃথিবীতে প্রতিঘণ্টায় ৬০ মণের অধিক ধূলা অন্যান্য গ্রহাদি হইতে পতিত হয়, ইহাতে ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক বর্গমাইলে সংবৎসরে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ ভূমি বৃদ্ধি হয়। হাজার বা লক্ষ বৎসরে পৃথিবীর ভার কত বাড়িবার সম্ভাবনা। উক্ত পণ্ডিতের মতে এই ভার অন্য প্রকারে লাঘব না হইলে কালে পৃথিবীর মহা বিভ্রাটের সম্ভাবনা। আমাদের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ রাসেলাসের জ্যোতির্বিদের ন্যায় জগৎ রক্ষার জন্য কত সময় কত বৃথা ভাবনায় আকুল হন, জগৎ তথাপি সুনিয়মে চলিতেছে। জগৎ-নিয়ন্তা মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস থাকিলে সকল দুশ্চিন্তা দূর হয়।

জাপানে স্ত্রীশিক্ষোন্নতি—জাপানের টোকিও নামক স্থানে রমণীগণ চিকিৎসাবিদ্যা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, দুই বৎসর পরে তাঁহারা এম ডি পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

স্ত্রী ব্যবসায়ী—রাধাবাই নাম্নী এক ভদ্র হিন্দু বিধবা বোম্বাই নগরে একটী বই ও কাগজের দোকান খুলিয়াছেন। এরূপ কার্য্যের এই প্রথম দৃষ্টান্ত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সিদ্ধিকামনা করি।

# এত রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণ কি?

দেশের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। রেল, টেলিগ্রাফ্, স্কুল, কালেজ, পাকা রাস্তায় চারিদিক্ পূরিয়া যাইতেছে। তবে আর ভাবনা কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ সকল কার জন্য? মানুষ বাঁচিলে ত তবে রেলে চড়িবে, কালেজে পড়িবে, ও পাকা রাস্তায় চলিয়া বেড়াইবে। আগে শরীর কিসে বজায় থাকে, তাহার উপায় স্থির কর। এই দুর্ব্বল কণ্ঠাগতপ্রাণ বাঙ্গালী জীবন আর কত দিন থাকিবে? দেখিতেছ না কি যে বাঙ্গলার অধিবাসিগণ দিন দিন নানাবিধ রোগের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে? তবে আর দেশের উন্নতি কি হইল? বাঙ্গালী কোন কালে সাহসী ও সমরপটু জাতি ছিল কি না সন্দেহস্থল কিন্তু তথাপি তাহারা পূর্ব্বে সবল সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী ছিল। কিন্তু এ কথা কি এখন বলিতে পারা যায়? এখন তুমি কয় জন নীরোগী ও দীর্ঘজীবী লোক দেখিতে পাও? যাহার মুখের দিকে চাই, তাহাকেই দেখি যে রোগের জ্বালায় মলিন ও শীর্ণ— যেমন তেমন করিয়া হউক দিন কত সংসারে কাটাইতে পারিলে হয়, যেন এই বই আর অন্য আশা ভরসা নাই। ইহা অতি দুঃখের কথা। বঙ্গদেশ উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না। ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক রোগ দেশের মজ্জাভেদ করিতেছে, ও পূর্ব্বে যে সকল স্থানের জলবায়ু অতি উৎকৃষ্ট ছিল, সে সকল স্থানকে পর্য্যন্ত রোগের আবাসস্থল করিয়া তুলিতেছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই ভয়ানক পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল একবার ভাবিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা এই প্রবন্ধে ইহার কতকগুলি স্থূল স্থূল কারণ নির্দ্দেশ করিব। সে গুলি জ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী আচরণে সচেষ্ট হইলে হয়ত পাঠিকাবর্গ আপনাদের ও পুত্র কন্যাদির শরীর রক্ষণে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়া রোগের যন্ত্রণা ও অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন।

সময়ে সময়ে দেশের জলবায়ু স্বভাবতঃ এরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে যে তদ্দ্বারা নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া লোকের অশেষ কষ্টের কারণ হইয়া উঠে। বঙ্গদেশে এরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিনা তাহা এস্থলে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। অতএব যাহা যাহা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে আমাদের আপনাদের সাধ্যাধীন এমন কতকগুলি প্রধান প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইব। আমরা বলিয়াছি যে পূর্ব্বে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বঙ্গের অবস্থা এরূপ শোচনীয়

ছিল না। সুতরাং সেকালের লোকেই বা সবল সুস্থশরীর ও দীর্ঘায়ু ছিল কেন, আর আমরাই বা এরূপ ব্যাধিমন্দির ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া ভুগিতেছি কেন, ইহা দেখানই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।

স্বাস্থ্য রক্ষণে যত্নশীল হইতে গেলে একটি কথা অনুক্ষণ মনে রাখা উচিত। মানুষের প্রাণ অন্নগত। পুষ্টিকর ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য না পাইলে আমাদের শরীর অচিরে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং দুর্ব্বল দেহে সকল প্রকার রোগই সম্ভব। ইহাই বর্ত্তমান সময়ের ব্যাধির আধিক্যের একটি প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। আমরা আর ভাল করিয়া খাইতে পাই না। জিনিস পত্রের দর এত চড়িয়াছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সংসারের জ্বালা এক্ষণে এত বাড়িয়াছে যে আহারের ভালরূপ বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে আমরা আধপেটা খাইয়া ক্ষুধার জালায় প্রাণ হারাইতেছি। কিন্তু উদর পূরিলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে। স্বাস্থ্য রক্ষার্থ শরীর পোষণোপযোগী সামগ্রী আবশ্যক। এক্ষণে আহার সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বাবুয়ানা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সে বাবুয়ানায় আমরা প্রাণে মারা যাইতেছি। সে কালের লোকে আম কাঁটালের সময়ে উদর পূরিয়া আম কাঁটাল খাইত, সন্দেশ মিঠাই না হউক নারিকেল মুড়ি দাল দুগ্ধ মৎস্য প্রভৃতি অতীব পুষ্টিকর খাদ্য সকল বার মাস বেশ খাইতে পাইত, সুতরাং তাহারা সুস্থ ও সবল শরীরে মনের সুখে দিন যাপন করিতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে সে দিন গিয়াছে। একেত সকল সামগ্রীই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহার উপরে আবার খরচ বাড়িয়াছে কত, ভাবিয়া দেখ! ভাল কাপড় চাই, চীনের দোকানের জুতা চাই, দাস দাসীর মাহিনা চাই, সন্তানগুলিকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান চাই। সুতরাং কিছুতেই খরচের কুলান হইয়া উঠে না। তাই বলিতেছিলাম যে এক্ষণে আমরা ভাল করিয়া খাইতে পাই না। কিন্তু শরীর তাহা বুঝে কৈ? শরীর যদি বজায় রাখিতে চাও, তাহা হইলে সব কাজ ছাড়িয়া অগ্রে আহারের দিকে দৃষ্টি রাখ। অবশ্য রসনাকে পরিতৃপ্ত করা আহারের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হয় অগ্রে তাহার উপায় স্থির করা নিতান্ত বিধেয়।

নির্ম্মল জল স্বাস্থ্য রক্ষার আর একটি প্রধান সহকারী। পূর্ব্বকার লোকেরা সাধারণের উপকারার্থ বড় বড় পুষ্করিণী খনন একটী অতি পুণ্য কর্ম্ম মনে করিত, কিন্তু এক্ষণে লোকের প্রবৃত্তি অন্যবিধ হওয়ায় উত্তম জলাশয় বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পুরাতন পুষ্করিণীর ক্লেদময় জল অনেক স্থলের

একমাত্র ভরসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ জল পানে স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হওয়াই বিচিত্র। অপরিস্কৃত জল পরিস্কৃত করিবার অনেক গুলি অতি সহজ উপায় আছে। অনুসন্ধান করিলে পাঠিকাবর্গ তাহা জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক গৃহে সেই উপায় অবলম্বনীয়।

স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশুদ্ধ জল ও পুষ্টিকর খাদ্য যেমন প্রয়োজনীয়, নির্ম্মল বায়ু তদপেক্ষা অধিক ত কম নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সেকালে ও একালে বিশেষ প্রভেদ না দেখায় অধিক কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই।

যে সকল রোগের দ্বারা এক্ষণে বঙ্গদেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে বোধ হয় ম্যালেরিয়া জ্বর সর্ব্বপ্রধান। অতএব ম্যালেরিয়ার কারণ কি অগ্রে জানিয়া রাখা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা স্থির করিয়াছেন যে ভাল রূপে জল নিকাশ হইতে না পাওয়াই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। জল বসিয়া মাটি শেঁতা হইলে পরে তাহাতে সূর্য্যোত্তাপ লাগিয়া একপ্রকার বাষ্প উদ্ভূত হয়। তাহাই ম্যালেরিয়া। অতএব ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে অগ্রে জল নির্গমের পথ স্থির করিয়া রাখা উচিত। এক্ষণে চারিদিকে রাস্তা ও রেল খোলায় ভালরূপ অনেক স্থলের জল নির্গম হইতে পায় না। সুতরাং সেই সকল স্থানে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে বিষ ছড়াইয়া দিতেছে। এই মহানিষ্ট নিবারণের উপায় স্থির করা আমাদের নিজের সাধ্যাধীন নহে বটে, কিন্তু যাহাতে আমাদের আপন আপন বাটী ও গ্রাম বেশ শুক থাকে, ও কোন স্থানেও একটু জল বসিতে না পায়, এ বিষয়ে একটু অধিক সাবধান হইলে বোধ হয় অনেকটা উপকার দর্শিতে পারে।

ওলাউঠার বিশেষ কোন কারণ প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে পুষ্টিকর খাদ্য এবং নির্ম্মল জল ও বায়ুর অভাব ব্যতীত ইহার অন্য কারণ নাই। এই বিষয়গুলিতে সাবধান হইলে সকল রোগেরই হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ওলাউঠার এই এক ভয়ানক দোষ যে কোন স্থানে একটী লোক এই রোগে আক্রান্ত হইলে সকলেরই ইহা হইবার খুব সম্ভাবনা থাকে। ওলাউঠা রোগীর ভেদ বমনে এই রোগের বীজ নিহিত থাকে। সেই বীজ এমন ভয়ানক যে অণুমাত্র শরীরস্থ হইলে আর রক্ষা নাই। সুতরাং যাহাদিগকে রোগীর সেবা করিতে হয়, তাহারা ব্যতীত অপর ব্যক্তির অনুক্ষণ সেখানে থাকা উচিত নহে। রোগীর বস্ত্রাদি পুষ্করিণীতে দৌত করার মত অন্যায় কার্য্য আর নাই; কারণ তাহাতে পুষ্করিণীর জল বিষমিশ্রিত হইয়া আর পাঁচ জনের রোগ জন্মাইয়া দেয়।

একে ভাল রূপ আহার হয় না, ভাল জল পান করিতে পাওয়া যায় না, তাহার

উপরে আবার আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর প্রভেদ ঘটিয়াছে। আমরা সেকালের লোককে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করি। হউক তাহারা অসভ্য; শরীর কিরূপে বজায় রাখিতে হয়, আমাদের অপেক্ষা তাহারা বেশ জানিত। যদি শরীর না রহিল, তবে সভ্যতা লইয়া কি করিব? নিম্নে ইহার কতকগুলি উদাহরণ দিব।

স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ব্যায়াম নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শরীরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের ভালরূপ চালনা হইতে না পারিলে শরীর কখনই সুস্থ থাকে না। কিন্তু এক্ষণে ব্যায়াম এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। সেকালের বালক ও যুবকেরা লেখা পড়া যত করুক না করুক, ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে কখন বিস্মৃত হইত না। সেকালের স্ত্রীলোকেরাও এখনকার অপেক্ষা অধিক কর্ম্মিষ্ঠা থাকায় তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেশ চালনা হইত। কিন্তু এক্ষণে কি পুরুষ কি স্ত্রী কাহারই ভাল করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা হয় না। স্বাস্থ্য রক্ষার্থ যাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহাই আমরা অবহেলা করিতেছি। আমাদের শরীর থাকিবে কেমন করিয়া? এক্ষণে বহুমূত্র রোগটি বড় প্রবল হইয়াছে। জানা উচিত যে ব্যায়ামের অভাবই ইহার সর্ব্ব প্রধান কারণ।

আর একটি ভয়ানক রোগে এক্ষণে অনেকের প্রাণনাশ হইতেছে। সকলেই বলেন যে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যক্ষ্মা-রোগ যত প্রবল, পূর্ব্বে এত ছিল না। সুরা পান প্রভৃতি অত্যাচার ইহার প্রধান কারণ বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া ইহার একটি অতি সামান্য কারণ আছে। আমরা সাহেবদের অনুকরণ করিতে গিয়া তৈল ব্যবহারের একান্ত বিদ্বেষী হইয়াছি, কিন্তু এ কথাটি অনুক্ষণ স্মরণ রাখা উচিত যে যক্ষ্মা প্রভৃতি বক্ষস্থ যন্ত্রের পীড়ার পক্ষে তৈল মর্দ্দনের ন্যায় উপকারী আর কিছুই নাই। অবশ্য যিনি প্রাণপণ করিয়াও সাহেবের অনুকরণ করিবেন, তাঁহাকে কোন কথা বলিবার নাই।

অনুকরণের কথায় আর একটি কথা মনে পড়িল। তাম্বূল চর্ব্বণ আমাদের দেশের একটি পুরাতন রীতি, কিন্তু এক্ষণে কেহ কেহ ইহারও বিদ্বেষী। বোধ হয় তাঁহারা ইহার উপকারিতা জ্ঞাত নহেন। এতদ্দ্বারা দাঁত শক্ত হয়, মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয়, এবং পরিপাক ক্রিয়ার বিস্তর সাহায্য হয়। কিন্তু পান ও শুপারির ছিব্‌ড়া উদরস্থ করা বিধেয় নহে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব স্বাস্থ্য ভঙ্গের একটি প্রধান কারণ। নানা কারণ বশতঃ এক্ষণে আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হয়, অথচ সঙ্গতি ও প্রবৃত্তি অভাবে পরিচ্ছদ গুলি রীতিমত ধৌত করা হয় না। স্কুলের ছাত্র ও আফিশের কেরাণীর

ক্লেদময় বস্ত্র হইতে গ্রীষ্মকালে যে দুর্গন্ধ বহির্গত হয়, তাহাই তাহার অস্বাস্থ্যকারিতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এত কারণ সত্ত্বে একালে রোগ বাড়িবে না ত কি হইবে?

এস্থলে আর একটী কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে। ইংরাজ শাসনে আমাদের দেশে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার রীতি একটি সামান্য পরিবর্ত্তন নহে। আমাদের বোধ হয় এতদ্দ্বারাও দেশের স্বাস্থ্যের বড় অল্প অপকার হইতেছে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে এ রীতি কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। কি স্কুলের ছাত্র, কি কেরাণী, কি ব্যবসাদার, নয়টা বাজিলে আর কেহ স্থির নহে। নাকে মুখে এক মুটা ভাত গুঁজিয়া বাহির হওয়া চাই। সে কালের লোকের এ হাঙ্গাম ছিল না। তাহারা সকাল বিকাল ঠাণ্ডার সময়ে কাজ করিত, ও মধ্যাহ্নে ধীর ও সুস্থভাবে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রা যাইত। ইহার ফলস্বরূপ তাহারা নীরোগী ও দীর্ঘজীবী ছিল।

দেশের এই শোচনীয় অবস্থায় আমরা যদি আপনারা সাবধান হই, তাহা হইলেও অনেকটা মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু সাবধান হওয়া দূরে থাকুক, আমরা অত্যাচারের চূড়ান্ত করিতেছি। এ বিষয় ভাবিলে গায় রক্ত শুকাইয়া যায়। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি সুরাপানরূপ মহাপাপে দেশের কি অমঙ্গল না হইতেছে! সৌভাগ্যবশতঃ বঙ্গীয় রমণীগণের চরিত্র এই কলঙ্কে স্পৃষ্ট হয় নাই, এবং ভরসা করি কখন হইবেও না। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ইতর লোকেরাও সুরা স্পর্শ করিত না; কিন্তু আমাদের দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকেও সুরা রাক্ষসীর উদরস্থ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। ইহা উন্নতি ও সভ্যতার চিহ্ন বটে! যত কিছু সাংঘাতিক রোগ আছে, সুরা পানে সকলই সম্ভব। যথা, বহুমূত্র, উদরি, উন্মত্ততা, যকৃতের পীড়া, ইহারা সুরা রাক্ষসীর প্রধান অনুচর। যে জাতি পূর্ব্বে সুরাস্পর্শ করিত না, তাহাদের মধ্যে যদি প্রতি গৃহে মদ্যপায়ী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে না ত কি হইবে?

এত কারণ সত্ত্বে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিবে কেমন করিয়া? আমাদের ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপদে ভঙ্গ হইতেছে। কতকগুলি কারণ আমাদের নিজের চেষ্টায় নিবারিত হওয়া অতি দুরূহ; আর কতকগুলি আমরা আপনারা কৃত-সঙ্কল্প হইলেই নিবারিত হইতে পারে। সেই গুলির প্রতি পাঠিকাবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অভিলাষে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল। ভরসা করি এতদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকার হইবে।

# স্বামীর অনবধানতা।

সমাজমধ্যে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য যত আগ্রহ প্রকাশ করেন, স্ব স্ব স্ত্রীর উন্নতি সাধনে তত মনোযোগী নন। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সমাজের উন্নতির এক অতি উৎকৃষ্ট উপাদান এই বিষয়টী জন-সাধারণের অন্তঃকরণে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য যাঁহারা সমাজে, দেশে, বিদেশে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে স্বীয় স্বীয় পত্নীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অল্পমাত্র প্রয়াস পাইয়া থাকেন তাঁহাদিগের পত্নীদিগের আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের হইতে বড় বিভিন্ন নহে। অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং অবোধ ও মূর্খ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাঁহারাও ক্রোধ, গর্ব্ব, ঈর্ষা প্রভৃতি রিপুর বশীভূত হন। তাঁহাদিগের এই শোচনীয় অবস্থা তাঁহাদিগের শিক্ষিত উন্নত স্বামীদিগের অনবধানতার ফলস্বরূপ। স্বামী সুশিক্ষিত এবং বিদ্বান হইলেই যে তাঁহার স্ত্রী নিশ্চয়ই সুশিক্ষিতা ও বিদ্যাবতী হইবেন, ইহার কোন অর্থ নাই। তাঁহারা স্ত্রীর কি অবস্থা হইবে তাহা একবারও ভাবেন না, কিসে নিজের উন্নতি হয়, কিরূপে সমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারেন, সদাসর্ব্বদা এই চিন্তাই করিয়া থাকেন। স্ত্রীর কিরূপে উন্নতি হইবে ইহা চিন্তা করা এবং ইহার জন্য প্রয়াস পাওয়া যেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য শ্রেণীর অন্তর্ভূত নহে। ইহার জন্য কি তাঁহারা দোষী নহেন? এই অবহেলার জন্য কি তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন না? অবশ্য হইবেন। যে দিবস হইতে আমরা কোন রমণীর সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইলাম, সে দিবস হইতেই তাঁহার মানসিক উন্নতির ভার আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। শিক্ষালোকে তাঁহার মনের অন্ধতমস এবং কুসংস্কার দূর করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। অনেকে মনে করেন যে স্ত্রী নিজে নিজে তাঁহার মানসিক উন্নতি করিবেন, আমি আমার নিজের উন্নতি করি—ইহা তাঁহাদিগের অত্যন্ত ভ্রম। তাঁহারা মনে করেন যে কতকগুলি উপন্যাস বা নীতিগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে দিলেই তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করা হইল। উপন্যাসাদি সুন্দররূপে নির্ব্বাচিত না হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করে। নীতিগর্ভ পুস্তক অধ্যয়ন করিলে মনের উন্নতি হয় ইহা সত্য। কিন্তু একজন সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তির জীবন্ত উপদেশ মনের উপর যেরূপ কার্য্য করে, পুস্তক পাঠ

করিলে সেরূপ হয় না। ভাবপূর্ণ কণ্ঠ স্বর মনে যেরূপ ভাব উৎপন্ন করিতে পারে, পুস্তকের কথায় তেমন পারে না। এক দিকে যেমন স্বামীর স্ত্রীর জন্য চেষ্টা করা উচিত, অন্য দিকে স্ত্রীরও তাঁহার নিজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক, কেবল স্বামীর উপর নির্ভর করিয়া থাকা বিধেয় নহে। তাঁহার আগ্রহের সহিত স্বামীর নিকট আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত। স্বামীর সুন্দর গুণগুলি নিজে শিক্ষা করা উচিত এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে আনন্দের সহিত যোগ দেওয়া উচিত। নিজের আন্তরিক চেষ্টা না থাকিলে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বামী যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিম্বা মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে কথা তুলিবেন, তখনই সেই বিষয়ে আলোচনা করিব, তিনি গৃহের বাহির হইলে আর সে সব বিষয়ে কথা নয়, চিন্তা নয়, প্রতিদিন ৫ মিনিট কাল ধর্ম্ম চিন্তা করিলেই অনেক করা হইল, এইরূপ যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা যে কখন ধর্ম্ম পথে এবং উন্নতি পথে অধিক দূর উঠিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল স্বামীর সহিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। তৎপরে নিজে নিজে সেই বিষয়ে চিন্তা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এরূপ না করিলে স্ত্রীর স্থায়ী উন্নতির আশা করা যায় না। যাঁহারা এইরূপ করিবেন, তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যেই দেখিবেন যে তাঁহারা উন্নতি পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপে চলিলে পরস্পরের উন্নত ও পবিত্র ভাব এবং গুণ সমূহ পরস্পরের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়ের মনের অস্ফুট গুণ ও ভাব সকলকে বিকশিত করে এবং মনকে উন্নতি সোপানে উত্থিত করিয়া দেয়।

আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করিবার স্ত্রীই উৎকৃষ্ট সঙ্গিনী। প্রাচীন কালের ঋষিগণ ইহার উপকারিতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বেদ, পুরাণ, উপনিষদে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ত্রীর উন্নতি সাধন করিতে পারিলে আমাদিগের সন্তান সন্ততিদিগের চরিত্র সংগঠন বিষয়ে অনেক সাহায্য করা হইল। শৈশবকাল হইতে উত্তম শিক্ষা পাইলে মনুষ্যের সমস্ত জীবন পবিত্র এবং সুখময় হয়। অতএব প্রত্যেক স্ত্রীর অতি যত্ন সহকারে স্বীয় উন্নতির জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং প্রত্যেক স্বামীরও অতি যত্নের সহিত স্বীয় স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাঁহারা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া স্ব স্ব স্ত্রীকে এইরূপ সুশিক্ষা প্রদানে যত্নবান্ হইবেন, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত এবং স্থায়ী উপকার সাধনে সমর্থ হইবেন।

---

# বারিবিন্দু।

কোন সুপ্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ পাঠ করিতে করিতে একটী সুন্দর উপাখ্যানের অবতারণা দেখিলাম। মহাসাগরের বিশাল বক্ষদেশ তরঙ্গায়িত হইতে হইতে কোথাও জলরাশিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলের ন্যায় উচ্চ করিয়া তুলিতেছে, কোথাও বা ঘাত প্রতিঘাতে ঘূর্ণিত এবং কল্লোলিত হইয়া প্রভূত পরিমাণে ফেণরাশি সমুদ্গীরণ করিতেছে। এই ফেণরাশির উপরে ঘটনাক্রমে এক বিন্দু বারি আসিয়া আটকাইয়া পড়িল। সুবিশাল সাগর বক্ষের উত্তাল তরঙ্গরাশি দর্শন করিয়া বারিবিন্দুটী মনে মনে ভাবিতে লাগিল "এই বিশাল হইতে বিশালতর মহা সাগরের সুপ্রশস্ত আকারের তুলনায় আমি ক্ষুদ্রতম হইতেও ক্ষুদ্রতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি। এই অনন্ত তরঙ্গ রাশির ঐন্দ্রজালিক শক্তির সহিত আমার ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র শক্তির তুলনা করিলে আমার অস্তিত্ব বিষয়ে বিস্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমার দ্বারা জগতের কোন প্রকারে যে অণুমাত্রও উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। হায়! আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? এরূপ পরমাণুবৎ ক্ষুদ্র শরীর ধারণ করিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।" বারিবিন্দুটি মনে মনে এইরূপ আক্ষেপ করিতেছে, এমন সময়ে একটী তৃষিত বৃহদাকার শুক্তি আসিয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক তাহাকে উদরসাৎ করিল। ক্রমে ক্রমে তরঙ্গের সহিত ভাসিতে ভাসিতে সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ শুক্তি সিংহলোপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল এবং কিছুদিন পরে শুক্তি ব্যবসায়ী কোন ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হত হইল। শুক্তি-ব্যবসায়ী দেখিল, শুক্তির উদর মধ্যে একটী প্রোজ্জ্বল ও অতি সুন্দর মুক্তা রহিয়াছে; কালক্রমে সেই মুক্তা বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া পারস্য বাদসাহের মহার্ঘ সুবর্ণ কিরীটের মধ্যদেশে শোভা পাইতে লাগিল। তখন সেই বারিবিন্দুটি আপনার উন্নতাবস্থা অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিতে লাগিল, "হায়! আমি কি নির্ব্বোধ; আমার জানা উচিত, জগতে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতেও সময়ে সময়ে মহদুপকার সাধিত হইতে পারে। এই সুবিশাল বিশ্বমণ্ডলে কেহই বৃথা আইসে নাই এবং কাহারও জীবন অনুপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যখন একবিন্দু লবণাক্ত বারি হইতে সুবর্ণ কিরীট সুশোভিনী বহুমূল্য মুক্তার সৃষ্টি হইতে পারে, তখন নিরাশার দাস হইয়া কালহরণ করা কাহারও পক্ষে কর্ত্তব্য

নহে। বিশেষতঃ সংসর্গ বলে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে ধূলি মুষ্টিও সুবর্ণ মুষ্টি হইয়া যায়, সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া আশান্বিত চিত্তে সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় এবং সৎ সংসর্গ লাভ করিয়া জীবনের মহত্ত্ব সংসাধন করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়স্কর।”

পাঠিকা! উ রিলিখিত আখ্যানটিতে বারিবিন্দুটি যে মহান্, সারগর্ভ, এবং চিন্তাপ্রসূত উপদেশ প্রদান করিয়াছে, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরই সতত স্মরণ রাখা উচিত। বাস্তবিক, সামান্য বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে এবং ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকাও মনুষ্যোচিত নহে। পৃথিবীর ইতিহাস যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ হয় জানা আছে, অতি সামান্য বংশোদ্ভব পুরুষ ও রমণী কর্ত্তৃক জগতের বিবিধ প্রকার মহোদুপকার সাধিত হইয়াছে। বিশ্বমণ্ডলস্থ সমুদয় মহদ্ব্যাপারের মূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু থাকে, সেই ক্ষুদ্র হইতেই এত বড় জগন্মণ্ডল রচিত হইয়াছে। যে বৃহদাকার বটবৃক্ষের উন্নত দেহ, স্থূল শাখা, বিশাল স্কন্ধ এবং অগণ্য পল্লবরাশি দেখিয়া মোহিত ও প্রীত হও, তাহার মূলে এক বিন্দু বীজ ভিন্ন আর কিছুই নাই; এবং যে তৈলরাশি নারী জাতির কেশের শে.ভা বৰ্দ্ধন, মস্তিষ্কের শৈত্য সম্পাদন এবং শারীরিক বহু প্রকার রোগের দমন করে, তাহা কোথা হইতে উৎপন্ন জান? এক বিন্দু সর্ষপের অসাধারণ ক্ষমতা শুনিলে তোমরা বিস্মিত হইয়া যাইবে। সর্ষপ বৃক্ষ আপন শাখায় যে ফুল উৎপন্ন করে, তাহার উষ্ণতায় প্রকাণ্ড দেহ মনুষ্যের চক্ষুজ্যোতি একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে; ইহার মূলে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত মুমূর্ষু প্রায় রোগীর হিক্কা, ভেদ, গাত্রদাহ প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারে, এবং ইহার ফলের রসে অর্থাৎ তৈলে জগতের অন্ধকার হরণ, রোগ দমন, শৈত্য সম্পাদন, শোভা বৰ্দ্ধন এবং মনোরঞ্জন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। ভাব দেখি, ইহা দেখিয়া ক্ষুদ্রকে আর কে অতঃপর ঘৃণা করিতে চাহিবে? ক্ষুদ্রকে ঈশ্বর যে শক্তি এবং অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার অপব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে।

এই পৃথিবীতে ক্ষুদ্র কিম্বা মহৎ সকল মনুষ্যই এক মহারাজের শাসনাধীন। তাঁহার ন্যায়-শাসন সকলের উপর সমান ও সকলেই সমান স্বত্বের অধিকারী। কি ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলকেই সেই প্রেমময় পিতার পবিত্র মন্দিরে আপনাপন কার্য্যের ফলাফলের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং ক্ষুদ্র এবং মহৎ সকলেরই পবিত্র ভাবে, সরল চিত্তে, বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিতে নির্ভর ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের চিন্তা ও ক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত। যে কোন কার্য্য করি না

কেন অথবা যে কোন বিষয়ের চিন্তায় মনঃ সংযোগ করি না কেন, সেই চিন্তা এবং সেই কার্য্য জগতের মঙ্গল কি অমঙ্গল বিধান করিবে তাহা ভাবিয়া করাই ধার্ম্মিকের উপযুক্ত। সেই প্রেমময় পিতার পবিত্রতার কাছে আমরা কেবল সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়পরতা বলেই দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হই, অতএব কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই আপনাপন জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া কেবল সতত ন্যায়পরতার দিকে অগ্রসর হইলেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ক্ষুদ্র বলিয়া নিরাশ হওয়া মূর্খের কার্য্য। সত্যপ্রিয় ক্ষুদ্র, অসত্যপ্রিয় বৃহদাপেক্ষা, শত গুণে বৃহত্তর। প্রেমময় পিতার প্রেমে যিনি অমর, তিনিই বাস্তবিক মহৎ ও মুক্তাপ্রসূ বারিবিন্দু; তদ্ভিন্ন সকলেই সামান্য এক একটি বারিবিন্দু ভিন্ন আর কিছুই নহে।

---

# প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

## উপনিষদের কাল।

গত বারের প্রকাশিত বরণীয়-চরিত্রা মৈত্রেয়ী হইতে পূজ্যতর একটী মহিলার বিবরণ এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

### ৮।—গার্গী।

গার্গী, বচক্নু মুনির দুহিতা, এই বিষয় ভিন্ন ইহাঁর পরিচয় সংক্রান্ত কোন বৃত্তান্তই জানা যায় নাই। তবে ইহাঁর বিদ্যাধ্যয়ন-বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। ইনি বেদালোচনায় এতাদৃশ অধিকারিণী হইয়াছিলেন যে, উত্তর কালে তদর্থ সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ৬ ষষ্ঠ ও ৮ অষ্টম ব্রাহ্মণে* বিনিবেশিত ইহাঁর বচন গুলি নিতান্তই মনোহর ও উপদেশপ্রদ। তাহা বেদ-বাক্যবৎ প্রামাণ্য, সুতরাং জন-সাধারণের নিকটে অত্যন্ত মান্য ও আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। সংস্রবাধীন এই উপলক্ষে নিম্নে একটী ঘটনার অবতারণা করিতেছি, পাঠক পাঠিকা অভিনিবিষ্ট মনে তাহার আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

প্রাচীন সময়ে মগধদেশ নানাবিধ তত্ত্ববিদ্যা চর্চ্চার নিমিত্ত সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিল। বিদেহ, ঐ মগধের অন্তর্গত এক প্রদেশ। মিথিলা নগর বিদেহ প্রদেশের রাজধানী, উহার বর্ত্তমান নাম ত্রিহুত। এই মিথিলায় একদা জনক রাজর্ষি বহুদক্ষিণা† নামক

* অধ্যায়ের অন্তর্গত বিভাগ-বিশেষের নাম ব্রাহ্মণ।

† "বহুদাক্ষিণা।" শব্দে অশ্বমেধ যজ্ঞ সূচিত হয়।

এক প্রকাণ্ড যাগের আয়োজন পুরঃসর নানা স্থানের ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণবর্গকে আহ্বান করেন। তদুপলক্ষে কুরু ও পঞ্চাল দেশ হইতে বেদ-বিদ্যা-বিশারদ দ্বিজ-কুলের সমাগম হওয়ায়, যজ্ঞ সভার এক অপূর্ব্ব শ্রী লক্ষিত হইতে থাকে। সেই সভায় রাজর্ষি জনকের অন্তঃকরণে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল, যজ্ঞ নিমন্ত্রণে সমুপস্থিত বিপ্রবৃন্দের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ, জানা আবশ্যক। তদনুসারে তিনি আমন্ত্রিত দ্বিজ কুল সমক্ষে সভাক্ষেত্রে ১০০০ এক সহস্র গো বন্ধন পূর্ব্বক তাহাদের প্রত্যেকের শৃঙ্গদ্বয় ১০ পাদ* সুবর্ণ দ্বারা হৈমময় করিয়া দিলেন। তদনন্তর কহিলেন, 'ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্, তিনিই এই গো সমস্ত গ্রহণ করিবেন।' কেহই দানগ্রহণে অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় শিষ্য সোমশ্রবাকে গোধন গুলি উন্মোচন করিয়া লইতে অনুজ্ঞা দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের এবম্ভূত আচরণে সভাস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ক্রোধ-কম্পিত হইলেন, কিন্তু কাহারই বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল জনক রাজার পুরোহিত অশ্বলই কহিতে লাগিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য! আপনিই কি আমাদিগের হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ?" তৎপরে জরৎকারু বংশীয় আর্ত্তভাগ, লহ্য-পুত্র ভুজ্যু, চক্র-তনয় উষস্ত ও কুষীতকাত্মজ কোহল ক্রমান্বয়ে নানা রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মপরায়ণা গার্গীর সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের যেরূপ কথোপকথন হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

গার্গী।—যাজ্ঞবল্ক্য! সলিলোপরি এই মহী ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। সলিল কাহার উপর ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—কেন গার্গী! বায়ুতে।

গার্গী —বায়ু কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম দ্বারা।

গার্গী।—উহা আবার কোন্ দ্রব্য দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—কেন? গান্ধর্ব্ব লোক দ্বারা।

গার্গী।—উহা কিসে ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—হে গার্গী, সূর্য্য লোক দ্বারা।

গার্গী।—সূর্য্য কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—চন্দ্র লোক দ্বারা।

গার্গী।—উহা আবার কাহা দ্বারা?

যাজ্ঞবল্ক্য।—নক্ষত্র লোক দ্বারা।

গার্গী।—নক্ষত্র লোক কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—দেব লোক দ্বারা।

গার্গী।—দেবলোক কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ইন্দ্র লোক দ্বারা।

* সায়ণাচার্য্যের মতে ১ পাদ এক পলের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ (১৫ পঞ্চদশ) অথবা এক সুবর্ণমুদ্রা। উইলসন সাহেব ১ পাদকে প্রায় ১ এক তোলা বলেন।

গার্গী।—উহা কাহা দ্বারা আবার ওতপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—ব্রহ্ম লোক দ্বারা।

গার্গী।—ব্রহ্ম লোকই বা আবার কাহা দ্বারা ওতপ্রোত?

গার্গীর এই শেষ জিজ্ঞাসা শ্রবণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিতে লাগিলেন, গার্গী! পরাজিত হইবার আশঙ্কায় অসম্ভব প্রশ্ন করিও না। তুমি যে দেবতার বিষয় প্রশ্ন করিলে, তিনি জিজ্ঞাসার অতীত পদার্থ। অতএব গার্গী! এ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করা তোমার কর্ত্তব্য নয়।

অনন্তর গার্গী কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন। তখন অরুণ ঋষিনন্দন উদ্দালক কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাহারও প্রকৃত উত্তর দিলেন।

গার্গী তখন পুনরায় সভাস্থ সমস্ত দ্বিজাতিকে উদ্দেশ করিয়া যেরূপ বলিয়াছিলেন, পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

গার্গী।—ব্রাহ্মণগণ! এই যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি আরও দুইটী প্রশ্ন প্রয়োগ করিবার আকাঙ্ক্ষা করি, যদি ইনি সেই প্রশ্ন দুইটীর সদুত্তর প্রদানে সমর্থ হন, তবেই আপনারা জানিবেন,—কোন ব্রহ্মজ্ঞানীই ইহাঁকে পরাভব করিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মণেরা ইহা শুনিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন।

গার্গী।—হে যাজ্ঞবল্ক্য! বিদেহ-প্রদেশস্থিত বা কাশীপ্রদেশ-জাত ক্ষত্রিয় যদ্রূপ ধনুতে গুণ দিয়া, দুই তীর সংযোজন পূর্ব্বক বিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমি দুইটী প্রশ্নরূপ বাণ-যুগলে আপনাকে বিদ্ধ করিতেছি, আপনি তাহার সদুত্তর দানে প্রস্তুত হউন।

যাজ্ঞবল্ক্য।—জিজ্ঞাসা কর।

গার্গী।—নভোমণ্ডলের উপরিভাগে ও ক্ষিতিতলের নিম্নে কি আছে? শূন্য-মার্গ ও অবনীর মধ্যেই বা কি আছে? আকাশ ও ভূমণ্ডলই বা কি? এবং কাহাতে এই সকল ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে? বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালও কোন্ পদার্থে ব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—উক্ত স্থান ও উক্ত কাল সমুদয় কেবলই মহাকাশ দ্বারা ওতপ্রোত আছে।

গার্গী।—মহাভাগ! আপনার এই সুযুক্তিসম্পন্ন উত্তর লাভে কৃতার্থা হইলাম। আমি এই সদুত্তর প্রাপ্তি নিমিত্ত মহাশয়ের নিকট প্রণতা হইলাম। অতঃপর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর প্রদান করুন।

যাজ্ঞবল্ক্য।—প্রশ্ন কর।

গার্গী।—আপনি কহিলেন, মহাকাশ দ্বারা পৃথ্বী ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশ, উভয়ের সন্ধি-স্থল—এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ভাল, সেই মহাকাশই বা আবার কাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য।—"গার্গী! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে প্রণাম করেন, তিনি অক্ষয় ব্রহ্ম। তিনি স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ নহেন;

লোহিত নহেন, স্নেহময় বস্তুও নহেন, ছায়া অথবা অন্ধকার, বায়ু অথবা শূন্য নহেন; তিনি মায়া ও রস ও গন্ধও নহেন; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য তেজঃ বা প্রাণ নহেন; তিনি মুখহীন ও উপমাবিহীন।

"হে গার্গী! সেই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসন-বলে চন্দ্র ও সূর্য্য, ভূলোক ও দ্যুলোক, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, ও অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসর স্থিতি করিতেছে। সেই অবিনাশী জগদীশ্বরের শাসনেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ বাহিনী তটিনী* শ্বেত পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। গার্গী! যে এই অক্ষয় পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইয়া, কেবল যাগযজ্ঞ, তপস্যা ও হোম করে, সে কদাচ স্থায়ী ফললাভে সমর্থ হয় না। তদ্রূপ লোক কৃপাপাত্র, অতি দীন; কিন্তু যিনি তাঁহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, পরলোক গমন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ। গার্গী! সেই ঈশ্বরকে কেহ দেখে নাহি বটে, কিন্তু তিনি সকলকেই দেখিতেছেন। কেহই তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সমস্ত শুনিতেছেন, কেহ তাঁহাকে চিন্তা করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানিতে পারিতেছেন। গার্গী! এই দৃশ্যমান নভোমণ্ডল তাঁহাদ্বারা ওতঃপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।"

গার্গী! দেবীর মতি ও স্মৃতি শক্তির বিষয় আমরা আর স্বতন্ত্র কি পরিচয় দিব? তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানেরই বা সীমা কিরূপে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইব? তর্কশক্তি ত অতুলনীয়। সেটী যেন বিশ্ববিজয়িনী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী আদ্যাশক্তি। নচেৎ অগণ্য গুণিগণ অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ-সভায় ইহাঁর সর্ব্বতোমুখী এত প্রভুতা কেন হইবে? ফল কথা, এই অতুলনা অঙ্গনা এক অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত বস্তু। কবে আমাদের দেশের সমস্ত ভামিনী এই গার্গীর স্বজাতীয়া বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন?*

* পূর্ব্বাদিগ্বাহিনী নদী গঙ্গা প্রভৃতি। পশ্চিম বাহিনী সিন্ধু প্রভৃতি।

* ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গার্গীর প্রশ্নোত্তরের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পাঠিকাগণের ধর্ম্ম ভাবোদ্দীপনার্থ তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল:—

"তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন; তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তাঁহাতে কোন পরিমাণ নাই। তিনি অলোহিত,—তাঁহাতে রক্তাদি কোন বর্ণ নাই। তিনি অস্নেহ—তিনি জলীয় বস্তু নহেন; তিনি অবায়ু—বায়বীয় পদার্থও নহেন; তিনি রসও নহেন, তিনি গন্ধও নহেন। এ সকল বাহ্য জড় বস্তুর স্বভাব। তিনি কদাপি জড় নহেন, সুতরাং এ সকল কিছুই তাঁহাতে নাই। তিনি যেমন জড়বস্তু নহেন, সেইরূপ আমাদিগের ন্যায় জড় শরীর বিশিষ্টও নহেন, তাঁহাতে শারীরিক প্রাণ নাই, এবং তাঁহার মুখাদি অঙ্গও নাই।